হাহা হিহি হোঙ্গা

চন্দ্রিল ভট্টাচার্য

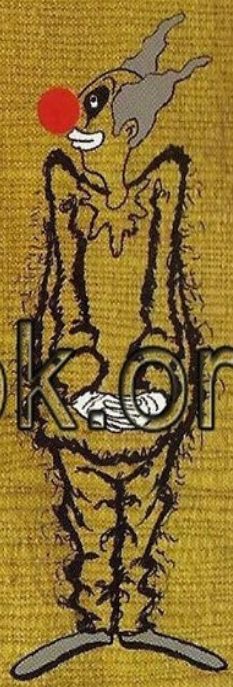

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হাহা হিহি হোহো ও অন্যান্য

চন্দ্রিল ভট্টাচার্য

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

দে'জ পাবলিশিং
কলকাতা ৭০০ ০৭৩

www.BanglaBook.org

HAHA HIHI HOHO O ANNANYA
A collection of articles in Bengali
By CHANDRIL BHATTACHARYA
Published by Sudhangshu Sekhar Dey, Dey's Publishing
13 Bankim Chatterjee Street, Kolkata 700 073
Phone : 2241 2330/2219 7920, Fax : (033) 2219 2041
e-mail : deyspublishing@hotmail.com
₹ 125.00

ISBN : 978-81-295-1372-4

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ২০১১, অগ্রহায়ণ ১৪১৮

প্রচ্ছদ : সৌকর্য ঘোষাল

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনওরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

১২৫ টাকা

প্রকাশক : সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

বর্ণগ্রন্থন : অনুপম ঘোষ, পারফেক্ট লেজারগ্রাফিক্স
২ চাঁপাতলা ফার্স্ট বাই লেন, কলকাতা ৭০০ ০১২

মুদ্রক : সুভাষচন্দ্র দে, বিসিডি অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

www.BanglaBook.org

উৎসর্গ

সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

ব্যাপার সহজপ্রাচ্য নয় ৯
চাঁদের আলোর সর ৪৪
বাঘ, ঘোগ, চোখভোগ ৬৭
গোলাপি যে নামে ডাকো ৮২
হাহা, হোহো, হিহি ও অন্যান্য ৯৬
বোলো, ক্ষুধা তাকে ভোলেনি ১১৩
রবীন্দ্রপ্রোজেক্ট ১৩৩

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

ব্যাপার সহজ প্রাচ্য নয়

সত্যজিতের অবশ্য, বিপদ খুব। বিদেশিরা তাঁকে বলে, কে এক ভারতীয় ঋষি-টাইপ, তাঁর ছবিতে হুড়ুদ্দুম নেই, কেতা-কায়দা নেই, টেকনিকাল পালিশ কম, আদ্ধেক ব্যাপারস্যাপার স্তিমিত, যৌনতার ক্ষেত্রে শুচিবায়ুগ্রস্ত, গতি পেল্লায় ধীর, নায়কনায়িকা সব সাধারণ মানুষ, গড়, ঘটনাবলি নিতান্ত ম্যাড়ম্যাড়ে—এ স্লো দার্শনিক নির্ঘাত প্রাচ্যে ডক্টরেট। আর বাঙালিরা বলে, কী রে ভাই, কোথায় গ্যাদগ্যাদে আবেগ-টাবেগ দিয়ে হাঁউমাঁউ করে একেবারে ডাবাভর্তি কান্নার জোলাপ পরিবেশন করবে, যা বোঝাতে চায় তা দেগে দেগে আড়াইশোবার বলাবে, পেছনে প্রাণপণ মিউজিক দেবে, হৃৎপিণ্ড উথলে একূল ওকূল দু'কূল ভাসবে, তা না সব চরিত্র

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

কেমন চাপা-চাপা, বাড়াবাড়ি ডিগনিফায়েড আচরণ করে চলেছে, অপূর্ব দেখতে সব শট, সটাসট কাট হচ্ছে, একটা মুহূর্ত বাড়তি দাঁড়ানো নেই, ভীষণ স্মার্ট চালচলন, মুচকি কৌতুক সারাক্ষণ তলে তলে বয়ে যাচ্ছে, দশটা কথার জায়গায় একটা কথা বলছে! এ প্রাণী সাহেব না হয়ে যায় না। ফলে সত্যজিতের ছবিতে আলাদা করে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য খোঁজার চল খুব বেশি। বিদেশে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, ছবি বড্ড ভারতীয়। আর বাঙালির অভিযোগ, বড্ড বিদেশি-টাইপ, ভদ্রলোক বাংলা ভাষায় ইংরিজি ছবি-করিয়ে।

বাঙালিদের ব্যাপারটা বোঝা সোজা। ব্যাকব্রাশ করে চুল আঁচড়াবে, অপূর্ব গমগমে গলায় চোস্ত ইংরিজিতে গড়গড়িয়ে কথা বলবে, বিদেশ থেকে সম্মান আসবে ফি বছর, সবসময় ফিটফাট ও সাংঘাতিক অভিজাত উপস্থিতি দেখে অন্য ক্যাবলাদের সমীহ চড়কগাছ হয়ে যাবে, আবার শোনা যায় বাড়ি ফিরে লুঙ্গি গুটিয়ে মুড়ি-নংকা খাওয়ার বদলে ওয়েস্টার্ন ক্লাসিকাল শোনে! এ লোক আবার বাঙালি কীসের! আঁতেলদেরও গোঁসা হয়ে গেল। প্রথম ছবি থেকেই পাগলের মতো সাফল্য! এ আবার কী? গাদা গাদা আন্তর্জাতিক পুরস্কার, অবিশ্বাস্য খ্যাতি, সর্বস্তরে স্বীকৃতি! কোথায় না-খাওয়ার দীর্ঘ চিমড়ে ইতিহাস থাকবে, ক্যামেরার কাজ বা শব্দ জোড়ার কাজ হবে আলুথালু অন্যমনস্ক, প্রচুর ভুলত্রুটি করে তাকে আবছা থিওরি দিয়ে ঢেকে দেওয়ার চেষ্টা চলবে,

www.BanglaBook.org

নেশায়-বমিতে-নিয়মভাঙা আচরণে গজিয়ে উঠবে নিরন্তর চ্যালা ও পিলপিলে মিথ, সবসময় মজুত থাকবে অন্যরা কীভাবে চক্রান্ত করে উঁচুতে উঠতে দিল না এ নিয়ে তথ্যসমৃদ্ধ অভিযোগের বিষকাঁদুনি—তা না লোকটা কথাই বেশি বলে না, নিজের বিষয়েও বক্তৃতা দেওয়ার অভ্যাস নেই, কোঁদলে উৎসাহ নেই, সর্বক্ষণ কাজ করে, পরিপাটি ও নিখুঁত, ধৈর্যশীল ও অসম্ভব মনোযোগী, একটা প্রবল শৃঙ্খলা ও আত্মনিয়ন্ত্রণ জীবন ও কাজ জুড়ে ব্যাপ্ত রয়েছে। তা হলে এ কে? নিশ্চয় একটা নাক-উঁচু লোক, একটা প্রাইজ-আকাঙ্ক্ষী। সিনেমায় ও ভাবনায় ধ্রুপদী, নিরীক্ষার সাহস নেই, রক্ত গরম নয়, হইহই করে পাঁচিল ভাঙতে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে না। প্রকৃত জোরালো সৃষ্টি মানেই যেখানে দায়িত্বজ্ঞানহীনতা, শৃঙ্খলাভঙ্গ, প্রচণ্ডতা, উগ্রতা, ঝোড়ো দাপট, সেখানে এ লোকটা পিতপিত করে হোমওয়ার্ক কষে দশটা শট এঁকে সেট-এ যায়, আর ছ্যা ছ্যা, কী পাতি, দশটা শটই নেয় ও তারপর প্যাক-আপ করে। এর মধ্যে লেলিহান সবতোড় আবেগ কই? স্রেফ ডিসিপ্লিনের দাস। সাহেব কোথাকার!

এ জন্য সত্যজিৎ নিজেও কিছু কম দায়ী নন। আইজেনস্টাইনের সিনেমা দেখে তিনি বলবেন বাখ-এর মিউজিকের মতো, পুদভকিনের ছবিকে তুলনা করবেন বেঠোফেন-এর সঙ্গীতের সঙ্গে, 'চারুলতা'র একটা দৃশ্যকে বলবেন 'মোৎজার্টীয়', কারণ এখানে চারটি স্বর মিলে গড়ে

www.BanglaBook.org

তোলে এক বহুস্তরী টানাপোড়েন, চ্যাপলিনের ছবির রিভিউ করতে গিয়ে আনবেন 'ম্যাজিক ফ্লুট'-এর প্রসঙ্গ—আর লোকে 'সাহেবি' বলে গাল পাড়বে না? সত্যজিৎ নিজে বারবার বলেছেন যে তিনি হলিউড থেকে অনেক শিখেছেন, এবং জন্মে কেউ শুনেছে একটা লোক সিনেমা হলের অন্ধকারে বসে আমেরিকান পরিচালকদের 'কাট করার প্রক্রিয়া' বিষয়ে নোট নেয়? সে লোকটা অবশ্য উদয়শংকরের 'কল্পনা'ও বারবার দেখত এবং এমনকী নিজের পছন্দের শটগুলোর ছবি তুলতে ক্যামেরা নিয়ে যেত হল-এ, কিন্তু তা আমাদের ভুলে যেতে কতক্ষণ?

আমবাঙালি সত্যজিৎকে শ্রদ্ধা করে অসম্ভব, কারণ তিনি সাহেবদের কাছে সম্মান পেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর কয়েকটা সিনেমা বাদে বাকিগুলোকে আদপে ভালবাসে না। 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' সকলেই দু'শোবার আহ্লাদে আটখানা হয়ে দেখেছে, 'সোনার কেল্লা'য় জটায়ু ঢোকামাত্র সবাই এখনও উচ্ছ্বসিত চিৎকার করে ওঠে, যেন চ্যাপলিন পর্দায় আবির্ভূত হলেন, 'পথের পাঁচালী' দেখে সবার গলার কাছটা ব্যথা করে, 'অপুর সংসার' দেখে ভীষণ বিয়ে করতে ইচ্ছে হয়, 'নায়ক'-এ উত্তমকুমারকে হেরে যাগে। ব্যস। এছাড়া মজামণ্ডিত 'মহাপুরুষ' ও 'সমাপ্তি'র নাম করতেই হবে। ক'টা হল? শেষ দু'টো ছোট ছবিকে যদি আধ-আধ ধরি, ছ'টা। লম্বা লোক পূর্ণদৈর্ঘ্যের কাহিনিছবি করেছেন ২৮টা। গৃহপালিত ভিড়

www.BanglaBook.org

পেরিয়ে সত্যজিতের মাইল-মাইল দূরত্ব অবশ্য প্রথম ছবি থেকেই জ্বলজ্বল করছে। ওই ফিল্মেই ভারতীয় সিনেমা-শিল্পের তাবৎ নড়া ধরে নেড়ে বেড়া-ব্যারিকেড তছনছিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু সে বড় স্নিগ্ধ তছনছ। লোকে কেঁদে আকুল হয়েছিল। এবং ওই জন্যই, অত সাংঘাতিক স্বাতন্ত্র্য সত্ত্বেও, ছবিটাকে গ্রহণ করেছিল। তার পরের ছবিতেই, সাফল্য-ফর্মুলা পুনর্নবীকরণ তো দূরস্থান, স্টাইল একেবারে বদলে, একটি নিষ্ঠুর ও ভীষণ সত্যি আখ্যান বললেন, অনেকটা দূরে দাঁড়িয়ে। মা কষ্ট পায়, ছেলে তত কেয়ার করে না। মা ছুটিতে যেতে লিখলে দু'টো টাকা পাঠিয়ে ম্যানেজ করে দেয়। আর পরিচালক কোনও দাঁড়িপাল্লা ও বাটখারা ছাড়াই ছবিটা দেখান। এতটুকু ভ্যালু জাজমেন্ট দেন না। দু'জনের প্রতি সমান দরদ রাখেন, কিন্তু 'ও যে তোর মা রে পাগলা' মর্মে কোনও যাত্রাপালাই রচেন না। তারসানাইও বেজে ওঠে না, অনুতাপদগ্ধ ছেলের কোলে টেনে টেনে ভ্যালগি বলতে বলতে মা মারাও যান না। ছেলে মা'র অসুখের খবর পেয়ে ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে আসে, মা নেই বুঝে একটু কাঁদে, কিন্তু তারপর বেশ শক্ত পায়েই পোঁটলা গুছিয়ে বেরিয়ে যায়, শেষ দৃশ্যে গুমগুমে বজ্রগর্ভ মেঘের ডাক শোনা যায়, ব্যস। এ একটা মা-ছেলের গল্প হলো?

বাঙালি জোরসে বিশ্বাস করে, শিল্প দু'রকম। এক, হৃদয় দিয়ে তৈরি। দুই, মস্তিষ্ক দিয়ে তৈরি। সে মনে করে, প্রথমটাই

www.BanglaBook.org

শিল্প, দ্বিতীয়টা ভান। প্রথমটায় বাঁধভাঙা আবেগের ভাগ বেশি, দ্বিতীয়টায় যুক্তির, বিশ্লেষণের। প্রথমটা বুক দিয়ে পড়বে, তোড়ে ভেসে যাবে, 'অতশত জানি না ব্যস, ভালবাসি' বলে আষ্টেপৃষ্ঠে চরিত্রের পক্ষ অবলম্বন করবে, দর্শক-পাঠক-শ্রোতার কলজে উল্লাসে/বিষাদে ফুঁড়ে দেবে। দ্বিতীয় রকমটা কিন্তু হাত দু'টো বুকের কাছে ভাঁজ করে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সমস্তটা জরিপ করে নেবে, তার কাছে বাদ যাবে না তোমার লাবণ্য বা তোমার পায়ের কড়া, পাতার সজল সবুজ এবং অন্ধকার দগদগে শিরা-বের-করা পিঠ, এমনকী অসহায় ফ্যাঁসা আর্তনাদের হাস্যকরতাও, ইতিহাসের ছাত্র দালাল হয়ে গেলে বউদি বলবে দাদাকে জিগ্যেস করলেই জানা যাবে দালালের সুন্দর সংস্কৃত প্রতিশব্দ, আর মধ্যবিত্ত পুরুষ সারাক্ষণ একটি মহিলার সান্নিধ্য চাওয়ার পর নারী নিজে যখন বুকে টেনে নেবে তার হাত, পুরুষ ভিতু ঠোঁট চাটা ছাড়া আর কিছুই করতে পারবে না এবং ঘড়ির কাঁটা টিকটিক করে টিটকিরি দিয়ে যাবে তার মুরোদহীন দুর্বুদ্ধি-কে। প্রথম শিল্প-ধরনটা, যে 'ডুবতে রাজি আছি' ঘোষণা করে ঝাঁপ খায়, হচ্ছে 'বাংলা', বা টানাটুনি করলে, 'ভারতীয়'। আর দ্বিতীয়টা, যে সব একঝোঁকামি বর্জন করে খতিয়ে ও তীব্র নেড়েচেড়ে কানকো তুলে দেখে নেয় জীবন, হল 'পাশ্চাত্য'। দু'রকম ধাঁচেই মহৎ শিল্প সৃষ্টি হতে পারে—বাঙালি এ কথা মানে না। সে সার্টিফিকেট দেয় শুধু প্রথমটাকে। আর অন্য সব

www.BanglaBook.org

কিছুকে সে বলে, ধুস! ও তো এইখেনটায় এসে লাগছে না। নিজের বুকের মধ্যিখানটায় তর্জনী দিয়ে দেখায়।

সত্যজিৎ যে বংশের ছেলে, আর যে পরিবেশে মানুষ, তাতে প্রাচ্য আর পাশ্চাত্য—দুয়ের সম্ভারকেই নিজের স্বাভাবিক উত্তরাধিকার মনে করা, আর দুই থেকেই ইচ্ছেমতো অনাড়ষ্ট ও সাবলীল আহরণ তাঁর চরিত্রে আশ্চর্য কিছু নয়। তিনি প্রবল মনোযোগ নিয়ে বাখ-ও শুনেছেন, রবীন্দ্রসঙ্গীত-ও। পি জি উডহাউস-ও পড়েছেন, কালীপ্রসন্ন-ও। সত্যজিতের ঠাকুর্দা টেলিস্কোপে রাতের আকাশ দেখতেন, এবং টুনটুনির বই লিখতেন। সত্যজিতের বাবা বিলেত গিয়ে ইংরিজিতে হাফটোন প্রিন্টিং নিয়েও প্রবন্ধ লিখেছেন, রবীন্দ্রনাথ নিয়েও। ননসেন্স ক্লাবে বিবেকানন্দ নিয়েও আলোচনা করেছেন, তুর্গেনেভ বা প্লেটো নিয়েও। সত্যজিতের ছবিতে যেমন মেমোরি গেম-এ অসীম (কিছুটা ইমপ্রেস করার তাগিদেই) শেক্সপিয়র ও টেকচাঁদ ঠাকুর, দুটো নামই বলে। তাঁর ফিল্ম দেখার ক্ষেত্রে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য অসুবিধেরও ডিস্ট্রিবিউশন দিব্যি। চারুলতা-য় অমল যখন 'হরে মুরারে মধুকৈটভারে' বলে উল্লসিত চিৎকার করে ওঠে বা গুনগুনিয়ে গায় 'যব ছোড় চলে লখনৌ নগরী', তখন পাশ্চাত্য দর্শকরা তার কোনও রসই নিতে পারেন না। আবার অমল যখন দাদাকে খ্যাপানোর জন্য পিয়ানোয় 'গড সেভ দ্য কুইন' বাজায়, কিংবা ভূপতি কথায় কথায় মুড়িমুড়কির মতো

www.BanglaBook.org

গ্ল্যাডস্টোন, লিবারাল, টোরি বলতে থাকে, বা ডিজরায়েলি-র নিকনেম 'ডিজি' আউড়ে অমলের ব্রেন ঘুলিয়ে দিয়ে মহা মজা পায়, আমরা অমলের মতোই হাঁ করে তাকিয়ে থাকি। এই দুই হাঁ-রই কারণ, সত্যজিতের মেধা ও উৎসাহের রাজ্যে কোনও গোলার্ধবাচক 'না' নেই। সত্যজিৎ পাশ্চাত্য থেকে নিয়েছেন তাঁর ছবির কারুকাজের ধাঁচ, গল্প বলার স্ট্রাকচার, সপ্রতিভ কাট করার শিক্ষা, অ্যামেচার আনকোরা অভিনেতাদের নিয়ে কাজ করার সাহস, এমনকী মেক-আপ না-ব্যবহার করার স্পর্ধা, একদম স্বাভাবিক সংলাপ ও বাস্তবানুগ অভিনয় দিয়ে সিনেমা সাজানোর দীক্ষা। আর প্রাচ্য থেকে নিয়েছেন, তার আত্মা।

তবে, এ জিনিস পৃথিবীর সব বড় পরিচালকের ক্ষেত্রেই সত্যি। যে কোনও বিরাট শিল্পীই মহা উল্লাস আর প্যাশনেট উৎসাহ নিয়ে উত্তর দক্ষিণ নৈর্ঋত ঈশান—যে কোণ থেকে পারেন বহুরকম পড়েন দেখেন শোনেন, এবং সব কিছু থেকেই ক লিটার খ আউন্স গ মণ ঘ সের-বেধড়ক আহরণ করতে থাকেন। তারপর, এই নানা প্রচুর বিবিধ উৎস থেকে ক্লোরোফিল আত্মস্থ করে নিয়ে, কোন প্রক্রিয়ায় কোন সিজনে কোন আশ্চর্য ফল যে ফলবে, তা হবে পুরোপুরি মিষ্টি না কিঞ্চিৎ কষায়, সেখানে থাকবে শক্ত খোসা না কোমল আবরণ, সে কথা কেউ জানে না। ফলের স্বাদ নিতে নিতে কেউ যদি ঠোঁট কুঁচকে ভাবার চেষ্টা করে এর মধ্যে ঠিক

www.BanglaBook.org

কতটা সূর্যালোক পুব দিক থেকে পড়েছে আর কতটা পশ্চিম থেকে ফোকাস মেরেছে, খামোকা ব্যায়াম!

আর নিজ দেশ ও নিজ কাল তো সৎ শিল্পে বিনা-নেমন্তন্নেই পাত পেড়ে বসে যাবে! বাংলা নিয়ে ছবি, বাঙালি মানুষ নিয়ে ছবি, শিল্পগত যুক্তিতেই তা বাংলার শেকড়বাকড় অনবরত জাপটে নিতে দায়বদ্ধ। আর সত্যজিৎ এত বড় চলচ্চিত্রকার, তাঁর রচিত যে কোনও দৃশ্যই একাধিক স্তরে খেলা করে। প্রত্যক্ষভাবে পর্দায় যেটুকু দেখছি, তার তলায় তলায়, পাশে পাশে, আরও অনেক কিছু চলে, চলতে থাকে। ছবি সবসময়ই ফ্রেমের অনেক বাইরেও বিস্তৃত হয়ে যায়। তা আমাদের কিছুই না-বলে অনেক কিছু বলে, চরিত্র সম্পর্কে, তাদের চুপ করে থাকা মুখের ভাবনাস্রোত সম্পর্কে আমাদের নিজস্ব আন্দাজ তৈরি করতে প্রণোদিত করে, মানে-তৈরির মেশিন উসকে দেয়। এবং তা করতে গিয়ে তাঁকে ব্যবহার করতে হয় অসংখ্য ডিটেল, নিজ দেশ ও কাল থেকে লাগাতার সংগ্রহ করতে হয় অজস্র উপাদান। আর তার অমোঘ প্রয়োগে, অধিকাংশ সময় 'প্রাচ্য' প্রেজেন্ট প্লিজ দিয়ে যায়ই। ইন্দির ঠাকরুণ আঙুলের মাথা থেকে চেটে চেটে খান, পালকি-বেয়ারার হুমহাম আর ফেরিওলার ডাকে গড়ে ওঠে ১৮৭৯-র ঠা-ঠা দুপুর, অপু ছাদে দাঁড়িয়ে বাঁশিতে এক অপূর্ব সুর বাজায় যা বিদেশির কাছে সুন্দর মেলোডি মাত্র আর বাঙালির কাছে স্পষ্ট আনন্দ-আকুতি : যদি তারে নাই চিনি

www.BanglaBook.org

গো সে কি আমায় নেবে চিনে। মানে, মোদ্দা ভাষায় : ওঁর অপূর্ব চিত্রনাট্য আর তা ধারণ করার কুশলী ভিসুয়াল, প্রতিটি মুহূর্তকে এতগুলো অসামান্য অনুপুঙ্খ দিয়ে সমৃদ্ধ করার স্টাইল—তার পূর্ণ রস নিতে গেলে বাংলা সংস্কৃতি সম্পর্কে, সমাজ সম্পর্কে, ঐতিহ্য সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকতে হবেই। সত্যজিতের অতুলনীয় বাংলা সংলাপও সাবটাইটেলে সম্পূর্ণ অনুবাদযোগ্য নয়।

এ জিনিসও, আবার, পৃথিবীর সব বড় পরিচালকের বেলাতেই খাটে। বার্গম্যানের একটা চরিত্র যখন স্ট্রিন্ডবার্গের নাটক পড়তে শুরু করে, এবং তার আগে তাঁকে নারীবিদ্বেষী বলে, আমরা কি তার পুরো ব্যঞ্জনাটা ধরতে পারি? তারকভস্কির একটি চরিত্র, যে ছাপাখানায় কাজ করে, একটা মুদ্রণপ্রমাদ তার চোখ এড়িয়ে গিয়েছে বলে এমন ভয়ানক উদ্বিগ্ন ও ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে, আমরা অবাক হয়ে যাই, যদি না পরে পড়েশুনে জানি যে ওখানে স্তালিনের ভুমানা দেখানো হচ্ছে, এবং এটা আসলে রাজনৈতিক সন্ত্রাসের প্রতীক। গোদারের একটা চরিত্র প্যারিসের পথে পথে ঘুরে বেড়ানোর সময় আমরা ভয়েস-ওভারে যে অসামান্য বাক্য শুনে চমকে উঠি, তা যে আসলে মঁতেন-এর ম্যাক্সিম থেকে কোটেশন, তা জানতে পারলে আমাদের প্রাণে বাক্যটির পুরো তাৎপর্য এসে বাজত। প্রতিটি ট্রুফো তাঁর সন্নিহিত ভূগোলকে, তাঁর দেশের অতীতকে ও সমকালকে, তাঁর উত্তরাধিকারকে ও

www.BanglaBook.org

চালচিত্রকে, বাই ডিফল্ট, শুষে নেবেনই। না নিয়ে তিনি যাবেনই বা কোথায়? চারপাশে যে বায়ুমণ্ডল ঘিরে রেখেছে প্রাথমিক অক্সিজেন তো তা থেকেই নিতে হবে। এরপর তিনি অবশ্যই ইচ্ছে করলে আরও আরও আকাশকে আঁকশি দিয়ে টেনে আনবেন তাঁর নিজস্ব ছাদের ওপর, অচেনা উপত্যকার নদীকে বইয়ে দেবেন বৈঠকখানার পাশে, এবং তা থেকে সংগ্রহ করবেন নিজস্ব জ্যোৎস্না বা তৃষ্ণা, এবং এই অনবরত মিলমিশ থেকেই তৈরি হবে তাঁর নিজস্বতা, যে স্টাইল দেখে আমরা তক্ষুনি চিনতে পারব তাঁর সই, সে নাম-দেখানো হয়ে যাওয়ার পরে হল-এ ঢুকলেই বা কী?

আসলে, বাঙালি জাতের হাটে সত্যজিতের সবচেয়ে বড় ঝঞ্ঝাট হল, তিনি যা-ই করেন, যা-ই, সে 'জন অরণ্য' ছবিই হোক আর 'কুমায়ুনের মানুষখেকো বাঘ'-এর প্রচ্ছদ, তাতে একটা প্রখর, ক্ষুরধার বুদ্ধির ছাপ থাকে। একটা শাণিত তরবারির মতো ওঁর পর্যবেক্ষণ, ওঁর বিশ্লেষণ ও বিন্যাস। এটাকে বাঙালি অন্তর থেকে ঘেন্না করে। বুদ্ধিকে সে ভাবে, চালাকি। নির্বুদ্ধিতাকে : আন্তরিকতা, সততা। তার প্রাণের শিল্পকে হতে হবে গম্ভীর, গ্যাদগ্যাদে এবং শিশুপাচ্য। দৃশ্যের পরতে পরতে দুরন্ত স্মার্টনেস থাকলে, যে কোনও পরিস্থিতিকে—এমনকী অন্ধকার ট্র্যাজেডিকে—অসামান্য কৌতুকের আলপনায় বর্ডার দিয়ে দিলে, বাঙালির ল্যাদাড়ুস মনপিণ্ড ঘাবড়ে চরকি খায়। এর প্রকৃত গ্যাঁড়াকলটা অন্য।

www.BanglaBook.org

দারুণ বুদ্ধিদীপ্ত কোনও কিছুকে উপভোগ করতে গেলে, আত্মস্থ করতে গেলে, উপভোক্তাকেও বুদ্ধি খাটাতে হয়। ঝুঁকে, মন দিয়ে ছবিটা দেখতে হয়। সারাক্ষণ উন্মুখ, সতর্ক, টানটান থাকতে হয়। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে ঢং ঢং করে ঘড়ি বাজে আর মাঠে বসা অপুর মুখ আমরা দেখি, এবং তক্ষুনি ক্যামেরা চলে যায় আড়বোয়ালের বাড়ির উঠোনে অপুর তৈরি করা সূর্যঘড়ি-তে, যেখানে সর্বজয়া একলা বসে কাটাচ্ছে অপুর জন্য ছটফটিয়ে দিনের পরে দিন মাসের পরে মাস—এ তো শুধু সর্বজয়ার সিন শুরু করার তরিকা নয়। এর মধ্যে অপুর অপরাধবোধ লাইনের পর লাইন লিখিত আছে। অপুর যৌবনের হইহই দ্রুত সময় আর প্রৌঢ়া সর্বজয়ার কিছুতেই না-কাটতে চাওয়া সময়ের আখ্যানও। কিন্তু, দর্শককে সে লেখা আবিষ্কার করতে হবে। পরিচালক কিচ্ছুটি বাতলে দেবেন না। এটা ভারী অস্বস্তির ব্যাপার। সেই আমোকেই যদি খেটেখুটে জিনিসটা বুঝতে হল, ব্রেনে চনচনে করে এনার্জি চালাতে হল, তুমি আছ কী করতে? তুমি পর্দায় সিনেমা দেখাবে, আর আমি অঙ্কের ছাত্রের মতো শিরদাঁড়া সোজা করে 'এই এই ফস্কে গেল' ভয় বগলে করে নোট নেব? তুমি আমায় নিজ গরজে গিলিয়ে দেবে না গোল্লা পাকিয়ে নাড়ু সাজিয়ে থালায় থরে থরে রেখে? শহর থেকে অজ গাঁয়ে আসা পোস্টমাস্টার প্রথম কাজ বুঝে নিয়ে আস্তে আস্তে সন্তর্পণে খামগুলোয় ছাপ মারছে, চমৎকার। তারপর যেই না

www.BanglaBook.org

সে অসম্ভব দ্রুত দড় দক্ষতায় ফটাফট ছাপ মারছে—যা ছিল আনকোরা কাজ তা আজ তার অনায়াস সহজ অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গিয়েছে—এই সূত্র ধরে আমি বুঝে নেব সময় কেটে গিয়েছে বেশ কিছু দিন? কেন? ক্যালেন্ডারের পাতা উড়ে উড়ে যাচ্ছে দেখাতে পারলে না? সর্বজয়াকে মনিবানী বললেন, তুমি আমাদের সঙ্গে দেওয়ানপুর যাবে তো? সর্বজয়া মাথা নেড়ে বলল 'আচ্ছা'। ভাল কথা। হঠাৎ সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে সর্বজয়া দেখল অপু হুঁকোর ডাবায় ফুঁ দিতে দিতে যাচ্ছে, আর তার ধাপে ধাপে নামার গতি ধীর হয়ে এল, অমনি কোত্থেকে ট্রেনের হুইস্‌ল, ও মা, চট করে দৃশ্য বদলে এরা ট্রেনে চড়ে ফিরে যাচ্ছে গ্রামে! আরে দাঁড়াও দাঁড়াও, ভাল করে বলবে তো ভাই, কী হল, মত কী করে উল্টে গেল, কখন মা বুঝতে পারল এরা নিরাপত্তা দেবে কিন্তু ছেলেকে চাকর বানিয়ে দেবে, তারপর বেশ কাঁটা দেওয়া সব ডায়লগ হবে—আমি না খেয়ে মরব তবু তোকে গোলাম হতে দেব না—তা না অমন হুড়হুড় করে দৃশ্য সরিয়ে নিলে তাল রাখতে পারি? ছবি দেখতে এসেছি রে বাপ, এগজামিন দিতে আসিনি।

আর এর সঙ্গে জুড়ে আছে সত্যজিতের বিখ্যাত, বহুবিশ্রুত পাণ্ডপত : আন্ডারস্টেটমেন্ট। সংযম। তাঁর ক্যামেরা আদ্ধেক সময়েই গরজ দেখায় না দেগে দিতে, গেদে দিতে, একদম কাছে গিয়ে চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে। সম্পাদনার ধাঁচেও

www.BanglaBook.org

কোথাও এক কণাও বেশিক্ষণ শট ধরে রাখার তাগিদ লক্ষ করা যায় না। কম বলে, ইঙ্গিত দিয়ে, পরিচালক শ্রাগ করে বলেন, 'যথেষ্ট'। ইলাস্টিকের মতো বাড়িয়েচাড়িয়ে ভাবসম্প্রসারণে উৎসাহই নেই। উনি যেন চরিত্রগুলোকে আঁকড়ে ধরছেন না, তাদের বেদনায় কোনও হুলস্থূল পাকিয়ে তোলার দায়ই তাঁর নেই, তিনি কিছুটা নির্বিকার, নিরাসক্ত দৃষ্টিতে শুধু ঘটনাগুলো ও তার আত্মা উন্মোচন করছেন। মেয়ে-মরা-মা গালে হাত রেখে চুপ করে বসে আছেন, প্রতিবেশী বালিকার ডাকেও তাঁর সম্বিৎ ফেরে না, হঠাৎ হরিহরের 'অপু-উ' ডাক শুনে তিনি নড়ে ওঠেন, হাতের শাঁখা স্লিপ করে নেমে আসে। 'এই শাঁখার দোলাই যেন তার বুকের দোলা।' মহা দুরন্ত ডানপিটে টমবয়-গোছের মেয়ে অ্যাদ্দিন গাছে চড়ে বুনো কাঠবেড়ালি নিয়ে খেলে দিন কাটাত, বহু কাণ্ডাকাণ্ডের পর তার হৃদয়ে প্রেমের উন্মেষ ঘটে। সে যখন সলজ্জ মুখে স্বামীকে চিঠি লিখতে বসেছে, তার সামনে বর্ণপরিচয়ের পাতা খোলা (কারণ, সে তো বানান ভাল করে জানে না), এবং সেখানে অনেক শব্দের সঙ্গে ছাপা আছে 'রমণী' ও 'জননী'। ফট করে চোখে না পড়ে গেলে শব্দ দু'টো নজরেই আসবে না। ফ্রেমের একেবারে কোণায় তারা বসে আছে, অনেকটা দেখেশুনে মুখে নিয়ে। আর 'গুপী গাইন'-এ গুপীকে গাধার পিঠে চাপিয়ে সব্বাই সোল্লাসে রওনা করে দেওয়ার পর সেই ভীষণ ছোট্ট মুহূর্তের শটে চাদরের খুঁটে

www.BanglaBook.org

গুপীর বাবার চোখ মুছে নেওয়া কোন পাষণ্ড ভুলতে পারে? আমরা গুপীর বাবার চরিত্রকে এতক্ষণ দেদার মজার চোটে পাত্তাই দিইনি। আর ওইটুকুতেই কত না-বলা দিনরাত্রি ও মোচড়ানো বেদনা ধাঁ করে উন্মোচিত হয়ে যায়। কিন্তু ততক্ষণে ওয়াইপ শুরু হয়ে গিয়েছে। পর্দায় জায়গা নিয়ে নিচ্ছে পরের শট। কারণ এটা রচছেন সত্যজিৎ রায়, যাঁর সিনেমা দেখতে হতে হয় সত্যজিৎ রায়ের দর্শক।

আরও সাংঘাতিক, লম্বা ভদ্রলোক ইন্টারভিউতে বলেন, অতিনাটকীয়তার শেষ চিহ্নটুকুকেও তিনি তাঁর ছবি থেকে বহিষ্কার করতে চান। তাঁর প্রথম ছবিতেই গাঁয়ের মেয়ে আঁতুড়ে প্রসবযন্ত্রণায় ছটফট করে তবু ঠোঁট টিপে থাকে, চেঁচায় না। প্রেম ভেঙে যাওয়াকেও উনি মুড়ে রাখেন কৌতুকে। এক ছবিতে হিংস্র গামবাট প্রেমিক মেয়েটির চুল ধরে টানতেই পরচুলা হাতে উঠে আসে, অন্য ছবিতে নিরীহ দুর্বল প্রেমিক ক্রন্দনরতা প্রেমিকাকে হুল ফুটিয়ে বলে রুমালটা রেখে দিতে, ফেরার পথে বাসে কামড়ানো পেলে কাজে লাগতে পারে। এমনকী মৃত্যুকেও উনি যে খুব রেয়াত করেন, তা না। হরিহরের শ্বাস ওঠার পর সর্বজয়ার শোক-আর্তনাদ এসে পড়ে কাশীর ঘাটের পাথরাদের ওপর, তারা উড়ে যায়, এরপর দু'টো মাত্তর শট, অপুকে কাছা পরানো ও নদীতে নিয়ে যাওয়া, বাস। গল্প বয়ে চলে। আবেগকে খাজনা সত্যজিৎ কি দেন না? কেউ কি তাঁর সিনেমায় ফুলে ফুলে

www.BanglaBook.org

কাঁদে না, কেউ ভেঙে পড়ে কপালে হাত রেখে বলে না 'কী ভেবেছিলাম আর কী হয়ে গেল', কেউ বউয়ের মৃত্যুর খবর পেয়ে বার্তাবাহক শালাকে ঠাস করে চড় মারে না, কেউ রেগে ইন্টারভিউয়ারদের টেবিল উল্টে দেয় না? নিশ্চয়ই এসব হয়, গল্প দিয়ে শিল্প সাজাচ্ছেন তিনি, আবেগকে খামোকা অস্পৃশ্য ধরতে যাবেন কেন? কয়েক পাক তাকে ট্রট করতে দেন, কিন্তু একেবারে কৃপণের শক্ত মুঠিতে বল্গা ধরে থাকেন। অথবা, বাকি পুরো ছবিটাকে এমনই আলট্রা-সংযত মেজাজে বাঁধেন যে, একটা নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে বাঁধ ভেঙে দেওয়াটা একেবারে সাংঘাতিক অভিঘাত সৃষ্টি করে। সেও, একটু উল্টো দিক থেকে, নাটকীয়তা-বর্জনেরই অর্জন।

এমনকী 'মেসেজ', বাঙালির এত প্রিয় শব্দ ও শিল্পরচনার প্রায় একমাত্র উদ্দেশ্য বলে গণ্য, তা বিতরণ করারও ন্যূনতম তাড়া সত্যজিতের মধ্যে দেখা যায় না। (অবশ্য শেষ তিনটি চলচ্চিত্রের ব্যাপার আলাদা, তা ওগুলোকে ঠিক সত্যজিতের সিনেমা বলে গণ্য করাও শক্ত।) সত্যজিৎ নিজেকে ভাষ্যকারের দায়িত্ব দেন, মসিহা-র নয়। ওঁর সিদ্ধার্থ অথরিটির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে শহর ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়, তার নতুন কুঠুরির ছাদে এসে দাঁড়িয়ে অনেকদিন বাদে হঠাৎ ছোটবেলার মনকেমন-পাখির ডাক শোনে, এবং একইসঙ্গে শোনে শব-মিছিলের শোকধ্বনি 'রাম নাম সৎ হ্যায়', পাখা-কোম্পানির কাঙ্ক্ষিত পদে সাংঘাতিক প্রোমোশন সত্ত্বেও

www.BanglaBook.org

শ্যামলেন্দু মাথা নিচু করে বসে থাকে আর উঁচুতে ক্যামেরার সামনে অসৎ পাখা ঘুরে চলে, 'সেটা ভাল না খারাপ?' নাগাড়ে বুঝে-নিতে-চাওয়া টুটুল শ্যামলেন্দুর দেওয়া ঘড়ি ফিরিয়ে দিয়ে অতর্কিত ডিজল্‌ভে অন্তর্হিত হয় দৃশ্য থেকে, সোমনাথ বন্ধুর বোনকে বেশ্যা হিসেবে ভেট দিয়ে অর্ডার সাপ্লাইয়ের কাজটা পেয়ে যায় ও নিজের ছায়ার সঙ্গে নতমাথায় পা টানতে টানতে বাড়ি ফিরে বলে 'ইয়েটা হয়ে গেল বাবা', আর বৃদ্ধ বাবা, যিনি বারবার এই সময়ের উদ্ভট নীতিহীনতাকে বিকৃত প্রবণতাকে প্রশ্ন করে চলেন সারা ছবি জুড়ে, এবার নিশ্চিন্ত হেসে বলেন, 'যাক, এতদিনে তা হলে...'। সত্যজিৎ জাফরিকাটা গরাদ-গরাদ আলোছায়ার বারান্দায় তাঁকে ফ্রিজ করে দেন। মন্তব্য কি আর সত্যজিৎ করেন না? চাবুক কি আর মারেন না? আলবাত। নইলে আর্টিস্ট কীসের? প্রতীক ব্যবহার করেন না? গাদা গাদা। বরং একটু বেশিই। ভাল-মন্দ বিভাজন করেন না? নির্ঘাত। কিন্তু তার ভঙ্গি অনেক শমিত, অনেক সংহত। বুদ্ধি দিয়ে জারিয়ে নেওয়া, পরিশীলন দিয়ে সাঁতলানো। যে চ্যুত হয়েছে, তার প্রতিও সত্যজিৎ নির্মম হন না, কারণ এই পরিস্থিতিতে তার আর কী করার ছিল, অসহায় ভাবে চলতি স্রোতে ভেসে যাওয়া ছাড়া, তা বাজেয়ে দেওয়ার ক্ষমতা ওঁর নেই। সেই বেদিতে চড়ার লোভ সত্যজিৎ খুব সচেতন ভাবেই পরিহার করেন। সবজান্তা হামবড়ার মতো হাঁউহাঁউ করেন না,

www.BanglaBook.org

উপদেশের গ্যাঁজলা তুলে ছবি শেষ করেন না, আরোপিত ইতিবাচকতা দিয়ে নিজেকে লঘু করেন না, 'এই দ্যাখো না আমি কেমন প্রফেট হয়েছি' খ্যালেন না। বুদ্ধি আর সংযম— ওঁর প্রতিভা এই দুই হাতে শর-যোজনা করে। আর বাঙালি শিল্পে চায় : ন্যাকামি ও আতিশয্য। ফলে, সত্যজিৎ বাঙালির কাছে, পাক্কা সায়েব হয়েই থেকে যান। 'পাশ্চাত্যের প্রভাবে ছবি করে।' 'হ্যাঁ হ্যাঁ, স্টাইলটা তো পুরো হলিউড থেকে তোলা, আর বাকিটা দারিদ্র্য-দুর্দশা বিক্কিরি।' 'সাহেবদের জন্যে ছবি করে, সাহেবরাই প্রাইজ দেয়। তোমার-আমার কী লেনাদেনা বলো ভায়া?'

এবং আশ্চর্য, তাঁর এই আত্যন্তিক সংযমকে, একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকাকে, চরিত্রদের কোলপাঁজা করে না-থাকাকে বিদেশিরা বলেন 'ব্রাহ্মণ্য' বৈশিষ্ট্য, প্রাচ্যের ট্রেডমার্ক। একই কারণে একটা লোককে দু'টো বিপরীত বিশেষণ দেওয়া হচ্ছে, প্রবল বিস্ময়-কাণ্ড বই কী। বিদেশিরা সত্যজিৎকে দেখছেন এক ধ্যানস্থ মুনির মূর্তিতে, যিনি সুখে বিগতস্পৃহ, দুঃখে অনুদ্বিগ্নমনা, মেলোড্রামার সিদ্ধাইয়ের লোভ যিনি অনায়াসে পরিত্যাগ করেছেন। যিনি 'পথের পাঁচালী'-র মতো একটা আবেগ-সম্ভাবনাময় ছবিকে শেষ করেন স্রেফ গরুর গাড়িতে ওদের বিষণ্ণ, উদাসীন চলে যাওয়া দিয়ে। একটা দুর্গার ভয়েস-ওভার অব্দি ব্যবহার করেন না, 'অপু, আমাকে একদিন রেলগাড়ি দেখাবি?' অমন একটা ছবির একদম শেষ

www.BanglaBook.org

প্রান্তে এসে ডুকরে-ওঠা কান্না-ক্লাইম্যাক্সের সুযোগই নেন না। শুধু সর্বজয়া আঁচলে মুখ চেপে কাঁদে, হরিহর একবার তাকিয়ে মুখ ফিরিয়ে নেয়, অপু সামনে তাকিয়ে থাকে। 'চারুলতা'য় শেষ দৃশ্যে ভূপতি যখন ফিরে আসছে আমরা একটা ঝড়ের জন্য তৈরি থাকি। একটা ঝড় একটু আগে উঠেছে, কাচও ভেঙেছে (ঠিক যেমন ভেঙেছিল অমল ছবিতে প্রথম আবির্ভূত হওয়ার সময়), চারু ঠাকুরপোর নাম করে ফুলে ফুলে কেঁদেছে, ভূপতি তা দেখে যা বোঝার, বুঝেছে। চারুর কাছেও স্পষ্ট হয়েছে, ভূপতির এই জেনে যাওয়া। তারপর ভূপতি কেঁদে কেঁদে বেড়িয়েছে তার ঘোড়ার গাড়িতে, আর চারু স্নান সেরে, আয়নায় সিঁদুর পরেছে। (এই সান্ধ্য রিচুয়ালের তাৎপর্য এখানে কী, পাশ্চাত্য তার কী বুঝবে?) এমনকী যে নকশা-তোলা চটি চারু প্রথমে ভূপতির জন্য তৈরি করেছিল, পরে অমলকে দিয়ে দেয় (যা প্রথম সূচিত করে ভূপতির প্রতি অবহেলা ও অমলের প্রতি নিবেদন), সে-চটি ভূপতির জন্য ফেরতও এনেছে। এইবার তারা এই ভয়ানক জানাজানির পর প্রথম মুখোমুখি হবে। স্তব্ধ সন্ধেবেলা জুড়ে দর্শকের ধুকধুকে অপেক্ষার পর কী হয়? চারু বলে, 'এসো', 'এসো', হাত বাড়িয়ে দেয়। ভূপতি হাত বাড়ায়, কিন্তু দু'টি বাড়ানো হাত মেলার আগে পরিচালক বজ্রাঘাতের মতো তাদের ফ্রিজ করে দেন। কী অকল্পনীয় সংযত অথচ জিনিয়াসোচিত শেষ! এই দৃশ্যে কী না হতে

www.BanglaBook.org

পারত? অন্য পরিচালকের হাতে পড়লে ঘড়া ঘড়া জল বয়ে যেত, লণ্ঠন ভেঙে আগুন ধরে যেত। সংসার দাউদাউ করে জ্বলত, দু'টি হৃদয়ও। পর্দাও। হয়তো শেষে ক্ষমাসুন্দর মিলনে আঁধার উজ্জ্বল হয়ে উঠত। হয়তো বিচ্ছেদের তোড়ে বৃন্তচ্যুত ফুলের মতো দু'জন দু'দিকে পড়ে থাকত। কিন্তু এখানে স্রষ্টা পুরোটা দর্শকের কল্পনার ওপর ছেড়ে দেন। এই মৌলিকতা, এই ঠাট, এই স্ব-ধরন সত্যজিৎকে পাশ্চাত্যের কাছেও শ্রদ্ধেয় করেছে, এবং অনেকাংশে সুদূর।

তারা ভেবেছে, এই লোকটা কী করে অব্যর্থ শর সংবরণ করে, 'ফাটিয়ে দেব' মনোবৃত্তিকে লগা দিয়েও ছোঁয় না, আশ্চর্য কাণ্ড ঘটাবার সুযোগ পেয়েও ক্রমাগত বিশ্বাস্য ঘটনার দিকে ঝুঁকে পড়ে—সাধারণ মানুষের খুঁটিনাটিময় সত্যিগুলো এর কাছে বারেবারে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। প্লট মেনে চলে, গল্পও বলে নিপুণ, কিন্তু কিছুতেই নাটকীয় পরিণতি বা তুঙ্গস্পর্শী পরিস্থিতি পছন্দ করে না, দর্শককে একেবারে বিমুগ্ধ বা বিহ্বল করে দেওয়ার, তাদের বুকে ঝাঁস করে ভল্ল মারার সব তাস হেলায় হাটিয়ে দেয়। এ প্রবণতা কিন্তু হলিউডের একদম উল্টো। একদম। ওদের গোটা জাদুটাই হচ্ছে লার্জার দ্যান লাইফ চরিত্র নিয়ে, বা সাধারণ দুর্বল অসহায় লোকটি কীভাবে প্রতিকূল পরিস্থিতিতে পড়ে অপ্রত্যাশিত ভাবে লার্জার দ্যান লাইফ হয়ে উঠল, তা বর্ণনায়—একখানা সাক্ষাৎ নাগরদোলা বনবনানোয়। সত্যজিৎ সেসবের ধার দিয়ে তো

www.BanglaBook.org

যানই না, এমনকী, আশ্চর্য, তাঁর কারুকাজকেও করে নেন হলিউডের তুলনায় অনেক নিরেস। মূল ব্যাকরণটা হলিউড থেকে আহৃত, কিন্তু তারপর স্বকীয়তাটা দেখুন, তিনি সটান বর্জন করেন সকল অবান্তর ট্র্যাপিজ। তাঁর ক্যামেরা অত ছলবলে নয়, বরং বহু সময় চুপ বা অতি ধীর, সম্পাদনা অহেতুক দ্রুত হয়ে ঝকঝকানি দেখায় না, 'কাট' করার, ক্যামেরাকোণ বদলাবার সবসময় কাহিনিগত প্রয়োজন থাকে, একটা উদ্দেশ্য, শুধু স্মার্ট দেখাবে বলে উনি কিচ্ছুটি করেন না, নিজের টেকনিকের প্রতি দৃষ্টি টানার কোনও ইচ্ছেই তাঁর নেই। চরিত্র ওঁর কাছে আসল, বক্তব্যই মূল ও একমাত্র বিবেচ্য, তাকধাঁধানি কেরদানি নয়। এ-ও ট্র্যাজেডি : সত্যজিতের টেকনিক ভারতীয় পরিচালকদের তুলনায় এত ঝকঝকে যে, তাঁকে চরম শত্রুও 'মিস্তিরিগিরিটা ভালই পারে, হলিউড থেকে শিখেছে' বলে দুয়ো দেয় (এবং নিজ গোষ্ঠীর/আইকনের অ-দক্ষতাকে 'হলিউডকে অস্বীকার' বলে উতরে দেওয়ার চেষ্টা করে), অথচ তা হলিউডের তুলনায় এতটাই স্বেচ্ছা-নিষ্প্রভ, যে ওদের অধিকাংশই একে সিনে-অক্ষমতা বলে হতচ্ছেদ্দা করে, কেউ কেউ শুধু চিনে নিতে পারে অতিমানবিক সংযমের আরেকটা অঙ্গ হিসেবে।

কিন্তু হলিউড, এবং অ-হলিউড বিদেশও, তাঁর যা দেখে সবচেয়ে অবাক হয়ে যায়, তা হল 'টেম্পো'। গতি। তাদের মতে, এমন ধীর গতি যে কারও ছবির হতে পারে, কল্পনার

www.BanglaBook.org

বাইরে। ভয়ানক একঘেয়ে, অসহ্য আস্তে, কিছুতেই চলতে চায় না গোছের মনে হয় তাদের সত্যজিতের ছবিকে। সমালোচক লেখেন, 'চারুলতার চলন একটা অভিজাত শামুকের মতো, যা অবশ্য সত্যজিতের যে কোনও ছবিরই।' সোজা কথা, ওদের ঠেসে বোর লাগে এই মন্থরতা। আমাদের কাছে কিন্তু অত স্লো মনে হয় না। কেন? এইখানে একটা উত্তর লুকিয়ে রয়েছে চমৎকার। কারণ, আমরা অনেক কিছু পড়তে পারি ফিল্মগুলোয়, নিরন্তর, যা বিদেশিরা পারে না। সেইগুলোই হচ্ছে 'প্রাচ্য' উপাদান। মেমোরি গেম-এ রবীন্দ্রনাথ ও কার্ল মার্কস-এর পর রবি ঘোষ যখন বলে ওঠেন 'অতুল্য ঘোষ', তখন সেই মজাটা বিদেশি দর্শকরা বুঝবেনই বা কী করে, আর এখানে রবি ঘোষ অভিনীত চরিত্রটা সম্পর্কে যা বলা হল (লোকটার লঘুগুরু জ্ঞান নেই, আপন খেয়ালে আছে), তা-ই বা তাঁদের মগজে ঢুকবে কী করে?

অবশ্য, এখানে একটু পণ্ডিতিও ফলানো যেতে পারে। 'প্রাচ্যতা' বলতে বিদেশি সিনে-বিশারদরা শুধু এই পাশ্চাত্যের অগম্য বিশেষ আঞ্চলিক ব্যাপারগুলোকে বলেন না কিন্তু। ওঁয়ারা নজর দেন যেগুলোর প্রতি, তার একটা হল প্রাচ্যের 'সময়'। বিদেশের সময় হল 'লিনিয়ার', আর আমাদের সময় হল 'সার্কুলার'। মানে কী? মানে নেই। এমনি গালভরা কথা। কিন্তু আমরা, প্রবল গাঁইয়া ও উদ্ধতভাবে, আসুন নিজেদের মতো একটা মানে আরোপ করার চেষ্টা করি। পাশ্চাত্যের

www.BanglaBook.org

সময় একরৈখিক, তা অতীত থেকে ভবিষ্যতে বয়ে চলে, সবসময় একটা পরিণামের দিকে—কারণ ভোগবাদী, কাজ-আঁকড়া সমাজ ক্রমাগত সময়কে হিসেব করে চলেছে নিজের চেষ্টার সাফল্য বা ব্যর্থতা দিয়ে। পাশ্চাত্যে সকাল হল মানে, ওরেবাপ আরও একটা সকাল চলে এল, আজকের দিনটাকে ঠিকঠাক খাটিয়ে নিতে না-পারলে, উশুল করে নিতে না-পারলে, ফাঁকি পড়ে যাব। এই এক ঘণ্টায় এই জিনিসটা অ্যাচিভ না করতে পারলে, নিজেকে ভালবাসতে পারব না। মানুষের বরাদ্দ সময়টা শুরু হয়ে গিয়েছে, 'ইওর টাইম স্টার্টস নাউ', আর তা দ্রুত শেষ অঙ্কের দিকে চলেছে, হুড়হুড় করে কলের জলের মতো ফুরিয়ে আসছে, এ ছাড়া সময় সম্পর্কে অন্য ধারণা নেই। আর প্রাচ্যের অত তাড়া পড়ে যায়নি। তার সময়কে সুদে-আসলে ভোগ করে নেওয়ার দায় নেই। তার কাছে সময় একটা প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, একজন বন্ধু, যে সঙ্গে আছে। সময়ের টুঁটি চিপে যথাসম্ভব বস্তুগত সাফল্য আদায় করে নেওয়ার কোনও হুলিয়া সে নিজের পেছনে লেলিয়ে দেয়নি। তার আত্মার মধ্যেই ওইভাবে জীবনের সার্থকতা হিসেব করার প্রতি একটা প্রবল প্রত্যাখ্যান আছে।

ফলে এখানে একটা সকাল অন্য অন্য সকালের মতোই আরও একটা সকাল, লিমিটেড বরাদ্দ জিনিসের পরবর্তী কিস্তি নয়, এখানে সব জিনিস সব ঘটনাপ্রবাহ হইহই করে লাভ বা ক্ষতির পরিণামের দিকে ছুটছে না। বরং প্রাচ্য

www.BanglaBook.org

নিজমনে চুপ করে বসে আছে সময়ের একটা গোলচে মন্থর প্রবাহের ভেতর, যেখানে এ-ওর গা চাটতে থাকা ঢেউয়ের মতো গত-এখন-আগামী প্রায়ই এগিয়ে পিছিয়ে জায়গা বদল করছে। যেখানে হাজার বছর ধরে একটিই কুবো পাখি ডেকে ডেকে সুনসান মধ্যাহ্নের বুক চিরে দিচ্ছে। হেথা একই বটগাছের তলায় অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ তিন বুড়োই হাঁটুতে মাথা রেখে ঝিমোয় ও একই গল্প ফের আরম্ভ করে। তাই প্রাচ্যের সময় অনেক অলস, ভাবুক। শাঁখডাকা সন্ধের মতো বৃত্তাকারে ঘুরে ঘুরে সে নিজের সঙ্গে নিজেই কথা কয়। পাশ্চাত্যের মতো যুক্তিবাদ আর ভোগবাদ মিলিয়ে একরেখ সময়ের যাত্রায় প্রত্যয় তাই প্রাচ্য-মানুষের নয়, বরঞ্চ অনেকটা জাদুবিশ্বাস আর নীরব পর্যবেক্ষণ তাকে শিখিয়েছে নিজের-ল্যাজ-গিলতে-থাকা সাপের মতোই সময় প্রায়ই উগরে দেয় ফেলে-আসা বেলা, ফিরিয়ে দেয় পরিত্যক্ত কুঠুরি, আর কখনও আগ বাড়িয়ে দেখিয়ে দেয় যা এখনও-আসেনি, তাকে। প্রাচ্যের সিনেমার মধ্যেও সেই নির্যাসটাই থাকে। তাড়াতাড়ি করে ক'ঘণ্টার মধ্যে লোককে পদে পদে সমূলে চমকে দেওয়ার, এবং হাত কচলে 'একটুও একঘেয়ে লাগেনি তো? আপনাকে গোটা সময়টা নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ দিয়ে উপযোগিতায় কোনও ফাঁক রাখিনি তো?' এঁটো হাসি হাসার কোনও কন্যাদায় তাকে গ্রাস করেনি। সে চরিত্রদের ছোট ছোট কাজকে, সন্ধেবেলায় ঠাকুরকে ধূপ দেখানোকে, চুপ করে

www.BanglaBook.org

নিজের বুকে স্টেথোস্কোপ দিয়ে শুয়ে থাকাকে প্রবল মর্যাদা দেয়। প্রতিটি শট দোহন করে অ্যাকশনে ঝাঁপিয়ে পড়ার তাড়নাটাই সে বোঝে না। নিস্তরঙ্গ পুকুরের ওপর একটা গোটা ঝাঁ-ঝাঁ রোদ্দুর প্রবাহিত হচ্ছে, তার কোমল সৌন্দর্য ও আনন্দস্রোত তাকে অধিক সম্মোহিত করে। জলফড়িঙের নাচকে তাই ন্যারেটিভে অপ্রাসঙ্গিক, গল্পছুট হিসেবে সে দ্যাখে না। তার কাছে ফড়িঙের দোয়েলের জীবন আর গ্রামের বালক বালিকার জীবন মিলেমিশে আছে।

এখানে এরই সঙ্গে যুক্ত আরও একটা ব্যাপার বলা যায়। প্রাচ্য অবসানে বিশ্বাস করে না। কোনও অবসানেই নয়। জীবনের প্রোজেক্টে সফল না হলেই যেমন এখানে প্রাণের আনন্দের অবসান হয়ে যায় না, নিজেকে মূল্যবান ভাবার অবসান হয়ে যায় না—শুধু বেঁচে থাকা, নিজের আত্মীয়বন্ধুদের মধ্যে, বা গাছপালা কাকজ্যোৎস্নার মধ্যে বেঁচে থাকাই, জানলা দিয়ে স্তব্ধ বাইরে তাকিয়ে থাকাই ক্ষণে ক্ষণে অনেকটা করে মোহর দিয়ে যায়—তেমন মৃত্যুও এখানে শেষ বলে গৃহীত হয় না। একটা লোক মরে যায়, কিন্তু তার আলতামাখা পায়ের ছাপ যুগ যুগ ধরে ওই ঘরে জেগে থাকে। 'পথের পাঁচালী'-তে ওরা বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার পরে দাওয়া দিয়ে যে সাপ ঢুকে আসে, বাস্তুসাপ, তাকে দেখে একজন আনপড় লোক চেঁচিয়ে উঠেছিল না, 'ওই যে, দুগ্গা ফিরে এসেছে!', সে প্রাচ্যের আদত প্রতিনিধি। প্রাচ্যের মানুষ

www.BanglaBook.org

জানে, আবার আসছি, বা কোনও না কোনও ভাবে থেকে যাচ্ছি, বংশধরের মধ্যে, বা হয়তো পরজন্মে ওইখানে পাখি হয়ে, বা আমার কণা দিয়ে যা কিছুকে সঞ্জীবিত করেছিলাম— তাদের মধ্যে। তাই ইন্দির ঠাকরুণ মরে যাওয়ার আগের দৃশ্যে ঘটি থেকে জল খাওয়ার পর কিছুটা জল গাছের মাথায় দেন। তিনি মরতে যাচ্ছেন, কিন্তু নিজের তৃষ্ণার জল দিয়ে তিনি এই পৃথিবীর জীবনকে লালন করতে ভোলেন না। এই রিচুয়াল আমাদের জীবনের পরতে পরতে জড়িয়ে আছে। 'ভুক্তাবশেষ পশুকে দিও' এই উপদেশের স্নিগ্ধ করাঙ্গুলির স্পর্শ আমাদের মাথায় আছে। এবং সত্যজিৎ হাঁটু গেড়ে বসে এই মাটির ধুলো মেখে তাঁর হৃদয় ও ক্যামেরা দিয়ে আমাদের অবলোকন করেছেন। বারেবারে।

অবশ্য এসব কথার আর কোনও মানে হয় না। কারণ সে প্রাচ্য আর নেই। থেবড়ে বসে থাকাকে এখন ন্যাকামি ছাড়া আর কিছুই ভাবা হয় না, আর গাছে খামোকা জল ছেটালে তা কর্পোরেশনের চক্ষুশূল হতে পারে। সময়ও অবশ্যই একরৈখিক, কাউন্টডাউন শুরুও হয়েছে, টায়ে-টায়ে স্কোরও রাখা চলছে। এখন মোটামুটি ভাবে গোটা বিশ্ব একই প্রবণতা ও তাগিদ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এবং ওই প্রাচ্য-পাশ্চাত্য বিভাজন গা-জোয়ারি সেমিনারগিরি ছাড়া আর কিছুই নয়। সে জন্যও, আর আমরা পণ্ডিতির অপরিচিত এলাকায় বেশি ফাটকাবাজি করতে গেলে অবিলম্বে ধরা পড়তে পারি এই ভয়ে,

www.BanglaBook.org

বোদাভাবে প্রাচ্য টাচ বলতে যা বুঝি, ক'খানা নমুনা জোগাড়ের ব্যবস্থা দেখি।

'অরণ্যের দিনরাত্রি'-তে সবে ওরা চারজন বাংলোটা অধিকার করে ঘোরাফেরা করছে, রবি ঘোষ খবরের কাগজ পুড়িয়ে দিয়ে 'সভ্যতার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক শেষ' ঘোষণাও করেছেন, এই সময় ঘুম ভেঙে শমিত ভঞ্জ উঠে আসেন। 'কী রে, ঘুম হল?' 'আর ঘুম! এক ব্যাটা ভোমরা মাইরি কনস্ট্যান্ট কানের সামনে বোঁ বোঁ বোঁ বোঁ করে চলেছে।' শুনে সৌমিত্র এগিয়ে এসে জিগ্যেস করেন, 'তোর ঘরে কি আবার ভ্রমর-ট্রমর আসতে আরম্ভ করল না কি?' আর শুভেন্দু অনেক আগে থেকেই 'ঘরেতে ভ্রমর এল গুনগুনিয়ে' শিস দিতে শুরু করেছেন। শমিত ভঞ্জ কিচ্ছুই বুঝে উঠতে পারেন না। এরা এতে হাসির কী পেল, ভেবে ধাঁ হয়ে থাকেন। এবং নিশ্চিতভাবেই, পাশ্চাত্যের দর্শকও। লক্ষণীয়, পরে মেমোরি গেম-এর সময় কাবেরী বসুর জন্য বালিশ আনতে শুভেন্দু যখন উঠে আসবেন ঘরে, বালিশ নিয়ে আবার ফিরে যাবেন আয়নায় চুলটা একটু সেট করে নিতে, তিনি গুনগুন করবেন এই রবীন্দ্রসঙ্গীতটাই!

'চারুলতা'-র এক সন্ধেবেলা, ব্রিটেনের নির্বাচনে লিবারালদের জয় সেলিব্রেট করতে ভূপতির বাড়িতে সবাই জড়ো হয়েছে, গান হচ্ছে, গল্পগুজব। এর আগের দৃশ্যে চারু অনেকটা এগিয়ে এসেছে অমলের কাছে, তার শার্টের হাতা

www.BanglaBook.org

চোখের জলে ভিজিয়ে দিয়েছে। ভূপতির ঘরের উৎসব থেকে চারু আর অমলের সান্ধ্য আলাপে সত্যজিৎ কাট করেন অনেক পর, যখন রামমোহন রচিত 'মনে করো শেষের সেদিন ভয়ঙ্কর' গানের শেষ দু'টো শব্দ 'সত্যেতে নির্ভর' বারে বারে উচ্চারিত হচ্ছে, শেষ তিনবার ওই কথা আমরা শুনি যখন অমলের মুখে ক্যামেরা ধরা। অমলের ওই গান শুনে রামমোহনের কথা মনে পড়ে, কয়েকটা কথা চারুর সঙ্গে ওঁর বিষয়ে হয়, তারপরেই, 'কথোপকথন যাতে নিছক প্রেমালাপে পর্যবসিত না হয়', আসলে যাতে কোনওভাবেই একঘেয়ে বা পাতি না হয়ে ওঠে, সত্যজিৎ এক আশ্চর্য অনুপ্রাসের খেলায় দৃশ্যটা বেঁধে দেন। সব কথাই 'ব' দিয়ে হয়। এই ভাবনা শুধু অকল্পনীয় ক্ষমতাবান একজন চিত্রনাট্যকারই ভাবতে পারেন, কিন্তু আমাদের নজরের বিষয়টা অন্য। সংলাপগুলো এরকম—

চারু : ... আগে বর্ধমান যাও, তারপর তো বিলেত। তাই না? কী গো?

অমল : উঁহু! আগে বর্ধমান, তারপর বিয়ে, তারপর বিলেত।

চারু : তারপর?

অমল : তারপর বিস্টল।

চারু : তারপর, ব্যারিস্টার। তারপর?

অমল : তারপর ব্যাক টু বেঙ্গল—ব্ল্যাক নেটিভ, বাপ বাপ বলে—কেমন? (হাতে একটা বই তুলে নেয়)।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চারু : বেঙ্গল? ব্যস?

অমল : অ্যান্ড বঙ্কিম—বাবু বঙ্কিমচন্দ্র। বায়রন টু বঙ্কিম। 'বিষবৃক্ষ'... (যেন নিজের মনে বলে)।

চারু : আর বউঠান?

অমল : (বই থেকে পড়ে, বিড়বিড় করে) যা দেবী মম গৃহেষু পেত্নীরূপেণ...

চারু : বউঠান বাজে? বিশ্রী? বেহা—

এর মূল মজাটাতে প্রবেশাধিকারই কোনও পাশ্চাত্য দর্শকের নেই। পাশ্চাত্য দর্শক কেন, বাংলা-না-জানা কোনও মানুষেরই নেই। কত যে কথা বলা আছে এই খানদশেক সংলাপে! চারু অমলের বিয়ের কথাটা এড়িয়ে বিলেতের কথাটা আগে বলেছিল, এদিকে শ্বশুর অমলকে বিলেত পাঠাবে তার মেয়েকে বিয়ে করলে তবেই। অমল সেই অপ্রিয় কথাটা সরাসরি উচ্চারণ করে। এও বোঝা যায়, বিলেত গিয়ে মাথা ঘুরে যাওয়ার ছেলে সে নয়। নিজের এবং ভারতীয়দের ঠিকঠাক অবস্থানের কথা তার ভালই জানা। এবং ফের আসে বঙ্কিমের প্রসঙ্গ। যে বঙ্কিম চারু আর অমলের মাঝখানে সেতু। ওরা দু'জনেই বঙ্কিম-ভক্ত। 'বিষবৃক্ষ' নামটায় শুধু 'ব'-এর খেলা দারুণভাবে আছে তা-ই নয়, ওতেও বলা আছে অবৈধ প্রেমের গল্প, যার ফল হয় বিষময়। চারু আর না-পেরে সরাসরি নিজের প্রসঙ্গটা তোলে, কিন্তু 'বেহায়া'র মতো একটা মোক্ষম বিশেষণে এসে লজ্জায় থেমে যায়, কারণ তার মনে

www.BanglaBook.org

পড়ে যায় আগের দৃশ্যের কথা, যেখানে অমলের জামা আঁকড়ে কাঁদার সময় তারা প্রায় শারীরিক ঘনিষ্ঠতায় এসেছিল। গোটা সিকোয়েন্সটা অন্ধকারে থমথম করছে, এই সময়েই উমাপদ তার বিশ্বাসঘাতকতার শেষ কোপটা মারছে, চারু চাইছে সম্পর্কটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে, আর অমল একরকম রসিকতার আড়ালে এড়িয়ে যেতে চাইছে ব্যাপারটা, আর একটু পরেই হতভম্ব ভূপতি জানতে পারছে—বন্ধুর মুখ থেকে—নামজাদা পত্রিকায় তার বউয়ের লেখা বেরনোর কথা। এবার, 'ব'-এর খেলা না বুঝলে, কারও মনেই বা পড়বে কী করে, ছবির নাম দেখানোর সময় চারু একটা রুমালে সেলাই করছিল 'B' অক্ষরটা, যা ইংরেজিতে 'ভূপতি'-র আদ্যক্ষর? এবং এ-ও, কথার খেলা এ ছবিতে দেওর-বউদির এই প্রথম নয়। অনেক আগে, চারু-অমলের গল্পগাছার প্রথম দৃশ্যে, অমল ক্লান্ত ও বোর হওয়া গলায় আড়মোড়া ভেঙে বলেছিল, 'পড়াশোনা নেই, পরীক্ষা নেই, প্রফেসর নেই, প্রক্সি নেই...'। চারু : 'কী আছে তবে? পাগলামো? আর পাকামো?' অমল : 'পোয়েট্রি...'। এ আসলে দাদার আদেশে বৌঠানকে সাহিত্যে উদ্বুদ্ধ করারই ভূমিকা, যা থেকে সাংঘাতিক আকর্ষণ পরে উপজাত হবে। এই খেলার সময় ঘরময় ছিল রোদ্দুর। আর এখন, অন্ধকার নামিয়ে এসেছে।

'চারুলতা'-র বঙ্কিমকে জুড়ে দেওয়ার রকম নিয়েও নিবন্ধ লেখা যায় বই কী। চারু প্রথমে একলা ঘুরতে ঘুরতে গান গায়

www.BanglaBook.org

'বঙ্কিম, বঙ্কিম', অমল এসেই বলে, 'আনন্দমঠ পড়েছ বৌঠান?' চারু পরে বলে তার মন্মথ দত্ত-র লেখা ভাল লাগে না, বঙ্কিমবাবুর লেখা ভাল লাগে, ভূপতি অমলকে ব্যঙ্গের সুরে বলে তার এক বন্ধু বঙ্কিমের নভেল পড়ে তিন রাত ঘুমোতে পারেনি, এদিকে সাত ঘণ্টা ঘুম তো মানুষের বরাদ্দ, অমল দাদার আনা বিয়ে ও বিলেতযাত্রার প্রস্তাব প্রথমটা প্রত্যাখ্যান করে স্রেফ 'মেডিটেরেনিয়ান' এই শব্দঝঙ্কারের চেয়ে 'সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং'-এর মূর্ছনাকে প্রাধান্য দিয়ে। যে লোক বঙ্কিম বিষয়ে কিছু জানেন না, বঙ্কিম যে এই ছবিতে দেখানো সময়ে তাঁর খ্যাতির মধ্যগগনে—এ বিষয়েও কোনও ধারণা রাখেন না, তিনি এই সব সংলাপের কী মাথামুন্ডু বুঝবেন? কী করেই বা বুঝবেন ভূপতির কাগজের স্লোগান 'Truth Survives' আর ওই 'সত্যেতে নির্ভর' কোনখানে এসে মিলছে, এবং তাই কীভাবে উমাপদর বিশ্বাসঘাতকতা ও অমলের সম্ভাব্য বিশ্বাসঘাতকতার সমীকরণ ওই দৃশ্য থেকেই গড়ে তোলা হচ্ছে?

ছবিতে ছবিতে অসংখ্য গুনগুনে গানের টুকরো, নৌকোয় 'আর কত দূরে নিয়ে যাবে মোরে হে সুন্দরী, বলো কোন পারে ভিড়িবে তোমার সোনার তরী' আবৃত্তি আর 'তুমি হাসো শুধু মধুরহাসিনী' বলার পর বুড়ো মাঝির অপূর্ব হাসি, 'আপনার কী শাস্তি হবে জানেন-জে? তিনদিনের জেল আর সাতদিনের ফাঁসি', কিংবা বুক-পেট-কোমরের মাপ সবই ছাব্বিশ শুনে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'আপনি কি শুওর নাকি মশাই?' গোছের সংলাপে বাংলা সাহিত্যকর্মের রেফারেন্স, 'গিরিশ ঘোষের পসার গেল, এ অভিনেতার জুড়ি নেই' বলে একইসঙ্গে পিরিয়ডটাকে ফুটিয়ে তোলা ও বাংলার সাংস্কৃতিক ছবির কিছুটা উন্মোচন, 'ব-য়ে কাঠি ঘ-য়ে কাঠি ঢোলে কাঠি' এই অত্যাশ্চর্য বাংলা বাক্যে বাঘা-র আত্মপরিচয়দান, যা পৃথিবীর আর কোনও ভাষায় অনুবাদ-সম্ভাবনাহীন, সোমনাথের নারী-ভেট খোঁজার শেষ-ভরসা দালালের দুষ্ট রাবণ দ্বারা সীতাহরণের কাব্য পড়তে পড়তে উঠে আসা, এসব লাখখানেক ব্যাপার আর বললাম না। সকলেই জানেন। 'তোমার চোখে কী আছে বলো তো?' মেয়েটি আলোকিত মুখে বলে, 'কাজল'। তার পূর্ণতা ও নির্বাপণের কারণটির নামও হবে কাজল, এ জিনিস যে আমরা মাতৃভাষায় পেয়েছি, 'mascara' সাবটাইটেল দেখে ফিরে আসতে হয়নি, এ বড় ভাগ্য। পাঁচ বছরে বাবার টিকিটিও দেখা যায় না শুনে 'বাবার বুঝি টিকি থাকে?' ডায়লগ এ গ্রহে আর কে লিখতে পারতেন? কিন্তু না—এর জন্যেও—তবে শুধু এর জন্যেই না, যে কারণে বিশ্বের সেরা পরিচালকদের সঙ্গে এক সিংহাসনে গ্যাঁট হয়ে বসা যায়, তার জাত আলাদা। বরফির জাদুর জেরে হাল্লার রাজা মহা হিংস্র হয়ে উঠে বর্শার নিষ্ঠুর আঘাতে আঘাতে খড়ের পুতুল ছিন্নভিন্ন করতে থাকেন, তারপর গুপীর গানে সে ঘোর কাটতে তিনি চোখে জল নিয়ে 'নাআ-নাআআ' বলে আর্তনাদ করছেন যখন—গুপীকে গাধার

www.BanglaBook.org

পিঠে চাপিয়ে বের করে দেওয়ার মিউজিকটা সত্যজিৎ রিপিট করে দেন। রাজা ও সাধারণ প্রজার চূড়ান্ত অপমানের কাহিনি দু'টো, মানবিকতা ও স্বতঃস্ফূর্তি দলে দেওয়ার দু'রকম আখ্যান, এক ধাক্কায় একাসনে এনে দেন। এটাই প্রাচ্যতা। শুধু এই প্রয়োগের সাক্ষাৎ ম্যাজিকে সিনটা ঝিকিয়ে ওঠে না, এই অপার দরদটাতেও চিকচিক করে।

ঋত্বিক বলেছিলেন 'অপরাজিত'-র অপুকে কালপুরুষ দেখানোর মধ্যে প্রাচ্যের মিথের অসামান্য প্রয়োগ আছে, সে তো বটেই। ঋত্বিক লিখছেন : 'ভারতীয় দর্শন উপনিষদে আছে কালপুরুষ যাকে ভর করে সে ঘরছাড়া হয়। ছবিতে যেমন জলের মধ্যে কালপুরুষের ছায়া দেখে অপু বলে কা ল পু রু ষ। সেই চূড়ান্ত মুহূর্তে চলচ্চিত্রের শিল্পসত্তা এক গভীরতায় প্রবেশ করে।' কিন্তু হরেদরে সত্যজিৎ মিথকে ঋত্বিকের মতো অত গুরুত্ব দেননি। পুরাণকথাকে, আলপনাকেও নয়। উনি যে জিনিসটা আত্তীকরণ করেছেন, তা হল প্রাচ্যের মূল প্রবণতা। এমন এক স্নিগ্ধ ক্ষমা, প্রশ্রয় ও মানব-সমঝদারি নিয়ে উনি চরিত্রগুলোকে দেখেছেন, যা প্রাচ্যের বুক-ধুকধুকির ধ্রুবতান। 'আহা, থাক না' বলার মধ্যে যে আশ্রয়, পরাজিতের প্রতি যে একগ্লাস জলের সঙ্গে দু'টো মিষ্টিও এগিয়ে দেওয়া, করতল তুলে নিষাদকে আঘাত-নিষেধ করার যে ভঙ্গি, সেটা ওঁর সেলুলয়েডের রিল-এ লেখা আছে।

মিউজিক রিপিটের আরেক রোমহর্ষক কাহিনি হল

www.BanglaBook.org

ঋত্বিকেরই দেখানো সেই 'অপরাজিত'-র গোড়ায় 'পথের পাঁচালী'-র থিম মিউজিক বসিয়ে দেওয়া। যেখানে সর্বজয়া বহুদিন পর বাংলার গ্রাম দেখতে পান ও আগের ছবির থিম মিউজিক সহসা বাংলার পল্লীস্নিগ্ধতার ও ফেলে আসা দিনের আনন্দের ও মনকেমনের থিম মিউজিক হয়ে যায়। (এই মর্মে আরও একবার 'অপরাজিত'-য় 'পথের পাঁচালী'-র থিম মিউজিক বসানো আছে, ইন্সপেক্টর আসার পর অপু যখন 'কোন দেশেতে তরুলতা সকল দেশের চাইতে শ্যামল' রিডিং পড়ে, আর 'অপুর সংসার'-এও ওই থিম মিউজিক প্রয়োগ করা হয়, অপু যখন আত্মজৈবনিক উপন্যাস লেখার উদ্ভাসিত পরিকল্পনা বন্ধুকে শোনায়।) কিন্তু তার চেয়েও তীব্র বাঙ্ময় ও অবিশ্বাস্য সাংঘাতিক, অলৌকিক কাণ্ড ঘটান সত্যজিৎ, যখন 'অপুর সংসার'-এর শেষ শটের আগের শটটায়, কাজল যখন ছুটতে ছুটতে অপুর কাছে চলে আসে, আর অপুও দু'হাত বাড়িয়ে ঝাঁপিয়ে তাকে কোলে তুলে নেয়, পিছনে বেজে ওঠে দুর্গা মারা যাওয়ার পর সর্বজয়ার কান্না ঢাকা সেই অকল্পনীয় তীব্র মিউজিক। অপুর জীবনের প্রথম বেদনা, চরম বিচ্ছেদের সঙ্গে, অপুর সাম্প্রতিকতম প্রাপ্তিকে, মিলনকে, ঈশ্বরের মতো লীলায় গ্রথিত করে দেওয়া হয়। চলচ্চিত্রকার বলেন, একটি অবসান কখন যে মিলে যাবে আরেক সূচনায়, আমরা কেউ জানিনা। এই বিরাট জীবনের কোন নকশা কোন ফোঁড় আজ বিসদৃশ, অসহ, কিন্তু একদিন স্নিগ্ধ শুশ্রূষা ঝরে

www.BanglaBook.org

ব্যাপার সহজপ্রাচ্য নয়

পড়বে কোন অপ্রত্যাশিত উৎস থেকে, বিশাল নকশিকাঁথার আরেক প্রান্তে অপূর্ব আঁকবাঁক এসে পূর্ণ করবে, সমঞ্জস করবে ওই ক্ষতদাগ, চ্যুতি। এই সান্ত্বনা নিরন্তর জেগে থাকে বলেই জীবন করুণাধারাস্নাত, পুনর্জন্মময়, অবসানহীন। এর চেয়ে বড় প্রাচ্যতা আর নেই।

ঋণ : দিলীপ মুখোপাধ্যায়-এর বই 'সত্যজিৎ'
অ্যানড্রু রবিনসন-এর বই 'দ্য ইনার আই'।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

লোডশেডিং মানে হরিণ বানানোর কারখানা। আমার হরিণটা অবশ্য জুতের হত না, তিনখানা শিং একদিকে, লগবগ টাইপ। ছোটমামার হরিণ বরং টনকো, ফিটফাট। শর্মিলা ঠাকুরের মতন চোখ, শিং-টিং একেবারে ঠিকঠাক উঠে-বেঁকে, যাকে বলে, মৃগ। জিরাফের মতো গলা বাড়িয়ে মিটসেফ অবধি হেলেদুলে গেল। তারপরেই ছোটমামা হ্যারিকেনটা টানল আরও দেওয়াল ঘেঁষে, আর দু'হাতের চেটো জড়িয়েমড়িয়ে, নতুন প্রাণীর জোগাড়। আমি তো চেঁচিয়ে উঠেছি, সিওর প্রজাপতি, কিন্তু ও মা, সে সবের ধার দিয়েই না—ছুঁচলো মুখের নেড়ি কুকুর, ঠোঁট ফাঁক করে করে ঘেউঘেউ অবধি! কুকুরের কান কতকটা হরিণের শিঙেরই ডুপ্লিকেট হল কি না, চোখ সরু করে ভাবছি, হঠাৎ গম্ভীর বড়মামা বারান্দার

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

ইজিচেয়ার ছেড়ে উঠে এসে, 'সর সর, কেরদানি দেখা আছে' বলে, একটা হাত তুলে অবিকল বক দেখিয়ে, গোখরো সাপ বানিয়ে দিল। বড়মাইমা উল বুনছিল বসে। সাপটা ফণা বাগিয়ে মাইমার ছায়াকে ছোবল অবধি মারল ছপাৎ করে। হাসি, ক্ল্যাপ। মাইমা মিথ্যে মিথ্যে রাগ করে ঠোঁটটা মিষ্টি করে টিপে চেঁচাল, 'কী অসভ্যতা!' ছোটমামা অবশ্য বলল একদিন তিলুকে আনবে, সে যখন-তখন করে দেবে নেহরুর ছায়া, এমনকী চার্চিল। চার্চিলকে চিনি না, কিন্তু সে নিশ্চয়ই বানাতে হেভি কষ্ট। সাহেব তো।

আলো চলে যাওয়া মাত্র সারা পাড়া কোরাস গানের মতো বলে ওঠে, 'যা-আ-আ-আ', আর এলেই সব বাড়ি থেকে সব্বাই আনন্দিত চেঁচিয়ে 'আ-আ-আ-আ'। শুধু ওপরের জেঠু বলে, 'ওই জ্যোতিবাবু গেলেন' আর 'ওই জ্যোতিবাবু এলেন'। দেখাদেখি বলতেই আমি জুলপি টানা খেয়েছি। জ্যোতিবাবু আছেন বলেই নাকি বাংলা আছে। তা হবে। অন্তত লোডশেডিং-এর মতো সুন্দর জিনিস যিনি বানিয়েছেন, তাঁর নামে কিচ্ছু বলা উচিত না। রোজ যেই না আলো পড়তে পড়তে এমন ছাই-ছাই হয়ে আসে যে রুদ্র সঙ্ঘের মাঠে বারপোস্ট-টা অবধি ঝাপসা হয়ে যায়, আমাদের ছোট মাঠটায় চটির ওপর চটি জড়ো করে বানানো গোলটায় বলটা ঢুকল না পাশ দিয়ে গেল, সাংঘাতিক ঝগড়ায় বাবুর বাবা অবধি সালিশি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করতে পারে না, তক্ষুনি, একেবারে ঘড়ি ধরে, ঝুপ্পুস লোডশেডিং নেমে আসে। দূরের মাইকে কান্না-কান্না 'মেরে নয়না সাওন ভাদো' টক করে থেমে যায়। পাঞ্জাবিদের মা-মাসিরা 'ও-ও মুন্ডেয়া' বলে ডাকতে থাকে। গৌতম আর আমার হাওয়াই চটি গুলিয়ে যায়। আঃ, আমার যেন মনের ভেতরটা কেউ চান করিয়ে দেয়। অমন যে স্ট্রিক্ট বড়মাইমা, সে অবধি পড়তে বসাতে পারবে না। টালার ভুটুদা স্পষ্ট বলে দিয়েছে, হ্যারিকেন বা মোমবাতির কাঁপা কাঁপা আলোয় পড়লে ছোটদের চোখে স্ট্রেন হয়। মাইমা কি চায়, আমি যত বড় চোখ নয়, তত বড় চশমা নিয়ে ঘুরি? তা বলে খুব পরিত্রাণ নেই অবশ্য। পা-ফা ধুয়ে দিদিমার কাছে গাঁয়ের গল্প শুনব বলে যেই না গিয়ে বসব, খাটের পায়ার তলায় ইট দু'টোর ওপর রাখা মশার ধূপটার লালচে চোখ একঠায় জ্বলবে, আর ঝিমঝিম গন্ধের ধোঁয়া অন্ধকারের গায়ে ডোরা ডোরা কাটবে, অনেক দূরে রুগি দেখে ঘোড়ায় চড়ে জোছনাফুটফুট রাত্তিরে ছোড়দাদু ফেরার সময় দেখবেন আউচ গাছের গোড়ায় এক পদ্মাসুন্দরী মেয়ে বসে বসে কাঁদছে—ঠিক তক্ষুনি মাইমা হনহন এসে বলবে, কই, শুরু করো দেখি, থার্টিন টু জা? পৃথিবীতে যা কেউ কখনও পারেনি, এই হতভাগাকে সেই তেরো, সতেরো আর উনিশের নামতা কুঁতিয়ে কুঁতিয়ে আগাগোড়া বলতে হবে। মানে হয়?

www.BanglaBook.org

এর মধ্যে মুশকিল, বরানগরের দাদু মারা গেলেন। এমনিতেই লোডশেডিং হলে খুব জোরসে হিসি চেপে বসে থাকি, একেবারে না পারলে দিদিমাকে বলতে হয়। মোমবাতি ধরে দিদিমা আমায় নিয়ে যাবে, দাঁড়িয়েও দেবে। ঘুলঘুলির কাছটা না তাকালেই হল। কিন্তু বরানগরের দাদু ছিলেন ভীষণ বদরাগি, সারাদিন মশারি টাঙিয়ে তার মধ্যে ভয়ানক গুম হয়ে বসে থাকতেন। সবচেয়ে বড় কথা, কানে অত চুল ছিল বলে আমি 'জামরুল, জামরুল' বলেছিলাম, বুয়াদা সে কথা ঠিক গিয়ে লাগিয়ে এসেছিল। এবার অন্ধকারে বাথরুম যাই কী করে? আর হবি তো হ, সেদিন সবে সেভেনটিন ফাইভ জা এইট্টিফাইভ বলে মনে মনে তাড়াতাড়ি আরও সতেরো যোগ করে নিচ্ছি, মাইমা এমন লাল-লাল তাকিয়ে আছে, বোঝাই যাচ্ছে একেবারে অন্তর্যামী, এক্ষুনি বলবে 'ঠাস্ করে একটা দিই?' আর তেরো পাঁচে, চোদ্দ সাতে, আঠেরো তিনে, র‍্যান্ডম জিগ্যেস করবে—তক্ষুনি লং বাথরুম পেয়ে গেল। কী হবে! প্রথমটা যদি দিদিমা দাঁড়িয়েও দেয় দু মিনিট পর তো রুটি করতে চলে যাবেই। নখ দিয়ে খাট চেপে ধরে, ঠাকুরের কথা ভেবেও লাভ হল না। হাতে শিশির মধ্যে মোমবাতি ভরে কাঁপতে কাঁপতে চলো। দিদিমা ঘুলঘুলির ওখানটা শিশি তুলে দিল। বাঁদিকের দেওয়ালে বাইরের নারকোল গাছটার ছায়া যা একখানা হয়েছে, একানড়ের ঝাঁকড়া চুল না হয়ে যায় না। এক

www.BanglaBook.org

দমে আর কতক্ষণ রামরামরামরাম বলা যায়? প্রেতাত্মার কাছে ক্ষমার সেনটেন্সটা মনে মনে সবে তৈরি করছি, দিদিমার সাড়াও নিয়েছি দু'বার, মোটামুটি সব ঠিকঠাক চলছে, এমন সময় দমকা হাওয়া, হড়াস! শিশি থেকে বাতিটা পড়ে একেবারে কুচকুচে অন্ধকার। ও বাবাগো! দাদু আর করব না দাদু! আমায় ছেড়ে দাও! ওই অবস্থায় ছুটে বেরিয়ে আসতে দিদিমা তো হাঁ-হাঁ করে সিঁড়ি টপকে গড়াগড়ি আর কী। শেষে যা জানাজানি আর হাসাহাসি হল, বড়মামা অবধি খেতে পারছে না, চেয়ার থেকে পড়ে যাচ্ছে লুটিয়ে। হেসে নাও, এখন তো টিউবলাইট। অন্ধকার হতে না হতে কন্ধকাটা যে হাবিলদারের উর্দিটা চড়িয়ে দু'হাত এরম করতে করতে শীলদের বাগানে ঘুরতে থাকে, এ তো আর আমার বানানো নয়, ছোটমামা নিজে দেখেছে। অবশ্য তারও এত হাসি কোথা থেকে আসছে, বোঝা দায়।

বোন বেড়াতে এলে অবশ্য বিশ্বাস করার লোক পাওয়া যায়। ও সব কিছুকে ভয় পায়, ডাকিনী, যোগিনী, বাঞ্ছারামের বাগানের দীপঙ্কর দে। আর, মানতেই হবে, চ্যালা হিসেবে চমৎকার। ওকে দেখালাম মোমবাতির শিখা দিয়ে আঙুল পাস করা। প্রথমে কুইক, তারপরে একদম স্লো। দেবাশিসদা বলেইছে, তিন সেকেন্ডের কম আঙুল রাখলে আগুনে কিস্যু হওয়ার ভয় নেই। চড়কের সন্ন্যাসীরা ওই ফরমুলাতেই হাঁটে

www.BanglaBook.org

জ্বলন্ত কয়লার ওপর। বোন তো আঁক আঁক করে উঠছে 'ও দাদা করিস না' বলে। হাঃ, রোজ প্র্যাকটিস করে করে আমি একেবারে এক্সপার্ট। অবশ্য সলতে টিপে ধরে একেবারে নিভিয়ে দেব, অতটা পারি না। সবাই তো বলাইদা হয়ে জন্মায় না। বোন তারপর সেবায় পুষিয়ে দেয়। এমনিতে নিয়ম, আমি দশবার পাখা করব, তারপর ও দশবার। হাওয়া করতে করতে আমার পিঠে ঠেকে গেলেই পাঁচ প্লাস হয়ে যাবে। এমন হাঁদা, বুঝতেও পারে না, আমি এক্সট্রা কুঁজো হয়ে হয়ে পিঠটাকে বেঁকিয়ে পাখায় লাগিয়ে দিই। কিন্তু ভক্তি আছে খুব। গায়ে পাখা লেগে গেলে মাটিতে তিনবার ঠুকে নেয় ঠিক। নইলে আয়ুক্ষয় হবে না?

সেদিন বোন কোত্থেকে একটা ব্যাটারির বাক্স জোগাড় করে এনেছে। চট করে আমার মাথায় বুদ্ধি এল। এমনিতে ডিভাইডারটা কোনও কাজে লাগে না, কম্পাসের ভাই হিসেবে জ্যামিতি বাক্সে শুয়ে থাকে শুধু। আমি তো আর সেন্টুর মতো নিষ্ঠুর পশু নই যে মোমবাতির কাছে আসা পোকাগুলোকে ডিভাইডারের ছুঁচ দিয়ে বিঁধব, তারপর মোমের আলোয় পোড়াব। আমার শিল্পী-শিল্পী মন। ডিভাইডার দিয়ে বাক্সটার গায়ে গুচ্ছের ফুটো করলাম। তারপর টর্চটা তার পেছনে ধরতে না ধরতে, দেওয়ালভর্তি থিকথিক করছে তারা! একটা চাঁদ করার চেষ্টা করেছিলাম,

www.BanglaBook.org

হয়নি। তাতে কী। আমাদের প্ল্যানেটোরিয়ামের টিকিট হল পাঁচ পয়সা। সব্বাই দেখতে এসেছিল। প্রথমে উদ্বোধনী সংগীত। 'ও আল বেরুনি, ও আল বেরুনি।' কী করা যাবে, বোন ওই একটাই গান জানে। ও সঙ্গে নৃত্যটাও জুড়ে দিতে চেয়েছিল, কিন্তু বড়মামা বলল অন্ধকারে অত ধাঁইধপাধপ করলে পেরেক-ফেরেক ফুটে যেতে পারে। শেষে টেটভ্যাক। আমার কমেন্ট্রিটার সময়, ওঃ, নেহাত খালি-গা তাই, নইলে কলার উঁচু হয়ে যেত। সপ্তর্ষিমণ্ডলের নাম কীরম গড়গড়িয়ে বলে গেলাম! ছোটমামা বকশিস দিয়েছিল ছোট্ট হলদে টর্চ। তার মূল কাজ ছিল সারা সন্ধে জুড়ে মুখটাকে চেপ্পে আমার হাতের তেলোটাকে লাল টকটকে করে দেওয়া। বোধহয় অত আলোয় শিরাটিরাগুলো সব দেখা যায়, ভেতরের রক্তও। অবশ্য তার পরেই টর্চটাকে জ্বালিয়ে ধরতাম আমার থুতনির তলায়। আয়নায় আগে রিহার্সালও দেওয়া ছিল। একটু গরগর শব্দ করে বোনের দিকে এগিয়ে গেলেই, দ্যাখে কে! হাঁউমাঁউ। ভিতুর ডিম! তবে এটা নয়, টর্চের সেরা খেলা 'মুকুল মুকুল'। বোনকে ইজিচেয়ারে বসিয়ে কিছুক্ষণ এ-চোখ থেকে ও-চোখ টর্চ ঘোরালেই ও একটুক্ষণ পিটপিট, তারপর দারুণ নেতিয়ে হিপনোটাইজ হয়ে পড়ে। আমাকে চাপা গলায় টানা বলে যেতে হয়, 'মুকুহুহউল, মুকুহুহউল!' তারপর বলি, 'কিছু দেখতে পাচ্ছ?' ও বলে, 'জয়...জয়...', দিদিমা পাশ

www.BanglaBook.org

থেকে বলে 'জয়পুর?' আমি ঝাঁঝিয়ে উঠে হাত তুলে বলি 'আঃ!' দিদিমা কুটনো কুটতে রান্নাঘরের দিকে চলে যায়। ততক্ষণে বিড়বিড় করে বোন বলে, 'সাল...'। আমি বিজয়গর্বে চেঁচাই, 'জয়সালমির!' কনফিউশনের জায়গাই নেই। তখনও জয় গোস্বামী ওঠেননি।

লোডশেডিং-এ কখনও একলা-একলা মন হয়। তখন আর খেলি না। বারান্দার গ্রিলে মুখটাকে চেপে ধরি। অন্ধকারে গ্রিলরা বেশি ঠান্ডা হয়ে যায়। গুরমিতদের বাড়ির ওদিকটায় আর কিচ্ছু দেখা যায় না। যেখানটায় পর্দা টাঙিয়ে সিনেমা দেখানো হয়েছিল, সেখানে ঝোপগুলোকে থুপথুপে সব জানোয়ার মনে হয়। হয়তো এমন জন্তু আছে, যার পা নেই, গড়িয়ে গড়িয়ে চলে। হয়তো সেই গল্পটার মতো, আদিম কিছু পশু আজও রয়ে গিয়েছে। লুকিয়ে থাকে, এই অন্ধকারের সময় খড়মড় করে উঠে আসে। আমাদের কুয়োয় চকাস চকাস জল খায়। কাশীদাদের বাড়ি মুমু আর টুনটুনি পা ছড়িয়ে বসে কেঁদে চলেছে। ওরা লোডশেডিং হলেই কাঁদতে বসে যায়। আবার আলো এলেই চোখটোখ মুছে খ্যালে। ওদের বাড়ি ভাল না। কাশীদা রোজ মদ খেয়ে ফেরে। মুমুরা 'শালা' শিখে গিয়েছে। ঘণ্টাদুয়েক কাঁদার পর টুনটুনি মুমুকে বলে, 'শালা, তখন থেকে দ্যাখো, ভিনির ভিনির ভিনির ভিনির করে কেঁদে যাচ্ছে!' বড় রাস্তায় বাসরা আলো জ্বালিয়ে

www.BanglaBook.org

জ্বালিয়ে চলে যায়। আলোয় একবার দেখা যায় দেবেনদার ঝুপড়ি-দোকান, একবার নিভে যায়। আচ্ছা বাসের আলোর লোডশেডিং হয় না কেন?

সাধনদের কালচারের বাড়ি। সাধনের মা সাধনকে নিয়ে টুকটুক করে লোডশেডিং-এর সময় আমাদের বাড়ি বেড়াতে এলে মহা মুশকিল। গানের লড়াই হবে। সে কিছু মন্দ নয়, বিশেষ করে ছোটমামা যখন হাততালি দিয়ে দিয়ে 'রামজি কি নিকলি সওয়ারি' গাইবে, আমিও ওটার ঠিক তালে তালে ক্ল্যাপ লাগাতে পারি—কিন্তু একটু পরে মাইমাকে বলতেই হবে, 'বাব্বা নমিতা, তোমার এত ভাল গলা, একটা গোটা গান গাও দেখি।' দিদিমাও খুব হ্যাঁ মেলাবে। ব্যস, এবার সাধনের মা গাইবে রবীন্দ্রসঙ্গীত। কী ঘ্যানঘ্যানে, কী বলব! কথাবার্তা তো কিচ্ছু বোঝা যাবেই না, সে তো বোধহয় এত শক্ত কথা লিখেই নোবেল প্রাইজ পেতে হয়, কিন্তু সুর শুনলে মনে হয়, কারও খুব কান্না পাচ্ছে আর হাই উঠছে। কী বিপদ। একটা শেষ হলেই মাইমা বলবে, বাঃ, আরেকটা। দিদিমা বলবে, কণিকার মতো গলার দানা গো। আর সাধন ব্যাটা মহা উৎসাহে লাফাবে, মা, আমি দেবতার গ্রাসটা রিসাইট করে নিই? একটা থাবড়া মারতে হয়। গোটা একটা লোডশেডিং নষ্ট। শুধু বড়মামা আমার দুঃখ বুঝত। 'এই, একটা জিনিস দেখে যা' বলে ডেকে নিত ঘরে। বলত, 'আমার পাশে শুয়ে

www.BanglaBook.org

পড়, মাইমা ডাকলে বলবি টেন্স ধরছিলাম। গো আর সি-র পাস্ট পার্টিসিপ্‌ল বলতে পারবি তো?' সে আর কেউ না পারে? শুয়ে শুয়ে জানলা দিয়ে গাছ দেখা যেত। এত জ্যোৎস্না হত পৃথিবীতে, যেন গাছটাতেই থোকা থোকা ফলে আছে। জোছনাগাছ, আমি বলতাম। ছোট থেকেই জানতাম, বড় হয়ে বিরাট সাহিত্যিক হব। প্রথম কবিতার বইটার নাম নাহয় জোছনাগাছই দিলাম। অবশ্য একটা জিওগ্রাফি বইও লিখব আমি। সব ইস্কুলে পড়ানো হবে। কত কী যে করব, ওঃ। জগৎজোড়া নাম হবে। যেমনি সাহিত্যিক, তেমনি বৈজ্ঞানিক। বাইরে কত্ত জোনাকি উড়ছে। অনেক জোনাকি বোতলে পুরলে সবুজ টেবিল-ল্যাম্প হবে নিখরচায়, দেবাশিসদা বলেছে। তারপর ঘুম ভাঙত মাইমার ডাকাডাকিতে। খেতে দিয়েছে। উফ, রোজ খাওয়ার কী দরকার? ঢুলতে ঢুলতে টেবিলে গিয়ে বসতাম। আলো আসেনি। সাধন নাকি অপূর্ব বলেছে। 'মাসি, মাসি'-র সময় এমন বুকফাটা আর্তনাদ, চোখে জল এসে গেছিল সকলের। ছোটমামা বলল, 'হ্যাঁ, শেয়ালও ডাকছিল অশোকগড় স্কুলের দিক থেকে।' হাসতে গিয়ে বিষম খেলাম। কী যে সব পোকা এসে পড়ে ডালনার মধ্যে। ধুর, জঘন্য, এই লোডশেডিং।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

২

লোডশেডিং মানে চাঁদের প্রত্যাবর্তন। সেদিন আমাদের কম্পাউন্ডে ঢুকছি, তখন এম এসসি ফার্স্ট ইয়ার, হঠাৎ একেবারে বুকে ধাক্কা খেয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম। বাব্বা, এমন একখানা চাঁদ রেগুলার চরাচর ভাসায় তা হলে! অথচ গড়িয়াহাট থেকে যখন বাসে উঠেছি, জেনারেটরের জঘন্য কর্কশ ঘড়ঘড়, বিশ্রী দমবন্ধ ধোঁয়া, পাশ দিয়ে সরে সরে যাওয়া রাস্তায় ঝুপসি, অবসন্ন জগৎ, বারান্দায় বারান্দায় অকর্মা মানুষের ঝুঁকে থাকা, বাধ্যতামূলক সিল্যুয়েট—এই তো মোট যোগযাগ করে পেয়েছি। অবশ্য লেক-এ একদিন আমি আর কল্যাণ ঘুরছিলাম, হঠাৎ ধাঁ করে সব আলো ভাগলবা। আমরা তখন সব যুগল দেখতে দেখতে হাঁটতাম। প্রণয়-ইন্সপেকশন। হঠাৎ দেখি, সেই পড়ে-পাওয়া অন্ধকারে শাড়িতে শাড়িতে বসে গিয়েছে নরম জোনাকির সম্মেলন, যেন ঘাসগুলোই ছোট্ট আলো গায়ে জ্বালিয়ে একটু আদর-আবহাওয়া গড়ছে। মেয়েরা আঁচল ঠিক করে নিচ্ছে সেই জোনাকিসমেত, আমার হঠাৎ মনে হল, এই নারীরা অপূর্ব ত্বকবিশিষ্টা, এদের গায়ে সাক্ষাৎ চন্দনগন্ধ। প্রেমিক-প্রেমিকা সক্কলের হৃদয় এই মুহূর্তে ভীষণ নির্মল, 'হাসিখুসি' বইয়ের প্রচ্ছদের মতো, মিষ্ট কুকুরছানার ভাবনায় পরিপূর্ণ। রাতঘরে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জিরো ওয়াটের নীলচে আলোর মতোই, লোডশেডিং-ও তবে হরণ করে সকল খোঁচ, সব বেরিয়ে থাকা হাড়, ক্ষোভ, আর একটা মসৃণতা দেয়, একটা ক্ষমার পরত, এ-গালে মাড়ি ফুলে থাকলে ও-গালে চুমু খেতে হয় যেমন! ওই সেদিন, ক্যাম্পাসের লোহার গেট পেরিয়েই, শুয়ে থাকা মাঠে চাঁদের অনায়াস ওস্তাদি দেখে, আচমকা জ্যোৎস্নার হইহই অশ্বারোহণ ও বর্গমাইলের পর প্রান্তর নিমেষে দখল বুঝে, হুট করে গানের মানে খুঁজে পাওয়ার মতো, উপলব্ধি সেঁধিয়ে গেল—উরেশ্‌শাটি, চাঁদ তবে এখনও মস্তান! ক্লিশে-ফিশে বহুদূর হাটিয়ে সে-মক্কেল দাবড়ে বিরাজিছে, বুড়ো জ্যাক নিকোলসন বা আল প্যাচিনোর মতো, যেদিন-সেদিন টুসকি মেরে উড়িয়ে দেবে ফ্ল্যাটের চৌকো আলো, ল্যাম্পপোস্টের নতমুখী কেরানি-চেষ্টা। শুধু আমাদের পোড়াচোখ স্টেডিয়ামের ফ্লাড-লাইটকে কুর্নিশ শিখেছে বলে, ঈশ্বর পাঠিয়ে দেন লোডশেডিং। যে, দ্যাখ ভাই, তোর জন্য সন্দেশ ছিল, তুই ময়দা গুটলি করে খেলি। প্লাবন দেখলে কর্পোরেশনের কল যেমন গলায় ঘড়ঘড় তুলে অক্কা পায়, চাঁদের বান ডাকলেও তেমন টিউবলাইট ঘরে ঢোকার আগে দু'বার তুতলে নেয়, ওই তার অ্যাপোলজি।

লোডশেডিং-এর মূল বিরক্তিটা আলোয় নয়, হাওয়ায়। আলো গেল, কাজ বন্ধ হয়ে গেল, টিভি দুপ করে নিভে এল,

www.BanglaBook.org

রান্নাঘরে শোনা গেল তেড়ে অভিসম্পাত, আমার তাতে ঘণ্টা। বারান্দায় বেরিয়ে এসে ডানহাত দিয়ে বাঁহাতের গোড়ায় আদর-হাত বোলাই, আর বাড়ির লোকের মোমবাতি-খোঁজা দেখি। আরে, এই জানলার ওপর ছিল না, বিরাট সবুজ মোম-টা? কে সরাল! দেশলাই তো শো-কেসের ধারে বোধহয় এক ডজন থাকার কথা। কোথায় যায় সব, কে ঘাঁটে! এটা বাড়ি না হট্টমেলা? উস্তমখুস্তম, সংক্ষেপে। আমি ওপর থেকে উদাস হয়ে রাস্তা দেখি, বস্তির লোকেরা সারে সারে বেরিয়ে এসে দাঁড়িয়ে থাকা রিকশাগুলোর ওপর বসে পড়ে, জোরে চলতি হিন্দি গান গায়, 'জাস্ট চিল চিল'-কে মহা-আত্মবিশ্বাসে 'জাস্ট চিয়াও চিয়াও জাস্ট চিয়াও' আউড়ে ভাবী লোফারগণ কোমর-পেছনের ইস্ক্রুপ ঢিলে মেরে টুইস্ট জুড়ে দেয়, আমাদের পাশের বাড়ির এসি-এলসিডি-ল্যাব্রাডরের ডাঁটে মটমট করা হামবাগগুলো অবধি জানলা-টানলা স্লাইড করে মুখ বাড়ায়, নতুন বিয়ে হওয়া নাগুনি-কাপ্‌ল ছাদে বদ্রিপাখির মতন ঘুরঘুর করতে থাকে, হাই-পিচ ঝগড়ায় গলা সেধে নেয় গরিব কাঁউকাঁউ মহিলামহল, রাস্তার চায়ের দোকানে লম্ফ জ্বালানো হয়, তার কালচে শিখা দফায় দফায় লম্বা হতে হতে প্রায় মধ্যবিত্তের উচ্চাকাঙ্ক্ষার হাইটে ওঠে, এরই মধ্যে প্রজাপতি বিস্কুট গেঁড়িয়ে কোমরের কষি সামলে ধাঁ দেয় ন্যাড়ামাথা খুদে। ভুট্টা শুধু যেমনকার তেমন পুড়তে

www.BanglaBook.org

থাকে ঘুরে ঘুরে, আলোর আস্তর সরতে তার মোহিনী গন্ধ আরও রমরমায়। লোডশেডিং একঘেয়েমির জননী, ফলে সব্বার কী করি-কী করি বাই জাগে, ভুট্টার সেল বেড়ে যায় পটাপট। কুকুরদের অসম্ভব ভাল লাগতে থাকে, অ্যাত্ত লোক রাস্তায় বেরিয়ে এসছে, গলায় আলসে গামছা ফেলে ঘোরাঘুরি করছে, তারা সবুজ চোখের মণি জ্বালিয়ে ল্যাজট্যাজ নেড়ে একবার এর কাছে দৌড়ে যায়, একবার ওর কাছে।

সবই ভাল ছিল, কিন্তু এর মধ্যে মূল ঝামেলা, আলো কাজ করছে না বলে 'আমি কেন খাটতে যাব' মর্মে হাওয়াও টিপিনকৌটো গুছিয়ে, বাড়ি। 'উফ, গাছের একটা পাতা পর্যন্ত নড়ছে না, দ্যাখ', আঁচলে গলা মুছতে মুছতে মা বেরিয়ে আসে। বউ বলে, 'আমগাছটা অবধি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।' যেন অন্য গাছ যা-ই করুক, অন্তত তার সাঁইতিরিশ ডিগ্রি মাথা দোলানো অত্যন্ত উচিত ছিল। কিছুক্ষণের মধ্যে গা চ্যাটচ্যাট শুরু হয়ে যায়, ঘামাচি গজাতে থাকে চক্রবৃদ্ধি হারে, সারা গা চুলকোতে চুলকোতে লাল দাগড়া দাগড়া শোভা পায়। অশান্তির আঁচ বুঝে উড়ে আসে কালো কালো কী সব ছোট্ট পোকা। ঘামে লেপ্টে তারা কিটকিট করে কামড়াতে থাকে, মিনি-চোয়ালে যত জোরে পারে। 'বাতাসের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, শ্বাস নিচ্ছ, অতএব সে আছে নিয্যস' এসব আপ্তবাক্য কিছুক্ষণের মধ্যে মাটির ঢেলা ছাড়া কিচ্ছু মনে

www.BanglaBook.org

হয় না। এমনকী মহাপুরুষের থিওরি মেনে 'আমার তো গরম লাগছে না, অমুক নামের একটা লোকের শরীর নরকের মতো চিড়বিড় করছে' ভাবতে গিয়ে এত টোকো হাসি পায়, গলা দিয়ে নামছে তত্ত্বের অম্বল, টের পাই। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কোমর ধরে যায় বলে বারান্দার মেঝেতে থেবড়ে বসি, চোখের সামনে ধ্যাবড়া রেলিংগুলো আখাম্বা গতর নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, কিচ্ছু দেখা যায় না। আকাশটা কাঙাল বাথরুমের চটের পর্দার মতো ঝুলে থাকে, মলিন, চিকুট। বউয়ের দিকে তাকিয়ে চড়াৎ রাগ চড়ে যায়। কী মোটান মুটিয়েছে দ্যাখো, এই ক'বছরে! মা'কে তো মনে হয় মারি ধরে। চোখে ভাল দ্যাখে না, কেরদানি মেরে লেবু কাটতে গিয়ে আঙুলটা কেটে বসে থাকল। সেপ্টিক হয়ে গেলে কে এ-চেম্বার ও-চেম্বার দৌড়বে? আর হয়েছে বটে এ শালার সরকার! মার শালা! একটা মেশিনগান দিয়ে সব উড়িয়ে দে!

মাঝে মাঝে ঘুমের মধ্যেই ভুরুফুরু কুঁচকে এপাশ ওপাশ করতে করতে অসহ্য গরমে ফট করে চোখ খুলে যায়, আর দেখা যায় মহাশূন্যে পাখাটা লাস্ট ল্যাপ দিচ্ছে। মাঝরাত্রের অন্ধকারের মধ্যে এই অন্ধকারতর এসে স্ট্রেট বুকের ওপর বাবু হয়ে বসে। নিউটন না কার কী সব ফর্মুলা মেনে পাখা একসময় আস্তে হতে হতে ঘটরঘটর থামিয়ে একদম চুপ করে যায়। হাহাকার শেয়ার করার অবধি লোক নেই। নিদ্রাকালীন

www.BanglaBook.org

এমন অবিচার চাপিয়ে দেওয়ার মধ্যে কতখানি ফাঁকিবাজি, ছিঁচকেমো থেঁতিয়ে বাটা আছে! একতলার বাচ্চাটার মতো খিঁতখিঁত করে কেঁদে উঠতে ইচ্ছে করে, পা ছুড়ে মশারি শুয়ারটাকে ছিঁড়ে ফেলতে সাধ যায়। জিগ্যেস করি, আজ নিশ্চয়ই বসাকদা-রা এসছিল, না? অন্ধকারে তাকিয়ে থাকা বউ ঝাঁঝিয়ে ওঠে, ও আবার কী কথা? কী কথা মানে! উত্তেজনায় সব সুইচ আমি পটপট জ্বেলে দিই। সবাই জানে, কিছু লোক এলেই কারেন্ট চলে যায়। কিছু লোক আবার আলো-পয়া। তারা ঘরে ঢুকতেই ছপাছপ টিউবলাইট-বাল্ব-সিএফএল ঝাড়েবংশে তাল ঠুকতে ঠুকতে বাড়িময় লাফ দেয়, সবাই হেসেখুশে চেঁচিয়ে ওঠে, 'এই তোমরা এলে, কারেন্ট নিয়ে এলে!' আর যে অতিথিগুলো ওয়েলকাম পাপোশে গোড়ালি ঘষতে না ঘষতে ঝপ করে অন্ধকার, তাদের রসিকতার ছলে সত্যি বলা হয়, 'ওই দ্যাখো, এরাও এল, আলোও গেল!' তারা তখন অপরাধবোধ গিলতে গিলতে, 'এ বাবা, হেহেহে, সত্যি তো', আর একটু এদিক-ওদিক বসেই, 'আজ আসি মাসিমা, চা-ফা বরং থাক, কাল্টুটা আবার কাল ভোরে ট্যুরে যাবে'। বসাকদা অ্যান্ড ফ্যামিলি হাড়-অপয়া। মিলিয়ে যাওয়ার অনেকক্ষণ পর, ড্রাগনের ল্যাজের মতো, ঝাপট দিয়ে গেল। খাঁর-মোনোলগ শেষ করতে না করতে ঝড়াম করে আলো চলে আসে। আমি আর বউ কেউই চট

www.BanglaBook.org

করে তাকাতে পারি না। চোখ পিটিরপিটির করতে করতে ঝাপসা ঝাপসা ঝিলমিল দেখি, আর ফ্যানের হাওয়া খুবসে গায়ে নিই। আঁখিয়া কুতকুতে করছি তো, মুখগুলো বাচ্চা বয়সের হাসি-হাসি মতো আপনিই হয়ে যায়।

সেই যেবার সবাই শিমুলতলা গেছিলাম, তখন প্রত্যেকেরই বয়স কম, গ্রুপের মধ্যে প্রেমের আন্ডারকারেন্ট চলছে সাংঘাতিক। হারীত-জারীত-লারীত কেস আর কী। এ পরমার প্রেমে পড়ছে, পরমা অন্য ছেলে ভজছে, সে বান্দা মজে আছে অভিরূপায়। পিঙ্কির প্রেমে আবার নাহক দু'জন হাবুডুবু। এমন শ্বাপদসঙ্কুল ময়দানে শুধু নিজের ভালবাসার পবিত্রতা দর্শানোই যথেষ্ট নয়, অন্য লোককেও নাগাড়ে টেরিয়ে মেপে যাওয়ার তড়িৎ-ক্ষিপ্রতা প্রয়োজন। বাইরেটা সকলেই গুড়ের নাগরি, আড্ডা-বেড়ানোয় মজে আছে, ভেতরের ধড়াসধড়াসটা অঙ্ক পরীক্ষার বাবা-এই ফরেনে টানা বাহাত্তর ঘণ্টা ইমপ্রেস করার সুযোগ, সূচ্যগ্র ল্যান্ড ছাড়লে দি এন্ড! মাঝে মাঝেই পারমুটেশন-কম্বিনেশন করে কিছু জোড়া নিখোঁজ হয়ে যাচ্ছে, সম্ভবত স্বল্প শরীর-বিনিময় শুরু এক-আধ সম্মত জমিতে। পাহারাদার ছুটে বেরচ্ছে, কিন্তু কতবার আর দারোয়ানের ঘর দেখতে যাওয়া যায়? এহেন ট্যুরের ফাইনাল সন্ধেয় চুটিয়ে গোল হয়ে গল্পগুজব, প্রত্যেকেই অন্যের লেঙ্গি খাওয়ার কচালি রসিয়ে বলে দিতে

www.BanglaBook.org

আগ্রহী, চোরা-তাকাতাকি ও লাজুক সমঝদারির বান ডেকে যাচ্ছে—হেনকালে বজ্র-দড়াম! লোডশেডিং! নিমেষে সব গুলি-খাওয়ার মতো চুপ। কোনও জুতসই লব্জ ঘাই মারছে না, কারও জিভের ডগায় ফাজিল মন্তব্য টুলটুলোচ্ছে না। ঘুটঘুট করছে অন্ধকার। সব ঘেঁষাঘেঁষি। কেউ কম কেউ বেশি। সম্মিলিত ত্বক থেকে একটা ভাপ উঠছে, লেই দিয়ে দিয়ে অন্ধকারটাকে গাঢ়, থমথমে করে মাখছে। অস্বস্তি বাড়তে বাড়তে কানা দেওয়াল, প্রত্যেকের মন অন্য সব্বাইকে শ্রেষ্ঠাংশে রেখে গোলাপি ফিল্টারের দৃশ্য ঝপাঝপ মেলে দিচ্ছে সেন্সর ছাড়াই, সকলে ভাবছে আলোর তাবৎ কেরামতি অন্ধকারের এক দুম্বো রদ্দায় হুড়মুড়িয়ে ভাঙবে না তো? কেউ একটা বলে উঠল হাঁউমাঁউখাঁউ। দু-চারজন কাষ্ঠ হেসে বলল, বাবা, ভয় দেখাস না। একজন বলল, দারোয়ানজি, আলো হ্যায়? আর এই সময়, বেঁটে কৌশিক পকেট-টর্চ একবার জ্বালিয়েই আবার নিভিয়ে দিল। কেন, কেন ওরম আর্তনাদ উঠল, বলতে পারব না। হঠাৎ আলো একটা ভূতের মতো এসে পড়েছিল, না অন্ধকার হারানোর গূঢ়তর ভয় ছিল? কৌশিক এবার ম্যান অফ দ্য ম্যাচের মতো, ইচ্ছেমতো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আলো ফেলতে লাগল, ইচ্ছেমতো সেকেন্ড-ব্যাপী। সবাই কাঠ, সবাই অনাবিল হাস্যময়, সবাই খুশি। হাসাহাসির স্লুইস গেট খুলে গেল। মেয়েরাও খারাপ মানেওলা চুটকি

www.BanglaBook.org

বলল এক-আধটা। হিতেশ বলল জটায়ুর পরের বই 'টর্চের টর্চার'। দারোয়ান বাতি নিয়ে চলে এল যেন কিউ পেয়ে। লোডশেডিংকে অত শক্তিধর, এমন গল্পগর্ভ আর কখনও মনে হয়নি।

অবশ্য খুব উপকারী মনে হয়েছে। সেই একবার কী একটা আঁতেল সিনেমা দেখতে গেলাম, সে নাকি ফর্ম আর কনটেন্টের চামড়া ছাড়িয়ে নিয়েছে, দেখতে বসে আমার পরিচালকেরও ওই দশা করতে ইচ্ছে করছিল। মাথামুন্ডু বোঝা দায়, শুধু আইনস্টাইনের মতো দেখতে একটা লোক, আর মেরিলিন মনরো-র মতো দেখতে একটা মেয়ে। এদিকে বেরিয়েও যেতে পারি না, শিক্ষা পেয়েছি পয়সা দিয়ে কিনলে পিত্তিগলা মাছও পুরো খেয়ে উঠতে হয়, সিটে বসে আঙুল কামড়াচ্ছি, এমন সময় পরম বান্ধব লোডশেডিংয়ের আবির্ভাব। এমনি হইহই করল সবাই, প্রত্যেকেরই মেজাজ তেতে ছিল তো, কাউন্টার থেকে পয়সাকড়ি সব ফেরত। মহানন্দে রোল খেয়ে বাড়ি ফিরলাম। যদিও আঁতলেমিতে লোডশেডিং-এর অবদান কম নেই, রবীন্দ্রনাথের কী একটা লেখায় একটা রাজা শুধু লোডশেডিং-এর সময় রানির ঘরে আসত, আলো এলেই ভাগলবা। সেইমতো বিদ্যুৎ দপ্তরকে বলা ছিল নিশ্চয়ই। রানি বেচারির গান্ধারীর দশা। কিন্তু ভীষণ ইনার মিনিং। অবশ্য পুরুষশাসিত সমাজে লোডশেডিং-এ

www.BanglaBook.org

নারীদের অবস্থান দেখলে চোখে জল ধরে না। পাখা গেল, আর রিফ্লেক্স অ্যাকশনে ছেলেদের জামা-গেঞ্জি-পাঞ্জাবি সব মুহূর্তে বাইরে ছুড়ে, ফুরফুরে টপলেস। পরের সেকেন্ডে পাজামা বা লুঙ্গি উঠে আসবে লোমশ থাই অবধি। এঁবার শিশু ভোলানাথরা মারো যথা-আরাম গুলতানি। যুগসই ঠেঙো হাফপ্যান্ট পরা থাকলে তো কথা নেই, অটোমেটিক সেমি-নাগা। আর মেয়েরা? প্রাক-লোডশেডিং যা পরেছিল অবিকল তা-ই, কোনও ছাঁটকাট চলবে না। ফটাস করে সাম্যধর্মী কিছু ভাবলে, প্রম্প্‌টলি পাড়াছাড়া। তাও তো এখন নাইটি এসেছে, মা'দের সময় পূর্ণ শাড়ি-ব্লাউজ, কিছু ক্ষেত্রে ভুঁড়ো ও প্রায়-আদুড় ভাসুরের সামনে গলা-অবধি ঘোমটাও। অবশ্য মাতৃতান্ত্রিক সমাজে একেবারে উল্টো নিয়ম ছিল কি না, কে জানে। থাকলে, ছেলেদের খুব আপত্তি হত বলে মনে হয় না।

লোডশেডিং তবু প্রেমের বন্ধু। খুব শিমুলতলার ব্যাপারটার মতো নয়, একদম অন্য রকমের, হাঙরের দাঁতের বদলে সেলোফেন পেপার উপহার যেমন। তখন মিষ্টুনির বাড়ি বেশ ক'দিন যাতায়াত হয়েছে। ওর মা-বাবা কিছুই আন্দাজ করেননি তা-ও বলা যাবে না। ওঁদের ট্যাকটিক্স ছিল মোগলাই দোকানের বেয়ারাদের মতো ঝপাঝপ পর্দা তুলে দেখে যাওয়া। আর মিষ্টুনির দিদি বাড়ি থাকলে, আমাদের

www.BanglaBook.org

সঙ্গেই বসে গল্প করত। বাথরুমে অবধি যেত না। ফলে লুডোখেলা-ফেলা চলত। কখনও শব্দছক। তাতে ক্ষতি কিছু হয়নি। আমরাও তখন কেউই সিওর না। তাকিয়ে গায়ে কাঁটা দেয়, তবে সেটা একপক্ষীয় কি না, জানি না। পরে যে লোডশেডিং-এ আবছা জলরং হয়ে যাওয়া পাড়ার গলিতে এই মিষ্টুনিকেই ঝাইঝাপ্পুস দু'তিন হামি বসিয়ে দেব, সে ফ্যান্টাসিও তখন মুন্ডু বাড়ায়নি। ওদের বাড়ির লাইন আগে ছিল কী একটা হাসপাতালের সঙ্গে জোড়া, কারেন্ট যাওয়ার প্রশ্নই ছিল না। তারপর ভাগ্যিস হিংসুটে উল্টো-ফুটের লোকরা আনন্দবাজারে চিঠিফিঠি লিখে সে সব কাটিয়ে দিল, ওদের বাড়িতেও অন্ধকার হওয়া শুরু। আর দুম করে আলো চলে গেলে, অমন নীল-সাদা রুটিনবাঁধা বাড়িও কেমন নড়বড়ে হয়ে যেত, বাঘ-পান-ছাগলের ধাঁধায় ভুল উত্তর উজিয়ে আসত হামেশাই। হয়তো দিদি গেল মোম খুঁজতে, মা দেশলাই না পেয়ে রান্নাঘর ছুটল গ্যাস জ্বালাতে, আর আমি-মিষ্টুনি দিব্যি বসে রইলাম অন্ধকারের সিন্দুকে, পাশাপাশি দুই মোহরের মতো।

কিন্তু এই গল্প অন্ধকারের নয়, আলোরও। একদিন ও মোম জ্বালিয়ে আনছে, পর্দা উড়ছে মৃদুমন্দ হাওয়ায়, এক পা এক পা করে মনোযোগী ঠোঁট কামড়ে আর এক হাত দিয়ে শিখা আড়াল করে মিষ্টুনি এগোচ্ছে দেরাজের দিকে, আমি

www.BanglaBook.org

তাকিয়ে আছি, তাকিয়ে তো থাকতাম প্রায় সর্বক্ষণই, কিন্তু স্পষ্ট মনে আছে, আমি যেন সেই মোমের কাঁপা-কাঁপা কমলা আলোয় তক্ষুনি বুঝলাম, ও-ই সেই বেণী ঝোলানো ষাটের দশকের মেয়ে, গা-ধুয়ে বেরিয়ে আসার মতো স্নিগ্ধ, খরগোশ মরে যাওয়ার শোকের মতো অসহ্য নরম—আজ এই মুহূর্তে মায়াবী আলোর করতল এই যে ওর মুখখানিকে চিবুক ধরে আমার দিকে তুলে ধরেছে, এইটাই সম্প্রদান, এবং ওকে না পেলে আমার মুশকিল। কী করে বুঝলাম জানি না। অন্ধকারের ঘেরাটোপ আর সব কিছুকে আড়াল করে ওকে আমার কাছাকাছি এনেছিল, না কি মোমের সফ্‌ট ফোকাস ও প্রেমের অটো-সাজেশন মিলে সাধারণ একটা মেয়েকে খুব কাম্য বলে ভজিয়েছিল, এসব জটিল কথা মাথায় ঢোকাবার দরকারও বুঝি না। লোডশেডিং আমায় কানে কানে ওই কনে-দেখা-আলো বলেছিল, এইটুকু জানি। মিষ্টুমি তখন প্রায় ট্রিগোনোমেট্রি কষার ভঙ্গিতে টপটপ করে মোম ফেলছে বাদামি দেরাজের পিঠে, আরেকটা হাত ফেলা আছে ক্যাবলা আড়ষ্টভাবে ওই দেরাজটারই গায়ে এবং যা হওয়ার তা-ই, টপ করে গলন্ত মোমের ফোঁটা হাতের ওপর। এমনি কোমল স্কিন, তক্ষুনি ফোসকা পড়ে গেল, একটি উঃ বলতে না বলতে, ওই মোমফোঁটারই মতো নিটোল। অপূর্ব। আমি এগিয়ে গিয়ে ওই মুক্তোবিন্দুতে একটা আঙুল রাখলাম, আর

www.BanglaBook.org

বললাম 'আঙুরজল'। তক্ষুনি বানিয়ে বললাম, মাইরি। প্রিপারেশন ছিল না।

মিষ্টুনি বলে, ও-ও ওইদিনই মন ঠিক করেছিল। আমরা তারিখটাকে বলি লোডশেডিং দিবস। গিফ্‌ট দিই। বইয়ের গোড়ার সাদা পাতায় লেখা থাকে 'তোমাকে আমি, লোডশেডিং দিনে'। বিয়ের পর আকচাআকচি, অ্যানিভার্সারিও। কিন্তু তাতে কী? ওসব তো আলোর সমারোহের ব্যাপার। ওই মলাটটা টেনে ছাড়িয়ে নিলে, তবে আসল পৃথিবী। যেখানে থোক থোক জোনাকিজ্বলা ঝুপসো ঝোপের পাশ দিয়ে খটাখট শব্দ তুলে পৃথ্বীরাজের ঘোড়াও ছুটে যায়, আবার সাত টাকার রিকশাও। ছমছমে গলির বাঁকে গল্প করতে করতে হেঁটে আসে দেব সাহিত্য কুটীরের বইয়ে হলুদ-সবুজে আঁকা দৈত্য আর অ্যাটাচি হাতে কোলকুঁজো কেরানি। 'জোছনাগাছ' আর 'আঙুরজল' দুটো কবিতার বইয়ের নাম জ্বলজ্বল করছে যেখানে না-ই থাক একটাও কবিতা। কেমন?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বাঘ, ঘোগ, চোখভোগ

বাঙালি পুরুষ দু'রকম হয়। এক : অভদ্র সেক্স-স্টার্ভড। দুই : ভদ্র সেক্স-স্টার্ভড। আমি দ্বিতীয় প্রকার। তাই লেডিজ সিটের সামনে ঝুঁকে হামলে দাঁড়ানো তো দূরস্থান, বরং তড়াংসে যতটা দূরে পারি গিয়ে, মেয়েদের দিকে সম্পূর্ণ পিছন ফিরে, মুশকো জোয়ানদের হাঁড়িপানা মুখ পরম ড্যাবডেবিয়ে, বাস-মেট্রোয় সফরটাইম কাটাই। মেয়েদের দেখলে প্রথমেই আনন্দ নয়, ভয় হয়। এই রে, আমাকে না অভদ্র ভাবে। আমায় না ফ্যালে সেই লোফারদের দলে যারা মেয়েদের সঙ্গে অসভ্যতা করার জন্য মুখিয়ে বা অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গিয়ে আছে। ভদ্রনাম অখণ্ড রাখতে আমি যতটা পারি দূরে সরে যাই, মাইলটাক বা ক্রোশখানেক, জীবনেরই মতো, যানবাহনেও, যেন হোমো সেপিয়েন্স প্রজাতির ওই ভাগটা

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

সম্পর্কে আমি কিছু জানিও না শুনিওনি, শুধু বায়োলজি বইয়ে পরীক্ষাগত পরিচয় হয়েছে মাত্র। নিতান্ত যদি ফেরে পড়ে দাঁড়াতে হয় লেডিজ সিটের কাছাকাছি, যতটা সম্ভব দূরভাসি চোখ করে, নৈর্ঋতের মেঘগুলো ঠিকঠাক রবীন্দ্রনাথের মতো হয়ে উঠছে কি না ভুরু কুঁচকে পর্যবেক্ষণের চেষ্টা করি, ঘাড় মটকে উল্টো ঘুরিয়ে অপোজিট জানলা দিয়ে রাস্তার দিকে তাকাই যেন ওই ফুটপাথ না দেখলে কিছুতেই চিনতে পারব না রাসবিহারী কোনটা, হাতগুলোকে এমন খোলাখুলি ডিসপ্লে দিই যাতে ফেয়ার-প্লে ট্রফি ছাড়া আর কিচ্ছুই প্রাপ্য না হয়। একটা হাত রডে, আরেকটা বিসদৃশ ভাবে নিজেরই ঘাড়ে, ব্যাগের স্ট্র্যাপের ডগায়, যে দ্যাখো মা জননীরা, নিজকাঁধে হাত দিয়ে যাচ্ছি, পরকাঁধে কিচ্ছুতে নয়। একে কাঠি-রোগা, তায় নিজের মধ্যে নিজেকে যতটা সিঁটিয়ে সম্ভব দাঁড় করিয়ে রাখি, বুকপেট চেপে নিশ্বাস আটকে, 'আয়তনহীন হও আয়তনহীন হও' জপতে জপতে, যেন কংকালেরও শীর্ণতর সংস্করণ স্রেফ উইলপাওয়ার-এ সম্ভবে। বিশেষ করে যদি কোনও মহিলার কাছ ঘেঁষে দাঁড়াতে হয়, তবে দাঁতে দাঁত চেপে বাসের সমস্ত বাম্পার ঝাঁকুনি ব্রেক-আছাড় নিজের গায়ে নিই কিন্তু কিছুতে ওঁর শ্রীঅঙ্গে টাচ-টি লাগতে দিই না, যেভাবে ক্রুশবিদ্ধ যিশু পেরেকপ্রহার সহেন শুধু অন্য গ্রহবাসীদের তরে, যারা খেয়ালও করল না মহত্ত্বের ঘনত্ব!

www.BanglaBook.org

আর, যদি কোনও মহিলাকে পাশ দিতে হয়, অর্থাৎ তিনি নামছেন বা সিটের আরও কাছাকাছি যাওয়ার চেষ্টা করছেন ভিড়ের চোটে আমারই পিছন-চেহারা ঘেঁষটে, তখন নিজেকে নিয়ে যেতে হয় অলিম্পিকে দশে দশ পাওয়া বালিকা জিমন্যাস্টের অন্তিম সলীল মুদ্রায়, পিঠ বেঁকিয়ে প্রায় পূর্ণ আর্চ করে দাঁড়ানো, যাতে কিছুতে নিতম্বানিতম্বি না হয়। এই অ্যাক্টটি ভয়াবহ সংযম ও ত্যাগের পরবর্তী সমস্যাটি জ্বলজ্বল দাঁড়ায় : তবে লেডিজ সিটে যে রূপসীরা বসে আছে, তাদের মেপেজুপে গিলব কীভাবে?

দেখাদেখিটা নিয়ে তাত্ত্বিক ঝামেলায় লাভ নেই। চরম ফেমিনিস্টও ব্যাপারটিকে টুসকি বই আর কিছুতে ওড়াবেন না। এ-ফুটপাথ দিয়ে সুস্তনী হেঁটে গেলে অন্য ফুটপাথের তাবৎ পুং-ঠেলাওলা, নোবেলজয়ী, সদ্য-গোঁফ, ধুতি-টুইলের শার্ট, পরম প্রত্যাশী, দুর্মর সুইসাইডেচ্ছু—প্রত্যেকে সমান রিফ্লেক্স-অ্যাকশনে একই পানে শরসন্ধান করেন, এ প্রবৃত্তিকে কোনও পলিটিকাল কারেক্টনেসের বাবা এসে খর্ব করতে পারেনি, পারবে না। মেয়েরাও, যদ্দূর বুঝি, এ নিয়ে খুব ভাবিত নয়। নিশুত রাতে পাহারাওলা-র তীব্র হুইস্‌ল-শ্রবণে যেমন একইসঙ্গে ভয় আর নিরাপত্তা মিশে থাকে, তেমনি ছেলেদের এই নিরন্তর দৃষ্টি-আঘাতে মেয়েদের মনে যুগপৎ বিরক্তি ও আত্ম-ভাল্লাগা জড়িয়েমড়িয়ে শোয়। কিন্তু লেডিজ

www.BanglaBook.org

সিটের ঝামেলা হল, এ তো আর চলার পথে টুকটাক নেহারিয়া প্রস্থান নয়, শিকারী হেথা লাবণ্যময় প্রাণীকে পেয়ে যায় এক বিঘৎ ফ্রিজ শটের মধ্যে। খচাৎ। যদ্দূর যেতে হবে, তত স্টপেজের জন্য মহিলা অ্যাক্কেরে বন্দি। সার্চলাইটের উদ্যমে ও কম্পিউটারের দড়তায় ততক্ষণে কামরার যত পুরুষ-লালচ অমোঘ টেলিস্কোপের মতো তাঁর দিকে ঘুরে গেছে। এ বিষয়ে ছেলেজাতের কোরাস চমকপ্রদ। যাঁরা কপচান, সৌন্দর্য নাকি আপেক্ষিক, সব পুরুষের পছন্দ একরকম নহে, তাঁদের নড়া ধরে নিয়ে যেতে হয় কলেজের ফ্রেশার্স ওয়েলকামে, বা লেডিজ সিটের সামনে। ভাল ছাত্রদের অংকের উত্তরের মতো, সমস্ত, প্রত্যেক চোখের এক রা। স্টাইল, হুঁ, আলাদা। কেউ একবার বুলিয়ে চোখ সরিয়ে নেয়, টেবিলফ্যানের মতো নির্দিষ্ট ইন্টারভ্যালে তা ফের এদিকে মোচড় মারবে। কেউ আড়ে দ্যাখে, যেন তার আসল রিসার্চ-বস্তু প্রতি তৃতীয় দোকানের সাইনবোর্ড। কেউ ভারি অবাক হয়ে ভাসা-ভাসা দর্শন মারে, ও মা, চক্ষু নাসা ও ফুলকো ওষ্ঠাধরের বিন্যাস এমনটি হয় বুঝি? আর কোনও কোনও বান্দা নাছোড়, যৌনভাবে আড়েদৈর্ঘ্যে সৎ, সরাসরি বুকের দিকে পরম অভিনিবেশে তাকিয়ে থাকে। মেয়েটি আমূল শক খায়, কাঠ-আড়ষ্ট হয়ে দু'বার নড়ে বসে, আঁচল-ওড়না-ফাইল-ব্যাগ সরায় চেপে ধরে, কর্কশ তাকায়, কিন্তু

www.BanglaBook.org

মজা-মারা পুরুষ কিছুতে ফোকাস সরায় না। ল্যাব-এর টেবিলে আলপিনে গাঁথা ব্যাঙ যেমন প্রসারিত ও অসহায়, স্ক্যালপেল হাতে তার ওপর ঝুঁকে পড়েছে অপরিচিত উৎসুক মুন্ডুরা, তেমনি পুরুষ সহযাত্রীবৃন্দ চিরে চিরে দেখতে থাকে নারীর চিবুকের ডৌল, গালের মসৃণতা, স্তনের গঠন, পেটের বাঁক। তাকানোর ক্রমটা হল প্রথমে মুখ, তারপর বুক, তারপর যেমন খুশি, র‍্যান্ডম, কিন্তু বিশেষত বুক। অবশ্যই বুক। আপন স্ফীত মাংস যে হরিণের কতখানি বৈরী, এবং তার ফায়দা তুলতে ক্ষুৎকাতর পুংলিঙ্গ কী হালুম-তৈরি, এই সমাজে নিত্যযাত্রী নারীরা তা ভেতর-শিরায় সহস্র কালশিটে দিয়ে বোঝেন। প্রতি সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে পোশাক থেকে চিটচিটে আঠালো লোভ ক্যাতক্যাতে জিভদৃষ্টি ধুলোর মতো ঝুরো কাদার মতো ঝেড়ে ফেলতে না-পারলে, তাঁরা স্বাভাবিক স্নিগ্ধ জীবন যাপনই করতে পারতেন না। কী অবিশ্বাস্য দৈনন্দিন সেল্‌ফ-থেরাপি, চর্চিত ঔদাসীন্য এজন্য প্রয়োজন, ভাবলে ফ্রয়েডের বইয়ের পুস্তানি খুলে যাবে।

আমি মেয়ে দেখি অবশ্য ওই যে বললাম, ভদ্রভাবে। কাছাকাছি দাঁড়ালে নিতান্ত লক্ষ্মণ-টাইপ, গোড়ালি ও স্নিকার ব্যতীত আনকিছু প্রেক্ষণে কুলোয় না। যখন দাঁড়াই লেডিজ সিটের চেয়ে অনেকটা দূরে, সুবিধে। অভিমানী প্রেমিকের মতো মেয়েটিকে (বা মেয়ে দু'টিকে, বা তিন) বারেক দেখি,

www.BanglaBook.org

আর তক্ষুনি চোখ নামিয়ে মনে মনে মুখস্থ করে নিতে চেষ্টা বাগাই। ঠিকঠাক মুখস্থ হচ্ছে না দেখলে, রিভাইজ। মেয়েটি অতদূর থেকে বিশেষ টের পায় না। তবে মেমোরি মন্দ নয়, বেশিবার ঘাড় ওপর-নীচ করতে হয় না। তাছাড়া স্পন্ডিলোসিস আছে। আর নারীটি যদি ঘুমিয়ে থাকেন, চোখ বুজে ক্লান্তিতে এলিয়ে দেন মাথা, মিটে গেল। কোনও কোনও মেয়ে এটাকে সেল্‌ফ-ডিফেন্স হিসেবেও ব্যবহার করে। যে, মর শালারা, এই আমি ঘুমিয়ে পড়ছি, তর্কের খাতিরে ধরে নিলাম তোদের বাপ-মা তোদের ভদ্রতা শিখিয়েছে, নামার সময় কিছু না-জেনে ভাবব যাত্রাপথটুকু আমি অপমানরহিত কাটিয়েছি। আর আছে উঠেই একটা বই খুলে পড়তে বসে যাওয়া, কিংবা টানা নতমুখে মোবাইলে এসএমএস নিরীক্ষণ। উটপাখি সিনড্রোম, সবকটাই। আমি দেখছি না কে কীভাবে দেখছে, ফলে দেখুকগে। ব্যবস্থা ভালই। এতে আমাদের ছেলেদেরও অপরাধবোধে একটা অফ-হোয়াইট ঘোমটা পরানো থাকে। আর একটা তোফা বৈজ্ঞানিক সুবিধে শুধু মেট্রোয় ঘটমান : মেয়েদের মুখ তাদের অচেতনেই উল্টোদিকের জানলা বা দরজার কাচে দুদ্দাড় প্রতিফলিত। এবার, দর্পণ-ক্রোনদিকে হাঁ করে গিললে মেয়েটির পক্ষে বোঝা ভারি শক্ত। এতে বোধহয় দোষও কম, আফটার অল রানি পদ্মিনীর স্বয়ং সোয়ামি তো এভাবে আলাউদ্দিন খিলজি-

www.BanglaBook.org

কে নিজবউ দেখিয়েওছিলেন। অবশ্য আমার এ আয়না-ট্রিক মেয়েরা ধরে ফ্যালেনি তা নয়। প্রথমটা অবাক হয়, তারপর কেউ কেউ হেসে ফ্যালে। সে যাত্রা আমাকে মন দিয়ে এলআইসি-র বিজ্ঞাপন পড়তে হয়। ইনসিওরেন্স করা তো নির্ঘাত দরকার। মেয়েদেরও, মানতেই হবে, দশ-বারোটা অ্যান্টেনা মডেলের সঙ্গেই ফ্রি, পুরুষদের ওপর দিয়ে নিমেষ-নেত্রপাতে একটিবার লেসার-স্ক্যান চালিয়ে নিলেই ওরা নিখুঁত বুঝতে পারে, এর ভদ্রতা কতখানি, মুরোদই বা কিতনা। আমার সত্তা মেয়েরা পড়ে ফ্যালে ক'সেকেন্ডে। 'মেডিকেল ঝোল', তারা মনে মনে বলে। বা হয়তো, 'পরিশীলিত'। যার যেমন বাংলা।

আরও আছে। যদ্দিন একলা-ফোকলা, সমস্ত মেয়ের কারুকাজে নাগাড়-বুরুশ চালিয়ে মনে হয়, এর চেয়ে আমোদ কিছুতে নেই। এমনকী জেদ চেপে যায়, কেউ যেন বাদ না পড়ে। আজ দৃষ্টি-পরিধিতে দুশো সাঁইত্রিশটি মেয়ে পড়লে, সবকটিকে কোলে-কাঁখে চেপে ধামসে বাড়ি যাব, একটিকে ছাড়া নেই। এই বাসে আমি থাকাকালীন যত নারী উঠবে-নামবে, প্রতিটিকে, ইচ অ্যান্ড এভ্রি, বুঝে-মেপে চোখভোগ করে নিয়েছি, নেব, এ আমার অঙ্গীকারের দৃঢ়তা হয়ে সেঁটে বসে। তারপর যখন কালক্রমে একজন বান্ধবী হয়, বা প্রেমিকা, বা প্রিয় কলিগ, মোদ্দা কথা এমন কেউ যাকে আমি

www.BanglaBook.org

সহ-মানুষের মর্যাদা দিই, শুধু মাংসময়ী হিসেবে দেখি না, তার সঙ্গে বাসট্রামে অভিযানের সময় বোঝা যায় পুংজাত কী জিনিস! ওঠার সঙ্গে সঙ্গে কোত্থেকে সিগন্যাল বুঝে পিঁ-পিঁ বেজে ওঠে সমস্ত নেত্রমিটার, গ্রিড ফেলে ওজন শুরু হয়। গল্প করতে করতে যাচ্ছি, কিন্তু স্পষ্ট কচকচ বেঁধে উদগ্র আমিষ-দৃষ্টির বারোয়ারি কার্তুজ, প্রায় মেয়েটির মতোই অনুভব করা যায় তুলি বুলিয়ে কীভাবে উল্‌ল্‌স চেটে নিচ্ছে, চেখে দেখছে, তারিয়ে তারিয়ে গাবলাচ্ছে জাতিধর্মবয়সস্টেটাস নির্বিশেষে সমুদয় পেশিমান। তখন নিয়ম : লেডিজ সিটের সামনে ঝুঁকে, তাকে আড়াল করে দাঁড়ানো। আর, সবচেয়ে নির্লজ্জদের চোখে চোখে স্ট্রেট তাকিয়ে তাকাতাকি খেলে চোখ নামাতে বাধ্য করা। কিন্তু আসল : ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে ব্লক করে দাও। বসার জায়গা পেলেও বোসো না। যতটা পারো ঘিরে রাখো। তারপর যখন মনে পড়বে, কত মেয়েকে তুমিও অঘোরে চরম অস্বস্তিতে পিছলে আমোদ চুষেছ বিড়বিড়িয়েছ 'পুরো মা-খ্-খো-ন', নিজেকে লাথি মারো। তাতে অবশ্য বিরাট কিছু হবে না। পরদিন যখন কেষ্টপুর থেকে বেগুনি টি-শার্ট ভরন্ত মেয়েটি উঠবে, অব্যর্থ 'গুলি মারো' চিল্লিয়ে তোমার নীতিবোধকে গাঁট্টা কষিয়ে ফের জেগে উঠবে জিভ, খারাপ লিভারের ছোপধরা জিভ, এবং পৃথিবী তার আপন মুচকি নিয়মে, অল্প

www.BanglaBook.org

হেলে ঘুরবে। অবশ্য না, সবসময় নয়। সরি, সবসময় নয়। আমার বান্ধবী হওয়ার পর, তার অপমান বোঝার পর, মেট্রোর ভিড়ের গাদে লেডিজ সিটের সামনে তাকে কী করা হয়েছে সে কিছুতেই বলতে না-চাওয়ার পর, তার কষ্টের ছিপ্‌টি খাওয়া পশুথাবার ছোপ পড়ে যাওয়া মুখটা দেখার পর, আমি এমনও করেছি, মাইরি বলছি, একটা লোক কসাইয়ের মতো মেয়ে হামলাচ্ছে বুঝে, আমি সেধে গিয়ে সেই অচেনা মেয়েটার সামনে দাঁড়িয়ে উদ্যমী খাঁড়াকে আড়াল করে দিয়েছি। ব্লক করে দিয়েছি, দ্রাবিড়ের মতো। লোকটা যত ছোঁকছোঁক করে, আমিও সেই অনুযায়ী ঘুরে যাই। মেয়েটি নেমে যাওয়ার সময় চোখ দিয়ে এমন ধন্যবাদ বলে গেছে, এখনও মশারি-স্ক্রিনে অ্যাকশন-রিপ্লে পাই। এত মিষ্টি, একটা প্রেমের সিনেমাও শুরু হতে পারত। স্টারিং সুপ্রিয়ো পাঠক।

না, গল্প বলার দরকার নেই। লেডিজ সিটের একদম কোণাটায় মেয়েটি বসে থাকে আর এমনি সিটের একদম কোণাটায় ছেলেটি বসে থাকে আর সেটা একটা আলাদা দ্বীপ 'যুগল কর্নার' হয়ে যায় আর ছেলেটি নেমে যাওয়ার পরেও মেয়েটি অনেকক্ষণ ফিকফিক করে আনমনে হাসতে থাকে আর তাই দেখে অনেক বুক পোড়া রুটির মতো ভাজাভাজা হয়, সে গল্পও নয়। প্রায় আধঘণ্টা ধরে প্রবল ভিড়ঠাসা বাসে এক লোফার লেডিজ সিটের সামনে দাঁড়ানো মেয়েকে

www.BanglaBook.org

পাগলের মতো উত্ত্যক্ত করার পর নানা অছিলায় হুমড়ি খেয়ে কনুই বাড়িয়ে বারবার তার বুক ছোঁওয়ার পর মেয়েটি আর না-পেরে ঘুরে দাঁড়িয়ে একটি বুক তুলে ধরে 'সেই তো ছোটবেলায় মা-র দুধ খেয়েছিলেন, তারপর থেকে বহুদ্দিন অভ্যেস নেই। দেব?' বলে গলার শির ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠল, সে গল্পও নয়। রোজ লেডিজ সিটে একই জায়গায় বসতে বসতে মুখুজ্জেবাড়ির মেয়ের হাত কন্ডাক্টরের হাতে প্রত্যেক দিন ঠেকে গেল আর তারপর দুটো হাতই ক'সেকেন্ড বেশি করে সময় নিল আর তারপর বাড়িতে সাংঘাতিক অশান্তি ও ইলোপ আর মুখুজ্জে-উকিল মারা যাওয়ার পরও মেয়েকে ঢুকতে না দেওয়া কিন্তু এখন নাতনি বাংলা ব্যান্ড খোলার চেষ্টা করছে বলে দিদিমা তার থুতনি নেড়ে দেন, সে গল্পও নয়। বিরাট পরিবার হইহই করে বাসে উঠল সমস্ত পুরুষ নিজ মেয়েদের সারে সারে লেডিজ সিটে স্থাপন করে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা সিড়িঙ্গে দেহাতি মানুষকে 'এই যাও, হটো, অন্য জায়গায় দাঁড়াও! মধুর গন্ধ পেলে আর তর সয় না, না?' বলে হাঁকিয়ে দিল আর সে লোকটা মিনমিন করে যত বলতে চাইল সে তো আগে থেকেই এখানে খাড়া ছিল, ততবার তাকে জুৎসই গলাবাজি ও চার অক্ষরে দমিয়ে মরদগিরি ফলাল, সে গল্পও নয়। আর সেই দক্ষিণ ভারতীয় সিনেমার গল্পটা তো নয়ই, যেখানে একটি ছেলে রোজ

www.BanglaBook.org

বাসস্টপে ছুটে ছুটে যায় মেয়েটিকে দেখবে বলে, দুপুরবেলায় বাসে যে কলেজফেরতা মেয়েটি বসে থাকে লেডিজ সিটের নির্দিষ্ট কোণে, মেয়েটিও তাকে দ্যাখে জানলা দিয়ে সবদিন, তারপর এক আশ্চর্য কমলা রোদ্দুরে মেয়েটি সলজ্জ নেমে পড়ে সেই স্টপে, আর তারা দু'জন বেড়াতে যায়, হাঁটে সমুদ্রসৈকতে, আর ঠিক তার পরের দিন থেকে বাস আসে ছেলেটিও চাতকের মতো দাঁড়ায় কিন্তু লেডিজ সিট চলে যায় অন্য মেয়েদের কোলে নিয়ে কিছুতেই সেই মেয়ে আর আসে না আর আসে না কখনও কক্ষনও তারপর একদিন ছেলেটির দাদা পাশের গ্রাম থেকে বিয়ে করে আনে যাকে, সে সেই মেয়ে। না, এসব গল্প বলার দিন আজ নয়, বরং যখন কন্ডাক্টর আটানা বেশি নিচ্ছে বলে ওই মধ্যবয়স্কা কাঁইকাঁই করে উঠলেন আর বাসসুদ্ধ লোক কানে হাতচাপা দিয়ে বলে উঠল উফ্‌ফ্‌ফ, আবার!—হ্যাঁ, সেই সুতো ধরে যাওয়া যাক সাম্প্রদায়িকতায়।

বড়লোকরা গরিবদের যত ঘেন্না করে, যৌবন বার্ধক্যকে যত অবজ্ঞা করে, হাতপাওলারা প্রতিবন্ধীদের দিকে যত অস্বস্তিমাখা করুণা নিয়ে তাকায়, সব মেলালেও সেই কদর্য সাম্প্রদায়িকতার ধারেকাছে পৌঁছনো যায় না, মহিলাদের প্রতি পুরুষদের সত্তায় যা বর্ম-ইস্পাতের মতো চকচক করছে। মেয়েদের আমরা ভাবি : হয় দেবী, নয় পাপোশ। দুয়ের মধ্যে

www.BanglaBook.org

পেন্ডুলামের মতো ঘোরো, ঠিক হ্যায়। কিন্তু আমার সহিত সমান-সমান চিহ্নটা কোত্থেকে টাঙানো হচ্ছে বাবা? ভগবান করে পাঠাল তুলতুলে কাঁদুনে, আজ তুই মালকোঁচা লড়িয়ে হনুমান হবি! বাসের রড ধরে ঝুলে আমার সঙ্গে কাজে যাবি, আমার সঙ্গে বেগুন-পটল-ইলিশপেটি হদ্দ-দর করবি, আমার বস হয়ে টেবিলে ফাইল ছিটকে দিয়ে যাবি, আমার চেয়ে সরেস মোবাইল কানে গেঁথে বলবি মিটিং দশ মিনিট পরে শুরু করতে, দুর্বল হয়ে, নলনলে হয়ে, ফুলের ঘায়ে মুচ্ছো যাওয়া পাবলিক হয়ে, এদিক নরম ওদিক নরম ফুলিয়ে, আমার সঙ্গে সম-পাঙ্গা নিতে নিতে চরাচর-চাক্কায় কাঁধ বাগিয়ে হেঁইয়ো দিবি—এ কোথাকার আহ্লাদ? তাহলে বস ঘামে ঘাম বডিতে বডি চিপকে দাঁড়াও, ধক দেখি! হ্যাঁ, আমি হাত মারব, টিপে দেব, মুচড়ে নেব, ঠেলব, মুলব, দেখব, শুঁকব, ঝুঁকব, থুকব, তা সেসব আন্দাজ ছেনে বেরোওনি কেন? শুধু সেক্স নয়, উঁহু, সেক্স নয়, তীব্র দ্বেষ আছে এর মূলে, কশকশে গায়ের ঝাল, একটা চোখা, খোঁচওঠা, তেতো খার। আমাদের মোনোপলিতে খামোকা এরা এসে দখল কায়েম করছে। কিস্যু পারে না, যুগে যুগে পারেনি, হাজার শতাব্দীতে পারবে না, চিরন্তন ডিসকোয়ালি—অথচ বেমক্কা সমান হওয়ার, চাঁদ পেড়ে নেওয়ার আদেখলাপনা, গাঁট-তক্কাতক্কি; আর আমাদের, যাদের সত্যিকারের কাজ করতে হয়, আসলি

www.BanglaBook.org

জরুরি ঝক্কিগুলো পোয়াতে হয়, তাদের অনর্থক ভোগান্তি। জম্পেশ কুমিরডাঙায় হঠাৎ চারটে দুধভাত ঢুকে পড়ল। রিফিউজি শালা। বেশ ছিলাম আলগোছে ও যথাযথ, কোত্থেকে এসে, আমাদের নকশা-করা রেলিংগুলোয় ছেঁড়া ত্যানা টাঙিয়ে দিল। আম্মো নাগরিক। সম-যাত্রী। ওরে, আমরা হলাম সেই পুঙ্গব, যারা চেম্বারের বাইরে মেয়েছেলের নাম দেখলে 'অঃ, লেডি ডাক্তার!' বলে বাড়ি ফিরে আসি। আমরা হলাম সেই মদ্দা, যারা সম্পূর্ণ ফাঁকা থাকলেও লেডিজ সিটে বসি না, দাঁড়িয়ে যাই, কোমর টাটিয়ে শেষ হয়ে গেলেও, না, পর-স্টপে লেডিজ উঠবে সেই ভয়ে নয়, ওই সিটে বসলে আমাদের কলার নিচু হয়ে যাবে বলে, আমাদের জাত-অহং ডুবকি খাবে বলে। তাই যখন মহিলা-সেকশনে শুরু হয় 'চেপে বসুন', 'আর কত চেপে বসব, বাসের গায়ে গত্ত করে ঢুকে যাব!' খ্যানখ্যানে কোঁদল, কন্ডাক্টরের সঙ্গে 'যাওয়ার সময় চার টাকা দিলাম, আসার সময় সাড়ে চার চাইছেন কোন মুখে' ক্যাঁকক্যাঁক কাজিয়া, 'ভদ্রভাবে দাঁড়ান', 'তাই না কি? কীভাবে দাঁড়াতে-বসতে আর শুতে হয় আপনার কাছে শিখব?' আঁউআঁউ বচসা, আমাদের উল্লাস-পিণ্ড ডবল-ডিগবাজি মারে। অ্যাই তো, অ্যা-ই তো, হবেই তো, ঝামেলা লাগবেই তো, এরা তো নিড়বিড়ে আর ঝগড়ুটে, এরা তো বসে পাশে ভ্যানিটি ব্যাগ রেখে, চেপে

www.BanglaBook.org

বসতে বললে পাছাটা অল্প দুলকি নাড়ায়, ভাড়া জানে না, ধরাকে সরা জ্ঞান করে, কন্ডাক্টর পিঠে হাত দিয়ে উঠতে হেল্প করলে ফোঁস করে ওঠে, মুখে লব্‌জ লেগে আছে শুধু 'ভদ্রভাবে দাঁড়ান' আর 'বাড়িতে মা-বোন নেই?', বুক আছে বলে মাথা কিনে নিয়েছে, শালার কূটকচালে জাত, পারে শুধু অবান্তর খ্যাচখ্যাচ আঁইমাঁই করে লাইফ হেল করে দিতে। বাসের ওদিকটায় যখন কাঁসার বাসন ঝনঝনানি চলছে, 'ওফ', 'অসহ্য', 'এবার ক্ষ্যামা দিন' পেরিয়ে মোক্ষম মোমেন্টে আমরা ঝুঁকে বলি, 'এসব মেয়েছেলে যার সংসার করে, তার অবস্থাটা ভাবুন তো একবার!' চকিতে পুরুষ-কামারাদারি চাকুর মতো ঝলসে ওঠে। ভুকভুক করে হাত-তোলা সমর্থন বুগিয়ে ওঠে, ফেনিয়ে, উথলে, ছড়িয়ে যায়। সে হাসিতে থাকে একটা কোঁত-গিলে চেপে-রাখা দম হু-হু ছেড়ে ফেলার আরাম, সত্যিকারের উচিত-কথা বাতাসে ফানুসের মতো ভাসমান দেখতে পাওয়ার কৃতজ্ঞতা। হিন্দুদের বৈঠকখানায় মুসলমানদের নিন্দে করে যে আরাম-আড়মোড়া, আর মুসলমানদের বৈঠকখানায় হিন্দুদের, এ হল সেই আয়েস, সেই সোয়াস্তি। মেট্রোয় আলাদা লেডিজ কামরা হলে এই জন্যই এত ক্ষোভ এত বিলাপ এত চুটকি পুরুষ-কণ্ঠে গাঁকগাঁক গুঁতিয়ে ওঠে, তা দিনসাতেকে উঠে গেলে এই জন্যই পুংদাঁতে থুতুর মতো ফুর্তি ফুকরে ওঠে। 'শুধু সুবিধে

www.BanglaBook.org

পাবে ওরা, না, শুধু সুবিধে, শুধুই, বারবারই, ক্রমাগতই, অনবরতই সুবিধে, অ্যাঁ?' এই আক্রোশ চেপেচুপে এই ট্যাঁটা ভোঁতা রাগ পোষেপুষে এই এলেবেলেদের সঙ্গে মানিয়েগুছিয়ে এদের অযোগ্য বেয়াদপি সহ্য করেই চলতে হবে মেনেমুনে---

আসুন তবে খোকাবাবুগণ, আমরা ভুঁড়ির ওপর বেল্ট টাইট করে রানিং-এ উঠে পড়ি, তারপর গাঁতিয়েঠুসে দাঁড়িয়ে যাই লেডিজ সিটের সামনে, ফট করে একবার হাত দিয়ে দেখে নিই জিপার ঠিক আছে কি না, 'মহিলা'-র 'ম' খুচরো পয়সা দিয়ে ঘষে ঘষে তুলে 'হিলা' হয়ে রয়েছে দেখে ফ্যাক করে হেসে ফেলি, সটাসট বুলিয়ে নিই হাতের উল্টোপিঠ কাছ-নাগালের কোমলে কড়িতে, তারপর দ্রুত নিপাট ছকে নিই কার বুক ডবকা ও উল্টোঘটি-টাইপ, আর ঝুঁকে পড়ে ট্রাফিক পুলিশের টুপি গোনার ছলে তাক মারতে থাকি, হয় কালীঘাট নয় হাজরায়, হয় যশোর রোড নয় লেকটাউনে, হয় সাইবেরিয়া নয় কামচাটকায়, ক্লিভেজ থেকে আঁচল তো সরবেই!

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গোলাপি যে নামে ডাকো

ওই যে কুকুরটা শুয়ে আছে দুই থাবার মধ্যে মুখ রেখে, ওকে দেখি? ওর সুন্দর পাটকিলে ঝরঝরে গায়ের নীচবাঁয়ে, দেখুন, একটা ঘা। ব্রাইট গোলাপি। এই দুপুরবেলায় রোদ পড়ে আরও ঝকঝক করে উঠছে। যেন প্রকৃতির একটা গর্বের আধুলি। এই ঘা ছড়িয়ে যাবে পরে, সারা শরীর ভরে দেবে, তখন ঘিনঘিনে হয়ে উঠবে ও, এই অপূর্ব উজ্জ্বল গোলাপি তখন আনতাবড়ি ক্রিসক্রস খাবে খয়েরি, লাল, ভেগনো-বেগুনি, আরও বহু ইতর রঙের কাছ থেকে, খুব সম্ভব দগদগে ক্ষতের চিড়বিড় যন্ত্রণা ও জ্বলুনির চোটে মরেও যাবে কুকুর। কিন্তু এখন ঘা সবে শুরু হচ্ছে, টাটকা আছে, তাজা, তকতকে। লাবণ্যময়। কুকুর তার পরিণাম কিছুই জানে না, মাঝে মাঝে আড়ে চেয়ে দেখছে নিজগায়ে এই নতুন গয়নার দিকে,

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

সস্নেহে চেটেও দিচ্ছে। অল্প বেদনা যেমন আরামের, যে আমোদ পেতে লোকে প্রায়-সেরে-আসা ফোঁড়া অনেকক্ষণ ধরে ঠোঁট মচকে টিপেটুপে দেয় কিংবা দাদ পোষে কোমরের কষিতে, প্রায় সেই আহ্লাদে ডগমগ জানোয়ার চুপটি করে ভাবছে, কী সুন্দর গোলাপি বন্ধু এসেছে আমার কাছে, দেখেছ?

আমারও গোলাপি ঘা হয়েছে অনেকবার, বিশেষ করে ছোটবেলায়। খেলতে গিয়ে কেটে যেত, ছেঁচে যেত। সস্তা ফুটফুটে পুঁতির মতো পুটুস পুটুস খোস হলে যেমন তাদের ভালবাসতাম, তেমনি ভালবাসতাম পড়ে গিয়ে ছড়ে যাওয়ার পর, ছাল উঠে যখন বেরিয়ে পড়ত গোলাপি। আমি তার পাশে নীল ডটপেন দিয়ে বহুক্ষণ ধরে বর্ডার দিতাম। একদম ধার ঘেঁষে ঘেঁষে, যেন একটা আঁকাবাঁকা নদীর পাশে পাশে গাছ পুঁততে পুঁততে চলেছি। একটু চুলকোনোও হত, পড়ায় ফাঁকি দিয়ে একটা কাজ করাও হত, এখন ভাবলে মনে হয় একরকমের আভাঁ-গার্দ শিল্পও শুরু করেছিলাম। এবড়োখেবড়ো বর্ডার শেষ হলে, ডার্ক নীলের মধ্যে গাঢ় গোলাপি ঘা-কে দিব্যি দেখাত। যেন আলপনার মধ্যিখানে অধিষ্ঠিত ব্যথা। (প্রায় রবীন্দ্রনাথের মতো বললুম, না?)। লাগে বলে ওখানটায় সাবানও মাখতাম না। কিছুদিন পর তবু নীল মিলিয়ে এলে, আবার রং দিতাম। ক্লাসের ফাঁকে ফাঁকে,

www.BanglaBook.org

একলা ঘরে, ঘুমোনোর আগে, মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতাম। একটি প্রাকৃতিক রং আর একটি কৃত্রিম রঙের যুগলবন্দি ঝলকাচ্ছে আমারই সবচেয়ে আপন এলাকায়, তাকে আমি বয়ে নিয়ে যাচ্ছি, লুকিয়ে রাখছি, একমেটে দোমেটে করছি, চিপকে ধরছি, আর আনন্দঘাতী বড়রা অবধি নাক গলাতে পারছে না, এ তৃপ্তি আমায় ভরিয়ে রাখত। তারপর সুস্থতা জেঁকে বসলে, খয়েরি ডট ডট এসে নতুন চামড়া গজাবার প্রক্রিয়া শুরু করে দিলে আলাদা কথা। আরোগ্যের আনন্দ হত, জায়গাটা দেখতে বীভৎস লাগত। কিন্তু আমারই মাংস কিছুদিন আমার কাছে বেড়াতে এসে ফের আড়ালে চলে গেল, এ-কথা মনেও থাকত বেশ।

অপূর্ব ও ছড়ানো গোলাপি দেখতে এখনও অটো থেকে ঝুঁকে পড়ি, পাঁঠার মাংসের দোকানের সামনে। সাদা আর গোলাপির কম্বিনেশনে পাঁঠাদের টানটান শরীর হুক থেকে ঝুলছে। যেন চিতা দৌড়তে গিয়ে ফ্রিজ হয়ে গিয়েছে। মসৃণ, টনকো, টগবগে। নতুন স্নান করানো হয়েছে, একেবারে ঝকঝক করছে। প্রাণের বিজ্ঞাপন। দেখামাত্র জিভে জল আসে, মনে প্রসন্নতা তুরতুর করে। ভাবলে এমনিতেই বোঝা যাবে, পৃথিবীর সর্বাধিক আনন্দবস্তু ঈশ্বর নন, মাংস। বিশ্বে অন্য যে কোনও কিছুর ক্ষেত্রেই আনন্দের ফুরন-তারিখ আছে। একটি মনের সঙ্গে বাঁধা পড়ে যাওয়া, বা একটি

www.BanglaBook.org

সমর্পিত শরীর আস্বাদ করা, এই অলীক কাণ্ডেও গোড়ায় গোড়ায় আমরা যে আনন্দ পাই, ধীরে, অভ্যেস হয়ে গেলে, তা নিশ্চিত ক্ষয়ে আসে। একে বলে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগিতা। অর্থনীতির পরীক্ষায় যোলো নম্বরের উত্তর লিখতে হয়। কিন্তু সেই ছোটবেলা থেকে 'আজ মাংস' শব্দগুচ্ছ শোনামাত্র মন তুরীয় পুলকে নেচে ওঠে, সিনিক-অব্দেও তার তীব্রতা অ্যাত্তটুকু কমে না। পেছনপাকা বিয়েবাড়ি গিয়ে যদি শুনি 'একটু অন্যরকম মেনু করলাম, মাংস রাখিনি', তক্ষুনি সে নেমন্তন্নের তাবৎ টুনি চোখের সামনে নিভে আসে। সেই অবিনশ্বর ও চিরফুর্তিপ্রদায়ী মাংসের প্রতীক ওই সারে সারে ঝুলন্ত গোলাপি। ওই রঙে ধরা আছে পুষ্টি, তুষ্টি, অনাবিল আহ্লাদের গুষ্টি ও সপ্তাহান্তে মিষ্টির মিষ্টি রবিবারের গোটা আনন্দ-প্যাকেজ। এমনকী যে কুষ্মাণ্ডরা পাঁঠা খেতে পায় না, চিকেন চুষে জীবন বিতায়, তারাও গোলাপি চিঠিই পায়। গোড়ায় মুরগি কিনতে গিয়ে আমি তাকাতাম না, অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে রাখতাম। তারপর সে ভণ্ডামি একদিন জোরসে দূরে সরিয়ে দেখি, মুরগির মাথা কাটার পর ডানা কাটার পর সমস্ত পালকগুলো টান মেরে ছিঁড়ে ফেলে যেই জলে বারকয়েক চোবায়, আর দু'মুহূর্ত যেন সত্যের প্রদর্শনী হিসেবেই তুলে ধরে থাকে, মনে হয় ধরণী পরে এল এক অপূর্ব নলেন গোলাপি ছটফটে শিশু, কবন্ধ বটে, কিন্তু

www.BanglaBook.org

খুশমেজাজ-সরবরাহকারী। মাথা নেই, হাত-পাগুলো এইটুকু ছোট ছোট, শেষ হয়নি এখনও, কিন্তু ভগবান তাকে একটু তাড়ার মাথায় ছোট্ট চাঁটি মেরে পাঠিয়ে দিয়েছেন 'যা' বলে। গোলাপি সেই ফুরফুরে বাচ্চার কাঁপা কাঁপা ধড়ফড়ে নাচ শেষ হয়ে গেলে, পিস পিস হয়ে সে ঢুকে পড়ে থলেয়, আমাদের দুপুর-ভোজের উৎসুক অপেক্ষাকে ছুপিয়ে দিয়ে যায় গোলাপি রঙে।

গোলাপি যৌবনেরও রং। মানে, যৌবনোদ্ধত শরীরের কথা বলছি। আমরা তো ফর্সাকেই ফ্যান্টাসির বাহন ধরেছি। কোন পর্নো-উপন্যাসেও পড়েছিলাম, চাকর বলছে, ওই বাড়িতে কাজ করে হেভি আরাম, বউদি এমন করে বসে, শাড়ির ফাঁক দিয়ে অনেকটা গোলাপি দেখে নেওয়া যায়। আমাদের শিখতিপড়তির বয়সে ইন্টারনেট আসেনি, দিশি কালোকুলো অলজ্জতা সুলভ ছিল না, ব্লু-ফিল্ম শুধু মেমসাহেবদেরই যোজন যোজন গোলাপি আমাদের চড়কগাছ-সত্তায় ছুড়ে মেরেছিল। উরেব্বাস, সে কী গোলাপি রে! সেই অপূর্ব বেহায়াপনা, সেই গোরা স্বাস্থ্যের তড়পানি, সেই ঘুঁষির মতো সপাট উন্মোচন আমাদের ঝুঁটি পাকড়ে টুঁটি অবধি ডুবিয়ে রেখেছিল যখন, চৌপহর চৌদিকে শুধু গোলাপি দেখেছি। বাস্তবে চেয়েছি কাজলকালো মেয়েদের, শ্যামলা কিশোরীর পানে ছুড়েছি চিরকুট, কিন্তু লাগাম খুলে

www.BanglaBook.org

ইচ্ছেকে যখন ছুট-হুকুম দিয়েছি, কোনও কথা নেই, সে চোঁ-চাঁ গোলাপি প্রান্তরে। যে কোনও এশীয় পুরুষের জীবনেই একটি নখ অবধি শিউরে-ওঠা ঘটে, যখন সে (সাধারণত ফিল্মেই) প্রথম আবিষ্কার করে, বিশ্বের অন্য গোলার্ধের রমণী-চিহ্নেরা গোলাপি। অ্যাঁ, সে ভাবে, অ্যাদ্দুর! খয়েরি নয়, বাদামি নয়, গোলাপি! গোলাপি বৃন্ত, গোলাপি মধ্যাঙ্গের বিস্ময়-উত্তেজ তাকে নাহক পঁয়ত্রিশটি বিস্ফোরণ দেয়। যৌনতার আত্মার রং নিশ্চিতভাবেই লাল, কিন্তু যৌনতার বাহারি ওড়নাটি গোলাপি। ভিতু কুঁজোটে বাঙালি তাই লাস্ট বেঞ্চে বসে অফিসের বারান্দা দিয়ে ঝুঁকে নিঝ্ঝুম পার্কে জাবর কাটতে কাটতে গোলাপি বউদি গোলাপি প্রতিবেশী-মেয়ে গোলাপি রিবন-বদ্ধ বেণী দ্যাখে, দেখতে পায় গোলাপি ধকধকে নরম দেওয়ালওলা বাড়ি, গোলাপি কোমল মাটিওলা দ্বীপ, গোলাপি আবিরে ধড়াসধড়াস চিলেকোঠা। সন্ধের গোলাপি মেঘে সে সহসা দেখতে পায় তোশকের তলায় লুকনো পত্রিকার প্রচ্ছদ। আর তার হঠাৎ মনে হয়, আরে! সাদা বা কালো, বর্ণনির্বিশেষে উপরের আচ্ছাদনটি সরালে, গোলাপি তো শিশ্নমুণ্ডেরও রং। বিশ্বের সব পুরুষ তো এই যৌন-পতাকার একই রঙের তলায় সমবেত! 'উতল হাওয়া'-য় তসলিমা অবিশ্বাস্য লিখেছিলেন, 'পুরুষাঙ্গের গোড়ায় একটি লাল ফুল। এই বাসরশয্যায় আমার প্রথম

www.BanglaBook.org

রাত্রিযাপনে কেউ কোনও ফুল বিছিয়ে দেয়নি। না গোলাপ, না গাঁদা, না জবা, না জুঁই। রুদ্রর পুরুষাঙ্গের ফুলটিই আমাকে ফুলশয্যা দেয়।' যৌন ঘনিষ্ঠতা নিয়ে লেখা মিষ্টিতম, অতুলনীয়তম পঙ্‌ক্তিনিচয়। হ্যাঁ, লাল লিখেছেন উনি, ঠিকই, কিন্তু, গোলাপিও তো। লাল থেকে তার তুঙ্গ-তীব্রতা সামান্য হরণ করলে আর স্বভাব-স্নিগ্ধতা সামান্য যোগ করলে যা হয়, তা তো গোলাপিই। ওই ফুল গোলাপি থাকে, আবার লাল হয়, ফের গোলাপিতে ফেরে, তার ভেতরটায় ধকধক করে লালের চেতনা। এই যাতায়াত, এই মধুযাতায়াত, এই চোয়ালে চোয়াল চাপা, খর, খোয়াওঠা যাতায়াত তাকে চিড়িক-চিড়িক স্ফুলিঙ্গময় রাখে, বিদ্যুতের নীল, আগুনের লেলিহান হলুদ, লোভের একবগ্গা ইস্পাতরং লম্বা লম্বা আঙুলে আঁচড় মেরে গরগরে লালের দরজা খুলে দেয়, কিন্তু এই সমুদয় আখ্যান যখের ধন আঁশদুপুরের রোদ খিদেরাত্রির মেঘ পোয়ায় বসে বসে যে, তালুতে মেলোঁফে আর গড়ায় সমুদ্রের ঘূর্ণিগর্ভ ঝিনুক, নিজেকে কোলে নেয় বা দূরে ফ্যালে বিপুল সিংদরজার পেতল-নকশা খুঁটে খেয়ে, সে গোলাপি। অভ্রান্ত গোলাপি।

আর গোলাপি কেউ রবার। যার ভালনাম ইরেজার। সে আবার যে-সে নয়, সেন্টেড। সুগন্ধী। এমন বস্তু, যে বেস্টফ্রেন্ড-ও চাইলে দেয় না। মৌরি লজেন্স দেব বললেও

www.BanglaBook.org

না। কখনও খাতা পেন্সিলের পাশে পড়ে থাকে এমনিই, একা, আদুড়, এত লোভনীয় যে মনে হয় এক কামড়ে খেয়ে নিই। কখনও সে আসে একটা কুকুরের পেটের মধ্যে, বা একটা জোকারের, বা একটা ফুটফুটে হাসিমুখ পুতুলের। ছোটবেলায় যদি কেউ হঠাৎ চেঁচিয়ে বলত 'তিন বর', নির্ঘাত নিতাম তিনটে অমন রবার। আমাদের ক্লাসে প্রায় সবার রবারই গোলাপি, তুলতুলে নরম, অভিজাত। আমারটা খড়খড়ে, সাদা, ধ্যাপকা। মুছতে গেলে কালো কালো শুঁয়ো শুঁয়ো বেরোয় কাগজ থেকে। কী আর করি? কৃপাভিক্ষু টাইপ তাকিয়ে থাকতাম। টিফিনের ডিমফিম দিয়ে খুব ধরাধরি করলে একটা ছেলে সামান্য ধার দিত। হয়তো একটা অক্ষর মুছতে দিল। তারপর একটু শুঁকলাম। তারপর শুঁকলাম মুছে দেওয়া অক্ষরের জায়গাটা। বাড়িতে বললে সাফ জানিয়ে দিত, ও-সব হবে না। পড়াশোনা করতে ইস্কুল যাচ্ছ, বাবুয়ানি করতে নয়। খুব যে রাগ হত, বা অভিমান বললে মিথ্যে হবে। কেমন যেন জানতামই, আমি বড় হ্যাভ-নটের দলে। জুলজুলিয়ে নিরামিষ উঁকি মারতাম। যে ছেলে বা মেয়ে আবদারের চোটে বাড়ির মন গলিয়ে নতুন আনত সেন্টেড রবার, কী তার সেদিন ব্যাগ খুলে পেন্সিল বক্স বের করার ঢং, কী রবারটিকে আস্তে আস্তে যবনিকা সরিয়ে স্টেজে আনা, কী তার খাতার পুবে-পশ্চিমে ভুল করার ঘটা। বিরক্ত হয়ে মুখে

www.BanglaBook.org

'প্লিচ' 'প্লিচ' করে শব্দ বাগায়, আর ঘন ঘন মোছে। বেঞ্চের ডাইনে তিনজন বাঁয়ে তিনজন সুগন্ধ আর হিংসের চোটে নাক মোচড়ায়। গোলাপি রবার তার নমনীয় শরীর নিয়ে ভুল পাটিগণিতের ওপর ইদিক-সিদিক নাচে আর বড় বড় আঁখিপল্লব পিটপিট করে।

গোলাপ কিন্তু, মানে ফুলটা, যে নামেই ডাকো, সত্যিই অসহ্য। গন্ধটা অবধি ন্যাকা লাগে। গ্রিটিংস কার্ডের দোকানে তাকভর্তি জ্যাবড়া জ্যাবড়া গোলাপ আঁকা কার্ড, প্রেম-কর্নার। হাবিজাবি ইংরিজি লেখার পাশে মুখটি গ্যাদগ্যাদে হাসিতে কুলকুচি করে পুষ্পমশাই ফুটে রয়েছে ভালবাসার অফিসিয়াল দূত হিসেবে, দেখলেই কেমন আছাড় মারতে ইচ্ছে করে। অ্যাদ্দুর ক্লিশের ঘাড়ে যে প্রেম জানাবার দায়িত্ব দেয়, তার চেয়ে নির্বোধ আর কে? বহু রঙেই ফোটে, কিন্তু ভাই, গোলাপি গোলাপ হচ্ছে ক্লাসিক। দেখলেই একটা সস্তা সেন্টের শিশি, একটা ঘুচিমুচি পাকানো ঘামসো রুমাল, একটা চপচপে তেলমাখা মাথা, একটা গামবুট বড়লোকিনীর এঁটো অন্তর্বাস, একটা ক্ষয়ে যাওয়া রিকশাওলার ঘুমন্ত কষের নাল মনে পড়ে না? গোলাপের দোষ নেই, কে বা কাহারা খারাপ কবিতা ও গবেট হৃদয়ের কেন্দ্রে তাকে পুঁতে হাওয়া হয়ে গিয়েছে, কিন্তু ছেলে পকেটমারি করলে তো প্রসবিনী মা-কে জেলে দেওয়ার নিয়ম নেই। গোলাপকেই গাল খেতে হবে।

www.BanglaBook.org

এখন অবশ্য এমন অবস্থা, একছটাক স্মার্টি লোকও ওই ফুলের ক্রোশের মধ্যে ঘেঁষে না। ক্যাবলাদের ফুল, কিচ্ছুই নতুন যারা ভেবে পায় না সেই ফুটোমগজী-দের ফুল, সাধাওন পাবলিকের প্রিয় ভ্যানতাড়া-ফুল হয়ে গোলাপ ভেড়ার পালের মাথায় নাচতে নাচতে চলেছে। এবং ছায়াদোসর হিসেবে, সেই দশা-ই পেয়ে গিয়েছে গোলাপি। সে একটা নির্বোধ শৌখিন রং, বাচ্চাদের আর সুন্দরী বোকাদের চুমুস্পৃষ্ট। মেয়ে-পুতুলের গায়ে, পাতি হানিমুনের বেডকভারে, টেডি বেয়ারের গলার ফিতেয়, উপহার জড়িয়ে দেওয়া চকমকি কাগজে, সারশূন্য পার্টির নেলপালিশে রুজে, ঝিংচ্যাক গাধার চিবিয়ে-চলা বাব্‌লগামে, সাজুগুজু যুগলের মধ্যিখানে চুপচাপ গলতে থাকা স্ট্রবেরি আইসক্রিমের শরীরে, সে পড়ে পড়ে হাঁপাচ্ছে।

কিন্তু এই যে গোলাপিকে ক্লিশে বলাটাও ক্লিশে হয়ে গিয়েছে, এর আবার ফিরতি সম্মান-সিঁড়ি আছে। সত্যি। বিশ্বের অনেকেই ক্লিশে তুলে নিয়ে তার কাদাটাদা ঝেড়ে জেদ করে এমন ডাঁটো অহংকারের সঙ্গে লকেটে ঝুলিয়ে রেখেছেন, লোকের বিস্ময় বেয়ে ক্লিশে নয়া মানে পেয়ে যায়। এবং অবশ্যই সেই ক্লিশে-ব্যবহারকে স্থাপিত করতে হয় একটা নয়া ভাবনার ভিতপাথরে। গেঞ্জি উল্টো পরার মতো, ক্লিশেটার সেলাই-টেলাই বের করে ব্যবহার করতে হয়। লুই

www.BanglaBook.org

আরাগঁ যখন নিজেকে উভকামী হিসেবে ঘোষণা করলেন, আর সমকামীদের মিছিলে যোগ দিলেন (কারণ আসলে ঘোষণাটা তো 'হ্যাঁ, আমি সমকামীও'), তিনি চড়ে গেলেন একটা কটকটে গোলাপি গাড়ি। সমকামীদের, রূপান্তরকামীদের এখন অফিসিয়াল চিহ্ন-রং হল গোলাপি। তাদের কাগজের নাম 'পিংক', তাদের টিভি-চ্যানেলের নাম 'পিংক'। গোলাপিকে মেয়েদের বোকা-বোকা রং হিসেবে দেখা হয়, তাই সুইডেন-এর র‍্যাডিকাল ফেমিনিস্ট পার্টি নিজেদের রং বেছেছে গোলাপি, মার্কিন নারী-অ্যাক্টিভিস্ট দল নিজেদের নামই রেখেছে 'কোড পিংক'। অর্থাৎ কিনা, নে শালা, গোলাপি একটা মিষ্টি মিষ্টি গাড়ল গাড়ল রং তো, সেটাই তো মেয়েদের জাতীয় রং, কারণ নারীরা হয় পিতপিতে মিঠে নির্বোধ, তবে শোন, এই রং-ই নেব আমাদের নিজস্ব করে, আর গোলাপি পোশাকেই গোলাপি লিফলেটেই গোলাপি সাজগোজেই এমন বার্তা এমন প্রতিজ্ঞা এমন ত্রিশূল ঝাপটাব পুংতন্ত্রের মুখে, নারীকে ক্লিশে-চশমায় দেখার আগে সতেরোবার কাঁচুমাচু ভাবনা, ফ্রি-কিকে দাঁড়িয়ে থাকা ডিফেন্ডারদের মতো অঙ্গ আড়াল-করা ঠাটে। দিনের পর দিন মাটিতে মিশে গিয়ে কুয়োয় গুঁজড়ে 'ধর্ষিতা' 'ধর্ষিতা' শোনার পর যখন কেউ আর না-পেরে ফিরে দাঁড়িয়ে জোরগলায় 'আমার নাম ধর্ষিতা চট্টোপাধ্যায়। আপনার?' বলে ওঠে, তার

www.BanglaBook.org

মধ্যে যে অভিমান আর লাথি ঝিকিয়ে থাকে, এ হচ্ছে গোলাপির সেই-মাফিক প্রয়োগ। মনে আছে, ক'বছর আগে মৌলবাদী ফরমান জারি হয়েছিল, বার-এ মেয়েরা যেতে পারবে না, তাদের মদ সার্ভ করা হবে না, আর ভ্যালেন্টাইন'স ডে-তে কোনও যুগলকে দেখা গেলে তক্ষুনি তাদের হিঁচড়ে মন্দিরে নিয়ে গিয়ে বিয়ে দিয়ে দেওয়া হবে? ম্যাঙ্গালোর-এর 'শ্রীরাম সেনা' নামে একটি সংগঠনের প্রধান, প্রমোদ মুতালিক, এই শয়তানিটি মগজ খুবলে বের করেছিলেন। প্রতিবাদে চোদ্দো ফেব্রুয়ারি দলে দলে মেয়েরা করলেন কী? প্রমোদবাবুকে কুরিয়ার করে শ'য়ে শ'য়ে গোলাপি প্যান্টি পাঠালেন। এর নাম হয়েছিল 'পিংক চাড্ডি ক্যাম্পেন'। মেয়েরা তো নরম, আর অবলা, তাদের প্রেম করা আর মদ খাওয়া বারণ, ভারতীয় সংস্কৃতি মানতে গেলে আর পবিত্র টসটসে থাকতে গেলে শুধু প্রমোদবাবুর আর অন্যান্য অনুরূপ শূকরের মতানুযায়ী চলতে হবে, তাই এই অবোলা কোমল রংটি ও তাদের আদত নারী-অঙ্গ ঘিরে রাখা পোশাকটি একযোগে ওঁয়ার উদ্ধত মুন্ডুতে ছুঁড়ে মারা। সেদিক থেকে গোলাপির বহুত প্রাপ্য কুর্নিশ আছে ভাই। ওই রংকে আঁকড়ে 'নেকুপুষু'-ছাপ্পাধারীর মো মোশনে বজ্রকঠিন ফিরে তাকানোর অনেকানেক সিন রচিত হচ্ছে, ললিত শাখে ফুটে উঠছে শান্তিপূর্ণ ঢিসুম।

www.BanglaBook.org

এবার তা হলে পড়ন্ত রোদে ওই যে গাড়িটা ঠেলতে ঠেলতে আসছে একজন, ওকে দেখি? ও নিয়ে আসছে বুড়ির মাথার পাকা চুল। দেখেই মনে একটা টানা ঠান্ডা মেঝে। আর ঠাকুমার বকুনি, আর আমার আর বোনের হিহিহুহু দৌড়োদৌড়ি, ফের বারান্দায় ঝোঁকা, আর আশ্চর্য ঝলমল দুপুর। ও বুড়ির মাথার পাকা চুল, বুড়িরমাথারপাকাচুল! গোলাপির গোলাপি, মিষ্টির মিষ্টি। খেলেই সারা মুখে ছোপ ছোপ, শৈশবস্মৃতির মতোই। চিটচিট করবে, মোটে ধুতে ইচ্ছে করবে না। ওই গোলাপির মধ্যে আমাদের পাকামি শিখে যাওয়ার আগের, স্মার্ট হওয়ার দায়ের গর্তে পড়ে যাওয়ার আগের সব সকাল-সন্ধে আছে, যখন রোদ্দুরের বল্লম অন ডিউটি পরপর দাঁড়িয়ে স্যালুট ঠুকত, ল্যাম্পপোস্টরা চনমনে বাল্বে সেজে উঠে বলত, 'কী রে?' আর ওই যে মেয়েটি, মানে আপনি বলবেন বয়স্কা মহিলা, কিন্তু ছি অমন বলতে নেই আর যতই চর্বি জমুক মুখটা এখনও টলটলে, এককালে ডেলি দুপুরে আমায় টুকটুকে গোলাপি জিভ বের করে ভেংচি কাটত, জানেন? কী সব পুরাণবর্ণিতা নারীর সাতশো সাতাশি রকম ব্রীড়ার কথা বলেন। ভেংচির কাছে কিছু লাগে না কি? ওই গোলাপি জিভের বাঁকা ভঙ্গি দেখার জন্য কলেজ যাইনি, ব্যাঙ্ক-এ যাইনি, দাদার বউভাতের সকালে যাইনি। এক-একবার চোখ বুজে মুখটা কুঁচকেমুচকে ঘাড় নাড়িয়ে ভ্যাংচাত,

www.BanglaBook.org

আর আমার মনে হত, কে শালা চুম্বনের কদর রটিয়েছে! হৃদয়ে সটাসট গোলাপি স্ট্রাইপ পড়ে যেত। অলৌকিক আনন্দের বুটি! এখন হাঁটছে দেখুন, সম্রাজ্ঞীরই মতন। স্টাইলও আছে, বরও বড়লোক, বনেদি ঘর। পায়ের পাতায় চোখ চলে যায়, আলতা রাঙানো। মানে, আলতা পরেছিল দিনকয়েক আগে, এখন ফেড হয়ে গিয়ে, হুঁ, অব্যর্থ, গোলাপি!

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

হা হা, হো হো, হি হি ও অন্যান্য

যেই একটা বেঁটে লোক রইরই তেড়ে এসে আরেকটা বেঁটে লোকের পেছনে ঠাস করে ডাঙশ মারল, শিউরে উঠলাম। তারপরে ডবল-চমক, যখন দেখি চারপাশের লোক হেসে কুটিয়ে ছত্রখান, পুলকে ছটফটাচ্ছে গর্মি তেলে নবীন ফোড়নের মতো। উৎসাহের চোটে ডাঙশওলা বেচারি-বেঁটেকে হাঁকুপাঁকু তাড়িয়ে বেড়ায় পুরো গোল্লাপাক জায়গাটা। যত মার, আর্তনাদ, তত হাসি, তালি, শোর। ক্রমে বেঁটে ডিগবাজি খায়, নাকখত দেয়, সকলের কম্পালসরি কিলচড় সয়, ভ্যা-ভ্যা করে পেছন তুলে রোদন মারে। আমিও খিকখিক করে উঠি। প্রথমটা ঠাহর হয়নি। তখন খুব ছোট, শীতকালের সর্দির মতো ভেতরটা মায়ায় ভড়ভড় করছে। একটা লোক অপদস্থ হচ্ছে, তাকে চ্যাংদোলা করে চোবানো

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

হচ্ছে পাঁকে, নিতম্বে সেঁটে দেওয়া হচ্ছে ধানিপটকার ল্যাজ, এর চেয়ে ফুর্তির হুল্লোড়ের ঝাঁঝর-বাদ্যির যে আর কিচ্ছুই নেই, এ বিশ্বাস মগজে সেঁধাবার আগে বারবার চোখ তুলে তাকাচ্ছে। পরে কমেডি-ছবি দেখলাম। বুঝলাম, প্রথমবারের দুর্দশা দুঃখের, দ্বিতীয়বার একই লোকের স্লিপ কাটা দেখলে বিস্ময়, আর তৃতীয়বার সেই বাছাধনই গুন্ডার ধোলাইয়ে কাছিম-চিত দেখলে হো-হো অট্ট। কারণ, প্রতিষ্ঠিত : মরতে ঠিক এর বগলেই মৌমাছি কামড়ায়। এর অপমানটা নিয়ম, ব্যতিক্রম নয়। ঝাড় খাবে, এটাই এর নিয়তি, ফলে যোগ্যতমের উদ্বর্তন ও ভিকট্রি ল্যাপের এই দিগন্তে ব্যাটা বড়জোর দুধভাত, আসতে-যেতে চাঁটা মারলে নীতির কোনও ঝামেলি নেই। বরং এর তোবড়া মাথার বেঢপ নারকোল দেখলে আঙুলের গাঁট সুড়সুড় করে। হাফপ্যান্ট পরা হাবার মতন, মার খেয়ে সে আর-না-খাওয়ার আশায় জুলজুল করে চায়, ঠোঁটের মামড়িতে জেগে থাকে অকলুষ হাসি, আসলে অনুনয়, কিছু তৃপ্তিও : আরও জোরে মারেনি, এই দাক্ষিণ্যের আরামছায়া। আমরা রিল্যাক্স করে বসি, পপকর্ন শুরু করি, মরুক শালা, ঘাসবনে প্রেম করতে গিয়ে লুকনো পায়খানা লেবড়ে যাক ওর প্যান্টালুনে, আমরা তর্জনী দেখাব, তলপেটে খিল পুষব কচি। আঙুল চুকিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ক্ষতের গর্তটা একটু বড় করে দেব, মানায় ভাল। আর কেনই বা নয়, সে

www.BanglaBook.org

তো এন্ট্রির আগেই মুখে ধরেছে রংচং। অর্থাৎ, নিজেই নিজেকে ছাপ্পা। ব্যাপার হল, কেউ যদি গাড়িতে উঠে থেকেই আওড়ায়, 'ওরে আমার বমি হবেই, আমি কিছুতেই পারব না, যা গতরক্যাবলা আমি, বমি-মাস্টার, নির্ঘাত ছড়াব আজ', সে যখন সত্যিই জানলার বাইরে মুখ বাড়িয়ে ওয়াক তোলে, চাঁদিতে কড়াৎ ঠোনা বরাদ্দ। সবাই বিরক্তিতে অন্য জানলায় তাকায়। হতভাগার মুরোদে কুলোয় না, আসা কেন? আর যে গম্ভীর এতক্ষণ কোলের ওপর হাতে হাত রেখে ঝাউবন দেখছিল, একটি কথাও বলেনি, কমলা রঙের লেবু-লজেন্স সাধিলেও জিভে ফ্যালেনি অবধি, সে যখন হোওওউ করে সহসা উপুড়, সক্কলের সে কী আকুল ধরাধরি, হাঁকডাক, মিনারেল ওয়াটার মুখে ছিটিয়ে রুমাল দিয়ে আলতো টাচ-আপ। কারণ তো সহজ, সে আগে থেকেই নিজের যন্ত্রণা লঘু করে রাখেনি। বেদনা দু'জনেরই এক, কিন্তু প্রথমজন নিজ-অস্তিত্বের জন্য পৃথিবীর কাছে আরম্ভ-বাক্য থেকেই হাতজোড়, নিজের হীনতা ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে নকশা বিছিয়ে সে গোড়া থেকেই একটা চ্যুতির লাইসেন্স আদায় করেছে বটে, বিনিময়ে বেবাক হারিয়েছে তার কষ্টের প্রাপ্য সম্মান ও দরদ। উঁহু, জোকার সে নয়, যাকে নিয়ে মজা করা হয়; জোকার সে-ই, যে সেই মজায় নিজেই লুটোপুটি খায়। নিজেই অ্যাডভান্স বলে, জানিস তো, আমি শালা মজার। ঠোঁটে এমন

www.BanglaBook.org

কটকটে লাল হাসি গালে অ্যায়সা হলদে-সবজে ইকড়িমিকড়ি মেখে তড়বড়িয়ে ঢোকে, আর পাছাটা এত ল্যাল্‌লেলিয়ে ঘোরে, যে আকাশের লাথি নিজের গায়ে টেনে আনে। আর তারপর নিজ-দুঃখ এমন ভড়ভড় উগরে চলে, নিরুপায় আমাশারোগীর পেচ্ছাপ-পায়খানার মতো এমন ডিগনিটিহীন বের করে দিতে থাকে অশ্রু, যে অচিরে তার কান্নার প্রাপ্য বাটখারাগুলি সবতোড় হাসির হ্যাহ্যা খিলখিল হোয়াহোয়া কিংবা স্মিত ঠোঁটব্যাঁকা অবজ্ঞার ক্ষার-তোড়ে গলতে গলতে কিসমিস-নুড়ি হয়ে যায়।

পরাজিতের প্রতি দরদ এমনিতে খুব চালু। মানে, শিল্পে-টিল্পে। জীবনে নয়। জীবনে আমরা সিপিএম জিতলে তার প্রতি কুর্নিশে সাষ্টাঙ্গ, তৃণমূল জিতলে তার পানে চেয়ে অভিভূত উলু-বাজ। বৈভবের, স্বীকৃতির, পেরে-যাওয়ার এসকালেটর-এ ডাঁটিয়াল পোজ দেখলেই আমাদের হাত-কচলান আপনি অন হয়ে যায়, পাঁজরার পাশ থেকে তৃতীয় হাত গজিয়ে কৃতার্থ ন্যালুটে বেজে উঠতে নিশপিশোয়। বস্তুগত সাফল্যকে, পুরস্কারকে, স্টারডমকে গাঁতিয়ে ঈর্ষা ও সম্ভ্রম করি, নামজাদা লোক বিয়ের নেমন্তন্ন খেতে এলে নিতবরকে আছাড় মেরে ছ'ক্যামেরাম্যান নড়া ধরে আনি। রাস্তায় যেতে যেতে হেরোকে আমরা হানি নধর বুড়ো আঙুল ও সাড়ম্বর ঠ্যাকার। আমরা ক্ষমা করি না

www.BanglaBook.org

নড়বড়ে গাড়িচালককে, ক্ষমা করি না মাজা আঁকড়ে ধীরে-হাঁটা বুড়োকে, টিটকিরি মারি ট্রাফিক পুলিশ সাজা পাগলকে। তার চট ছিনিয়ে আমরা লরির তলায় ফেলে দিই। যা পাগলা, বুক আগলা।

শিল্পে ব্যাপারটা একেবারে উল্টে নিয়ে আমাদের সমব্যথা ন্যাকারের মতো পাকিয়ে পাকিয়ে ওঠে। গরিবের প্রতি, ল্যাংড়ার প্রতি, ভ্যাবলাকান্তের প্রতি সমর্থন আর ভাইগিরির উপর্যুপর ঢেউয়ের চোটে লাস্ট সিন সংগ্রামবাচক ঘূর্ণিতে লাট খেতে খেতে স্টিল হয়ে যায়, লোকে আর না-পেরে উঠে দাঁড়িয়ে হাততালি দিতে থাকে। ফলে পরের রো-কেও উঠে দাঁড়াতে হয়, দেখতে পাচ্ছে না তো। এই থিম ধরেই, সিনেমায় জোকারের হেভি কদর। জোকারেরই ভাই পাগল যেমন সাহিত্যে-সংস্কৃতিতে দর্শন বিলিয়ে হদ্দ হয়ে গেল, পৃথিবীর সার বুঝে থম মেরে বসে রয়েছে তন্নিষ্ঠ ঘুঘুটি, লেঙ্গি বুঝেই প্রেমে পড়ছে, 'ও চাঁদ চোখের জলের লাগল জোয়ার' গাইছে, 'সব ঝুট হ্যায়' বলে লাঠি ঠুকঠুকাচ্ছে। জোকারের আরেক ভাই মাতাল, কখনও শেখাচ্ছে 'ভাবো ভাবো ভাবা প্র্যাকটিস করো', কখনও আফিং-ঝিম মেরে বলছে, 'গোরু কাহারও নহে, গোরু গোরুর নিজের; দুধ, যে খায় তারই।' বার্গম্যান-এর জোকার তেমনই ভারী ভারী কথার ঝুড়ি সাজিয়ে সন্ধেয় মেক-আপ রুমে একলা বিষাদগ্রস্ত নায়িকাকে

www.BanglaBook.org

বলে, দুঃখ পাওয়ার ভয়ে যদি দেওয়াল তুলে দাও নিজের চারদিকে, আনন্দ তবে কোথা দিয়ে প্রবেশ করবে? আরেক জোকার সাক্ষাৎ যিশুর পিতা, সে বিশ্বাস করে তার সন্তান সম্ভব করবে এমন ম্যাজিক, যাতে জাগলিং-এর সময় শূন্যে স্থির হয়ে যাবে একটি রঙিন বল। চ্যাপলিন-এর জোকার সঞ্জীবনী চারিয়ে আত্মহত্যার চৌকাঠ থেকে ফিরিয়ে নতুন জীবন চেনাচ্ছে রূপসী মেয়েকে, বলছে, তুমি পাথরের মতো বদ্ধ থাকবে না গোলাপের মতো নিজেকে মেলে ধরবে তা তোমারই চাল, ঈশ্বরের নয়। কপর্দকশূন্য হয়েও সে রাস্তার ধারে যে গান গায়, তা জপমন্ত্রের মতো বলে যায় ভালবাসা ভালবাসা ভালবাসা ভালবাসা। ফেলিনি-র জোকার মরে গেলে নরম মেয়ে গুঙিয়ে গুঙিয়ে কাঁদে। বাস্তবে অবশ্য মঙ্গলবারেও ঠোঁটটোট চুষে যে ছেলেকে চুমু খেয়েছে নারী, বুধবারে তার এমবিএ ফেলের রেজাল্ট বেরনে সিলেশন কেটে দেয়। প্রকৃতিতে হেরোর ক্ষমা নেই। মেয়ো বাঘকে যেমন কোনও বাঘ শিকার ধরে সাহায্য করে দেয় না। সে নিজ দায়িত্বে মরে। কিন্তু ছবির জোকার এত্তা বড় দায় পেল কোত্থেকে তার দুব্‌লা কাঁধে?

এই আড়নটা হল: সে নিজে ব্যালান্স রাখতে পারে না, তাই তার হাতে ন্যস্ত হয় ভুবনের ভার। রানিং-এ সে চড়ে পড়তে পারেনি, প্রতিযোগিতার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকে

www.BanglaBook.org

অনুযোগহীন হাসি ফুটিয়ে, ধারাবাহিক ওয়াক-ওভার দেওয়াটাই অনুশীলন করে চলে, তার বেখাপ্পাগিরি ও আচাভুয়াপনা নিশ্চয়তা পেয়ে গেছে, ব্যস, এবার জ্ঞানদানের লাইসেন্স আপসেই গজিয়েছে পেছনপকেটে। তার মুখভর্তি রং, একটা চোখের তলায় দু'টো নিটোল অশ্রুবিন্দু আঁকা, ঝ্যাকড়ম্যাকড় কলারের ওপর তার নড়বড়ে মাথায় কোঁকড়া চুলের মধ্যিখানে টাক, তাতে প্রজ্ঞা চকচক করবে না তো কী? হাসিকান্না ছেনে সে তুলে এনেছে চাড্ডি জরুরি মুক্তো, জীবনকে রিজার্ভ বেঞ্চ থেকে স্টাডি করে সে পেয়ে গেছে এই নিয়মের ও ফাউলের তাবৎ ছকের নিখুঁত সমঝ, নাঙা সন্ন্যাসী যেমন গুপ্তধনের সন্ধান দিতে পারেন অব্যর্থ, তেমন এই হিসেব-বহির্ভূতরাই টুসকি মেরে মিলিয়ে দিতে পারে ভগ্নাংশ ও সিঁড়িভাঙার জটিলতম স্টেপ। সভ্যতার গৎকে ডিঙ মেরে পেরিয়ে যাওয়ার অতিলৌকিক মই পাগল পেয়েছে তার অসুখের দৌলতে, মাতাল পেয়েছে নেশার জোরে, আর জোকার পেয়েছে কৌতুকের হাবুডুবু খেলিয়ে, তিনজনেই আত্মনিগ্রহের টিকিট দেখিয়ে খিড়কির দোর দিয়ে ঘুরে এসে উল্টোবাগে চাঁদ ক্যাচ করছে। জোকার স্যায়না পাগল, স্বেচ্ছা-মাতাল, ফলে সে থ্রি-ইন-ওয়ানও বটে। খেউড়ের খোলসে চিরন্তন সচ পাখলে নেওয়া তার জলভাত, হর সন্ধের অ্যাজেন্ডা।

www.BanglaBook.org

এই উল্টোদিক থেকে খেলা হচ্ছে শিল্পের সহজতর ধাস্টামির একটি। বস্তুগতভাবে অসফল? ও, তার মানেই এ বস্তুগত সাফল্যের ঊর্ধ্বে—এ-ই মোদ্দা ফর্মুলা। জোকারের অভাবকে দেওয়া হচ্ছে বৈরাগ্যের জ্যোতি, তার পথপাশে পড়ে থাকাকে গাঁথা হচ্ছে গড্ডলিকায় তাল মেলাবার অনীহার সুরে, তার চড়া দাগের বাতকর্ম্ম-নির্ভর রসিকতাকে ঢালা হচ্ছে প্রতিষ্ঠানের মুখোশ ফর্দাফাঁই করার বল্লমের ছাঁচে, তার পাঁড়-মাতলামিকে দেওয়া হচ্ছে সময়ের কথকতা সন্ধ্যাভাষায় বাগিয়ে নেওয়ার মেডেল। পরাজয়ের গ্লানি নয় হে, ধুলো ঝেড়ে তাকিয়ে দ্যাখো, ও হল অস্বীকারের স্পর্ধা। যাকে ভাবছ অধস্তন, আসলে সে তোমার বড়দা। এই তত্ত্বেই মধ্যবিত্ত দরিদ্র নিজেকে পেল্লায় সৎ হিসেবে জাহির করতে থাকেন। অসততা করে লোকে বড়লোক হয়, সুতরাং প্রতিটি বড়লোকই অসৎ, আমি বড়লোক নই, সুতরাং আমি সাংঘাতিক সৎ—এই চিরতা বিজয়ার মিষ্টির সঙ্গে কোঁতকেলা করে গিলিয়ে, তবে ছাড়েন। সিনেমায় তাই গ্রামে মাটির দাওয়ায় বসে কেঁচোর লীলা দেখলেই অপূর্ব উদার, খেতে না পেলেই অন্তরের ঐশ্বর্যে বুঁদ হন, অন্ধ হলেই অন্তরের চক্ষে দেখে ফাটিয়ে দিচ্ছে, সব ভাঙ্গ থান-হোমার। শিল্পে বিবেকের রোল করতে গেলে বা দার্শনিকের উষ্ণীষ ডগায় নাচাতে গেলে তোমাকে ওই বিপ্রতীপের কারুকাজ মেনে নিয়ে হতে

www.BanglaBook.org

হবে আপাত-হেরো, দলছুট, বাতিল। তবে অধিকার জন্মাবে মূলস্রোতের কানকো ধরে টানবার, তার সংকটমোচনের তাবিজ বিনিপয়সায় বিলোবার, তার গহন চোরাবাঁক ও বুদ্বুদের ভেলকি-পয়জার তৃতীয় কড়ে গুনে গাঁথবার। তবে চমকপ্রদ ও চড়া-রঙের নীতিকথামালা ঠোঁট হতে ছুটকো খৈনির মতো সহজতায় ছিটকোবে। জোকার, এদিক থেকে, জ্যান্ত শহিদ ছাড়া কিছুই নয়। তার মাথার পেছনের উজ্জ্বল থালাটিকে ঈষৎ বেঁকিয়েচুরিয়ে মেখলার মতো কোমরে পরেছে, বত্তিরিশ ক্যারাট সোনা, কিন্তু লোককে বলে বেড়াচ্ছে রাংতা। যে অনুব্রতী দাঁতে দাঁত চেপে সকল বাহির-পরিচয় দূরে ফেলে, রোজ তাঁবুতে রাত্তিরের ঝোঁকে গিয়ে করজোড়ে বসে থাকবে, পা টিপে দেবে, রূপে ভুলবে না কমেডিতে ভুলবে, তাল তাল খিস্তি মুখ-মচকান হামানদিস্তা-নিক্ষেপের মধ্যে থেকে খুঁটে খুঁটে কুড়িয়েবাড়িয়ে নেবে অভ্রের চিকচিকে দানা, সে একদিন মধ্যরাতে দেখতে পাবে ছদ্মবেশ উল্টোচ্ছে-পাল্টাচ্ছে হাওয়ায়, বাঁদরের ছাল পেঁচার পাখ, আর সকালে সূর্যের কিনার থেকে একটি আতস-রশ্মি এসে চিনিয়ে দেবে, এই লও সেরার সেরা ভাবুক, দ্রষ্টা, আল্টিমেট জ্ঞানম্যান, আর সব্বাই ধুনো-চন্দন নিয়ে এসে গাইবে, অ মা, তবে নাকি বাঁদর, তবে নাকি গাড়ল, তবে নাকি জোকার!

এসব গা-জোয়ারি মহিমা সাঁটার শৌখিন খেলকুঁদ যদি

www.BanglaBook.org

সরিয়ে রাখি, আসলে জোকারের চিহ্নগুলি কী কী? সবাই জানবে সে হেরো। সে নিজেও নিশ্চিত থাকবে সে হেরো। তার থেকে কোনও থ্রেট উৎসারিত হবে না কোনওকালে। সে প্রোপোজ করবে না। সব্বাই সাঁতার কাটলে, সে পাড়ে দাঁড়িয়ে থাকবে ন্যালা পা ক্রস করে, খালি-গা হওয়ার সাহস নেই। একটা মৃদু চিঠি লিখবে, ডাকেও দেবে, কিন্তু মাসখান বাদে চারলাইন সপাট থাবড়া এলে বরং স্বস্তি পাবে, নইলে সেই অবিশ্বাস্য ধন নিয়ে তার খোড়ো-বাসায় কোন কোণে রাখত, স্বেচ্ছা-বকলস না-বলতেই গলায় গলিয়ে দাস-ম্যাডাম নাট্য শুরু করার পর অবধারিত কুঠার কবে পড়ত, অনেক হ্যাপা। আড্ডায় সে অপরিহার্য নয়, কিন্তু প্রিয় খুব। ওই যে, প্রথমেই প্রণয়ন করে দিয়েছে, কেউ লাথ খেলে, সে খাবে। সে সবার জন্য বয়ে এনে দেবে জল, তাকে নিয়েই খ্যাওখ্যাও হাসাহাসি করে ঢোঁক গিলতে গিয়ে যখন কুলকুচির মতো এটো ফোঁটারা ছড়িয়ে পড়বে মেঝেতে, সে-ই পুঁছে নেবে মৃদু হাসি ওষ্ঠে মেখে, পাত্তা পাচ্ছে কতই না, এত জিনিস থাকতে আলোচনার অ্যাক্কেরে মধ্যিখানে তার হাবলাপনা, তার ক্যাবলাগিরি! তাকে সমাজে বলবে, খুব বড্ড ভীষণ ভালমানুষ। সবাই তাকে দিয়ে আনিয়ে নেবে সস্তায় মাংকি-ক্যাপ, সবাই প্রশংসায় ভরে দেবে পিকনিকে তার গতর হাঁকিয়ে করা কষা মাংসকে, সে ধার চাইলে তক্ষুনি লোকে

www.BanglaBook.org

দেবে, কিন্তু প্রকাশ্যে দাড়ি পাকড়ে খোঁচখোঁচাবে খানিক। 'শোধ না-দিলে ছিঁড়ব কিন্তু, ইন্টারেস্টসহ!' রূপসী মেয়ে বলবে, 'আমি ওর ফুচকা খাওয়াটা স্টাডি করছিলাম। ওয়েট করছিলাম, কখন এক্সট্রা তেঁতুল জল নেয়। কী ফানি, না?' শুনে সে কেমন একরকম হাসবে। পরের বার থেকে ফুচকা নেওয়ার সময় নিজের দিকে তাকাবে খুবসে। কোনখানটা ভুল হচ্ছে? শালপাতা কি ভুল অ্যাঙ্গলে ধরছে? আঙুলগুলো আড়ষ্ট? মুখে পোরার ভঙ্গি উদ্ভট, ঘেন্নার? ধ্যাপকামো সামলাতে গিয়ে ওই যাঃ, ফুচকা ফচাৎ উল্টে পড়ল তো জিন্‌সে! নিজেকে সে ফিসফিস করে গালাবে, শুয়ার জোকার কাঁহিকা! তার সামনেই মাচো-র নতুন বান্ধবী বলবে, 'কই পুরো পাগলা দাশুর মতো তো দেখতে না। একটু ডিফারেন্ট আছে।' মাচো বলবে, 'কী বলছ! মনে মনে দাড়িটা মাইনাস করে দ্যাখো না, খাপে খাপ যশুরে কই!' মড়া কাটার সময় মড়া যেমন লজ্জিত ঘাড়ে চেরা হয়ে শুয়ে থাকে, সে স্মিতমুখে চেয়ারে বসে থাকবে, তার মাথার ওপর দিয়ে শাট্‌ল কক-এর মতো উড়ে যাবে ও ফিরতি আসবে এই মুচমুচে আলাপ, তার সরু পাঞ্জায় একটি চড় খড়িওঠা পায়ে একটি লাথি সুলসুলিয়ে উঠবে, কিন্তু সে জানে এই প্রহার ফাঁকা অন্ধকার ঘরে জেগে জেগে তার নিজেরই চোয়ালের জন্য নিজেরই পাছার জন্য বরাদ্দ। সে তিনদিন পরে বাথরুমে এর

www.BanglaBook.org

মোক্ষম জবাব ভেবে পাবে, নিজের মনে বারবার রিহার্সাল দিতে দিতে তুমুল তর্জনও ছুড়বে ঘষটা আয়নার দিকে চেয়ে, বড়মামা দুমদুম দরজা ধাক্কিয়ে বলবে, 'জোকারগিরি কেরো না, বেরিয়ে এসো।' সে নতমাথায় ভাববে, সত্যিই তো, চির-হেরোকে মানায় এ কেশরের রোঁয়া?

অনেকবার সে ঠিক করবে, গম্ভীর হয়ে যাব। কম কথা বললেই গ্র্যাভিটি আসে। নতুন চাকরিতে দিনতিনেক যেন স্বাভাবিক যাবে, সে চকিতে পেছনে তাকিয়ে দেখবেও, কেউই মুখ টিপে হাসছে না। কিন্তু তার পরেই, এক ক্যান্টিনসভা থেকে ছড়িয়ে পড়বে তার চুটকিপ্রতিভার খ্যাতি, সে সোৎসাহে হাত-পা নেড়ে শোনাবে নিজের নয়া নয়া কাদায় আছাড় খাওয়ার গল্প, টিউশন-বাড়ির ডোবারম্যান কেমন গোড়ালি কামড়ে রেখেছিল কিছুতেই ছাড়ছিল না, অটোওলা কেমন তাকে ঘাড় ধরে নামিয়ে দিল মাঝরাস্তায়, মেট্রোয় কেমন করে বাচ্চাটা এত লোক থাকতে তার গায়েই প্যারাবোলা হিসি করল, সিনিয়র দাদারা কেমন করে তার হাত মুচড়ে ভিক্ষে চাইয়েছিল এসপ্লানেডে। শেষপাতে আসবে বিহারি দারোয়ানের আদেশে পার্কে তার ওঠবোসের গল্প, চুমু খেতে গিয়ে ফার্স্ট ইয়ারের থাকড়িথুকড়ি সুন্দরীকে। সবাই গড়িয়ে পড়বে চেয়ার থেকে, বেঁকে যাবে, দাপাবে মেঝেতে, থাই চাপড়ে চাপড়ে আলজিভ দেখিয়ে দেখিয়ে 'হ' অক্ষরের

www.BanglaBook.org

সঙ্গে বিভিন্ন স্বরবর্ণ মিশিয়ে তিনশো সাতাশি ডেসিবেলে অভ্যর্থনা জানাবে এ রংতামাশার আখড়াকে, হাঁপাতে হাঁপাতে বলবে, আবার, আবার! কেন সে এগুলো শোনায়? হিট বলে? সে কি আশা করে এগুলো বলে বলে বার করে দিতে পারলে কিছুটা করে কমে আসবে স্মৃতিগুলোর হুল? সে কি ভাবে এইগুলো যে সে রসিয়ে রসিয়ে বলতে পারছে সেই স্মার্টনেস দেখে অন্যরকম তাকাবে কিউবিক্‌ল-পারের সুন্দরীটি? সে কি ভাবে এই তালিয়াঁ-র গ্রহণযোগ্যতা বেয়ে কাল থেকে সে ভিড়ে যেতে পারবে ওই হাসুড়েদের শিবিরে? হুঁ, তা-ও, কিন্তু তার চেয়ে বহুত ধড়ফড়ে কারণ : সে তো পারফর্ম করার জন্য চুলবুল করছে, সে তো খেলা দেখাতে চায়, জন্মাবধি সে পেটে ধরেছে বাহবার নিঃশর্ত লোভ, চিমটে দিয়ে তাই টেনে রাখতে চায় সম্মিলিত মনোযোগ, তড়বড় করে কথা বলে, হাত নাড়ে মৃগী রোগীর মতন, ক্ষিপ্র ও ইঙ্গিতভর্তি, সক্কলের দিকে পালা করে চায়, পাছে কেউ দুই বাক্যের ফাঁকে তাকিয়ে ফ্যালে অন্যপানে, চলে যায় ব্যালকনি বা কম্পিউটারের দিকে, পরম ভুক্তোপের মতো সে বারেবারে খ্যালে আত্ম-অনুকম্পার তাস। অন্য কিচ্ছুই তার স্টকে নেই কি, আছে, তা সে বের করবেও এবং ছড়িয়ে দেবে যথাযথ অনুপাতের গোলমরিচের মতন, কিন্তু এটাই তো তার আসলি মূলধন, সে নিজে : সবচেয়ে চেনা, জানা, সবসময় সঙ্গে থাকা,

www.BanglaBook.org

জিতা-জাগতা কমেডি-সাপ্লায়ার, নিজের মতো করে সে আর আমূল তছনছ করতে পারবে কাকে? কার কোষ থেকে লসিকা থেকে ক্বাথ থেকে সে আঁজলা আঁজলা তুলে আনতে পারবে গাঢ় ক্যালানেপনা? আর, সবচেয়ে বড়, এই হাকুশ আদুড়পনায় সে কিছুটা ধর্ষকামী পুলকও পায় সবার সঙ্গে কোরাসে, নিজেকে সে কম আন্তরিক ঘেন্না তো করে না এই সহস্র রজনীদিবস পেরিয়ে?

ট্র্যাপিজে ওঠার চেষ্টা সে করেনি তা নয়। করেছে। সাইনাসের ওপর রাগ করে মানুষ গোঁফ কামিয়ে ফ্যালে না? সেরকম। কিন্তু নিজধর্মের হাতে লাগাম আছে। ডাঁয়েবাঁয়ে সে কান ধরে রাখে। ছাড়িয়ে যাওয়া মুশকিল। নিজেকেও বিদেশি লাগতে থাকে, লোকে ঠিক বোঝে, বকচ্ছপ হাঁটছে। টি-শার্ট ঢোলা লাগে, শিরদাঁড়ার গাঁট ঠেলে ওঠে। দশাসই বেল্ট পেটে বসিয়ে দেয় এ-ক্যানাইন সে-ক্যানাইন। ম্যানুয়াল পড়ে কি যৌনাসন হয়? রিসেপশনিস্ট তাকে কাড়া গলায় থামায়। 'ইয়েস্‌স্যার?' হুংকারসহ দুরন্ত পাটিগণিতের মতো তাকায়, বোঝা যায় স্যরের আড়ালে সে অন্য ইংরিজির ইস্পাত রেখেছে। তুরন্ত বাড়ি ফিরে সে তালি দেওয়া রংচঙে আলখাল্লা গলিয়ে নেয়। কন্ডাক্টরের কাছে মিনমিন করে ভাড়া জানতে চেষ্টা করে। নিজের বমি ঘাঁটতে অভ্যস্ত বাচ্চার মতো তার স্বচ্ছন্দ লাগে নিজেকে। ওপাশের সিট থেকে স্কুলের

www.BanglaBook.org

মেয়েরা তাকে দেখে ফিসফিস ও ফিকফিক চালায়। মাঝে মাঝে তার মনে হয় বোধহয় মুখে গাঢ় স্কেচপেন দিয়ে কিছু লেখা আছে। অভ্যেসমতো পানের দোকানের আয়নায় সে ঝুঁকে দ্যাখে। চোখদু'টো মরা পাঁঠার মতো, নিভু। অন্যরকম চেষ্টা আর করতে না-হওয়ার আরাম তাকে ঘিরে রাখে সবুজ পশমের মতো। পরাজয়ের সোয়াস্তি তার ভাই। তার সন্তান। একজন ঝানু পরাজিত না হলে ভাল জোকার হওয়া যায় না। গলা খিমচে কিছু চিটচিটে অপমান তুলে আনে সে। শোঁকে। আরাম পায়। মক্ষিরানি তার সঙ্গে প্রেমের রগড় করে। তাই দেখে রাইকিশোরী বলে, জোকারের সঙ্গে মক্ষিদি! আমি হলে তো—! ওষ্ঠ-কর্নারে একটা চ্ছুঃ টাইপ আওয়াজ করে তাকে দেখিয়েই। তারপর বলে, কিছু মনে কোরো না জোকারদা। মনে সে করে। হৃদয়ে আরেকটা টোব্‌লা হয়ে যায়। তারপর সেই মনেকরা-টা নিয়ে সে লুফে লুফে মণ্ড পাকায়। খোঁদল করে। চোখ-মুখ দেয়। কাঠি কুড়িয়ে নিয়ে দু'টো হাত-পা গোঁজে। সেই মনেকরা তার সঙ্গে হাঁটতে থাকে তারপর, সাগরেদ হয়। সে রিহার্সাল দেয়, ঠিক কোন অমোঘ বাক্যের পর এই কমেন্টটা রসিয়ে রসিয়ে ছাড়বে আজ, ওই আনকোরা দুয়ো-আওয়াজটা টাকরায় তুলতে তুলতে রাস্তা পেরোয়। গাড়িওলা তাকে দেখে খিস্তি করে ওঠে, আলগোছে পা দিয়ে সেই গোল্লাটাও নিপুণ তুলে নেয় সে, পকেটে রাখে, কাজে

www.BanglaBook.org

লাগবে। নিজেকে খুঁড়ে আজ ফের একবার ছেতরে-লেবড়ে আসর জমাটি করে দিতে পারবে সে। দুলে দুলে হাঁটে। কনুই খায় পাঁজরে, মাড়ান খায় গোড়ালিতে, ঠিক আছে, সব ঠিক চলছে, শুধু জলকে পেচ্ছাপের মতো এই সব উদ্ভগুলোকে গেলে দিতে হবে মশকরায়। ভাঁড়চতুর্দশী আজ ফের, সে বোঝে।

এবং মেঘ না চাইতেই পাঞ্চ-লাইন, জমায়েত শুরু হতে না-হতে হরিহর-বন্ধু নির্ঘাত বলে ওঠে, 'ওঃ, সেই মোচওলা লোকটা জোকারকে হেদুয়ার মোড়ে যা অপমান করেছিল না! গল্পটা বল, জোকার।' অমনি সে হাত ঘুরিয়ে পেড়ে ফ্যালে আশমানি, মেরুন আর রানি-কালার, থুপি থুপি মেঘের মতন থাক তৈরি করে স্ব-কেচ্ছাটাকে নড়া ধরে টেনে নিয়ে যায় ধাপে ধাপে, ছোট ছোট অপমানের পাঁচালি দিয়ে তেস বুনে সাজায় তল্লাটখানা, হাসির হর্‌রায় আর তার ক্যাঁকক্যানে সরু অ্যাক্টিঙের বশে পাশের টেবিল থেকে সুপ ফেলে উঠে আসে লোক, গোল হয়ে ভিড় জমে যায়, সে একবার শুধু চিমনি দিয়ে চাঁদচোখের দিকে তাক করে ঈশ্বরের কাছে একটা আর্তনাদ সেরে আসে, তারপর ফের কবন্ধ, ফণাহীন সাপের মতো মিশে যায় গল্পের বাষ্পের সঙ্গে, নির্ধারিত লগ্নে হোহোক্কার ওঠে একেবারে কম্পাস-কাঁটা মেনে, তার গায়ে ঠপাঠপ সাবাস-চাপড়ানি ঝরতে থাকে। হাঁটুর বয়সি ইডিয়টরা

www.BanglaBook.org

চাঁটা মেরে বলে যায়, 'কিপ ইট আপ!' বলে যায়, 'সত্যি, মাল, তুই পারিস। শালা, তোর মাথাতেই শুধু কাগে হাগে!' টেবিল ধামসে হাসি হয়। এই বিষ্ঠাচেতনা তার কানের পাশ বেয়ে শিরদাঁড়া বেয়ে নেমে যায় লাথি খাওয়ার অভ্যস্ত জায়গায়, সে দাগ বুঝতে পারে স্পষ্ট। কথারা অন্যদিকে ঘুরে যায়, সে উবু হয়ে চোখ চকচকিয়ে অপেক্ষা করে, কখন আবার মোক্ষম ফাঁকটুকু দিয়ে সে ঢুকে পড়বে তার চপচপে ও স্লিক জাগলারি নিয়ে, ফাল হয়ে বেরবে এই মনোরম সন্ধ্যায়। কানের পাশটা এত বেশি জ্বলছে দেখে সে বেশ অবাক হয়। কিচ্ছুই হয়নি, নিজেকে শুনিয়ে সে বলে, কিচ্ছুই হয়নি, শুধু গ্রীষ্মকালে গরম লেগেছে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

বোলো, ক্ষুধা তাকে ভোলে নি

যৌনতা, অর্থাৎ, ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ। যাকে আমরা মুখে নুন দিয়ে, চোখে ছুঁচ মেরে, নাভিতে পায়ের বুড়ো আঙুল গেদে, খুন্তি দিয়ে কুচিকুচি করে কেটে, ছড়িয়ে এসেছি বালির প্রান্তর পার করে, যাকে আমরা তেষ্টার সময় নাগাড়ে জিভে দিয়েছি কাঠের গুঁড়ো, যে ঝলমলে সকালে বেড়াতে যেতে চাইলে ছাদের ট্যাংকের ধার থেকে ছোট পাইপ তুলে এনে ততক্ষণ পিটিয়েছি যতক্ষণ না তার মুখ থেকে বেরিয়ে আসছে শুধু রক্ত আর ভাঙা দাঁত, হাড় থেকে বেরিয়ে আসছে শুধু ছিট ছিট ভাঙা খোঁচ আর পুঁজ, পেটের গর্ত থেকে বেরিয়ে আসছে শুধু গুমগুমে গোঙানি আর কাঁউমাউ ক্ষমাভিক্ষে।

সেই যৌনতা আমার কাছে মহাসমারোহে আসে, তখন আমার ক্লাস ইলেভেন। না, আমার কোনও যৌন অভিজ্ঞতা

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

ঘটে বলছি না, বলছি, সে আমার কাছে আসে। আমার দেউলে এসে সে স্মিতমুখে বসে বাবু হয়ে। আমার মুখের অসংখ্য ফুটফুটে ফোঁড়ায় সে হাত বুলিয়ে দেয়। বলে, ভায়া, এবার তোমার চাল। লক্ষ্মীকে রাখতে পারবে না বের করে দেবে, নিজ মুরোদে বুঝে নাও। ছ'বছর হোস্টেলে কাটিয়ে সবে বাড়ি এসেছি। মা-বাবার কাছে থাকতে অসহ্য লাগছে। এত পাতি, এত বোরিং এই গেরস্থপনা, এত কিচকিচে বালিভর্তি এদের জীবন, সূর্য চড়তে না চড়তে এরা জানলা-টানলা বন্ধ করে দিয়ে বাড়িকে কৌটো করে নেয়। নতুন কলেজে ভর্তি হয়েছি, কিচ্ছু ভাল লাগছে না। সারাদিন কিছু খাই না দাই না, সন্ধেয় দেখা করি ঢাকুরিয়ার বন্ধুদের সঙ্গে, তারপর চারজন তিনজন দু'জন মিলে হাঁটতে যাই লেক-এ। এই আশ্চর্য হ্রদের ধারে থোকায় থোকায় জোড়ে জোড়ে ফুটে থাকে প্রেম। যা, কে না জানে, যৌনতার যমজ বোন। এখানে মানুষ-মানুষী ঘন হয়ে বসে, তারা সত্যিকার ঠোঁটে ঠোঁট দেয়, চুষে নেয় নোনতা টেস্ট, পরস্পরের থুতু। আমরা বারবার চক্কর মারি, আর চোখ ছোট করে খুঁজতে থাকি, একটা চুমুও যদি দেখতে পাই, যদি একটা জাপটাজাপটি, একটা বুকের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দেওয়া, একটা গাল চাটা দেখতে পাই, একটা কোমল ঘাড়ে দাঁতের গভীর দাগ। বন্ধুরা কখনও ওই দ্যাখ ওই দ্যাখ বলে নিচু গলায় হিসিয়ে ওঠে, আমি ক্যাবলা, যতক্ষণে নজর করি,

www.BanglaBook.org

নিজেদের ছাড়িয়ে নিয়েছে যুগল, এমনি কথা বলছে পরস্পরের শ্বাসের কাছে। যখন পুরুষ-নারী একই চাদরে নিজেদের জড়িয়ে বসে থাকে বেঞ্চে, টিটকিরি আর শিস মারে বন্ধুরা, আমি হ্যাবলার মতো বলি, এরম করার কী আছে, ওদের শীত করছে। তারপর ওরা আমাকে খিস্তি মেরে ব্যাপারটা ধরিয়ে দিলে, কল্পনা করে আমার কান গরম হয়ে ওঠে, বুক পুড়ে যায়। যখন পায়ের নলি ব্যথা হয়ে যায়, আমরা রাউন্ড থামিয়ে সবাই জড়ো হই ফুচকাওলার কাছে, বেশি করে ঝাল দিতে বলি, খুব বেশি ঝাল। ফেরার পথে কথা বলতে পারি না, জিভ বের করে থাকি হাওয়ায়, কুকুরের মতো। গলা থেকে পেট জ্বলে খাক হতে থাকে।

কলেজ এসপ্ল্যানেডে। সিনেমা হলগুলোর সামনেই বাস থেকে নামি। সব পোস্টার আর কাচের বাক্সে স্টিল ছবি দেখতে থাকি। স্কুলে থাকতেই শুনেছি ইংরিজি সিনেমায় মেয়েদের বুক দেখা যায়। সত্যি? তাও কখনও হতে পারে? এমন সৌভাগ্য মানুষের হয়? আমার হবে? এই তো ইংরিজি সিনেমা আমার দোরগোড়ায়। এই তো তার পোস্টারে নারী বগল তুলে শীৎকারের ভঙ্গিতে হাঁ। এই তো তার নির্দিষ্ট জায়গায় নীতিবাগীশ আলকাতরার পোঁচ। বাবার দেওয়া সামান্য হাতখরচার পুরোটা দিয়েই টিকিট কিনি। নাহয় টিফিন খাব না কোনওদিন। কী এসে যায়? মাঝে মাঝে কাউন্টারে

www.BanglaBook.org

টিকিট পাই না। আশা আরও লকলক করে ওঠে। ব্ল্যাকার চোখ টিপে বলে, গ্যারান্টি, পয়সা উশুল। কিন্তু তারপর, যা হওয়ার, তা-ই। প্রচুর হাবিজাবি গল্প পেরিয়ে যদি বা সুডৌল মেয়ে সপ্রতিভ ছেলেকে রাতবিরেতে 'কফি খেয়ে যাও' বলে অ্যাপার্টমেন্টে নিয়ে যায় ও প্রথাসিদ্ধ চুমুর পর নিজ টি-শার্ট টান মেরে খুলে ফেলতে হাত ক্রস করে, খচাৎ! সেন্সর সব কেটে দিয়েছে। চতুর্দিকে শিস, গালাগাল, প্রচুর দীর্ঘশ্বাস এসি-র চেয়েও জোরে। শালা, আমি ভাবি, চাকরি যদি হয় তো সেন্সর বোর্ডের। নিজেরা সব চেখে চেখে দেখব, আর বাকি দেশকে কিছু দেখতে দেব না। হল থেকে বেরিয়ে রাস্তায় মেয়েদের দেখতে দেখতে যাই। মুখ-বুক-মুখ-বুক। ভাল করে দেখে নিয়ে জোরে চেপে মনে রাখি। লাল সালোয়ার-কামিজের মুখটা এরম ছিল, আর বুক? না না, সে তো সব্জে শাড়ির ভাল, না? তা হলে কম্বিনেশন কী হচ্ছে? গ্র্যান্ডের ফুটপাথে হাঁ করে বইগুলোর মলাট দেখি। এই ডেবোনেয়ার নাকি সোনার খনি। কিন্তু দোকানিগুলো তুলে নিয়ে ওল্টাতে দেবে না। প্লাস্টিকে এঁটে রেখেছে। পান-সিগারেটের দোকানে আড়ে আড়ে চোখ সুইপ করলে অবশ্য কিছু লাভ আছে। কিন্তু এই বুভুক্ষা-কাটিং ঝটিকা-অবলোকন, মুরগি-চোরের নতুনে বাজি, কাপের তলানি চাটা, এর চেয়ে রয়েসয়ে কিছু হয় না?

www.BanglaBook.org

এমনকী ডিকশনারি পড়তাম। যৌনাঙ্গবাচক শব্দগুলোর মুদ্রিত রূপের দিকে তাকিয়ে থাকতাম হাঁ করে। 'স্তন' শব্দটার দিকে চেয়ে 'স'-র পরিবর্তিত আকৃতি দেখে পুলক জাগত। 'ভগ' শব্দের গোড়ার মানে থাকত ছ'টা ঐশ্বরিক গুণ। তাদের এক চাপড়ে সরিয়ে দিতাম। নাছোড় গাছ যেমন ল্যাম্পপোস্ট থেকেও পারলে রস টেনে নেয়, কিংবা জংধরা গ্রিল বেয়ে উঠে যায় লতা, আমি আগ্রাসী কিটকিটে দাঁত নিয়ে কামড়ে ঝুলতাম, যদি একটু উত্তেজ পাওয়া যায়, সামান্য ওম। হোস্টেলে মাধ্যমিকের আগে লালুভুলু খানকুড়ি ফার্স্টবয় সেকেন্ডবয়কে আলাদা করে রেখে, আমাদের বাকি সবাইকে মাসখানেক ডাম্প করা হয়েছিল একটেরে একটা বিল্ডিং-এ, কড়াকড়ি কিছু কম ছিল। সকাল থেকে রাত আমরা প্লাস্টিকের বল পাকিয়ে পরীক্ষা দেওয়ার পিচবোর্ড দিয়ে ক্রিকেট খেলতাম, আর সেক্সের কথা বলতাম। কার বুদ্ধিতে যেন শুরু হল মেয়েদের ছবির নিলাম। একটা সিনেমা-পত্রিকা কিনে তার টুকরো টুকরো ছিঁড়ে, ডাক শুরু। তখন ক্লাস টেনের ছেলেদের হাতে পয়সা থাকত না। বাপ-মা'কে হাবিজাবি বলে কয়েকজন সামান্য গেঁড়িয়েছিল। ঘরে আমরা সব সদ্য-জুয়াড়ির রভসে থরথর করে কাঁপি, একজন ছবিটা তুলে ধরে দেখায়, এ চেঁচিয়ে দর হাঁকে আটানা তো ও এক টাকা। হয়তো গোটা ম্যাগাজিনটার দাম ছ'টাকা, আর তার প্রচ্ছদের বিরাট

www.BanglaBook.org

কোলাজের একটুখানি জুড়ে মাধুরী দীক্ষিত, সেই টুকরোটুকুন কেউ কিনে নিল আট টাকায়। একেবারে ঠঙাৎ করে দাম ছুড়ে দিয়ে মুঠোয় আঁকড়ানো নিজস্ব মাধুরী হল তো! আমাদের সেই শোনপুরের মেলায় দাঁড়কাকের মতো কর্কশ চোখ মেলে কত রূপসীর জরিপ করেছি, কত সুন্দরীকে ফড়ফড় করে ছিঁড়ে নিয়েছি তার নিশ্চিন্ত শয্যা থেকে, দ্যূতক্রীড়ার কত ভাঁজে চিল্লিয়েছি, 'দ্রৌপদী লে আও!', সে আঠালো হাসি আর ঘোঁতঘোঁত উল্লাসের অপরূপ তোলপাড় কোনওদিন ফিরে পাব না। তারপর এক বন্ধু বাড়ি থেকে নিয়ে এল অকল্পনীয় পর্নোগ্রাফিক ছবির সম্ভার, তোরঙ্গভর্তি। কোত্থেকে পেলি রে, কোত্থেকে জোগাড় করলি? মিটিমিটি হাসে, উত্তর দেয় না। পাণ্ডা গোছের কয়েকটা ছেলের সঙ্গে তার ওঠাবসা, ফিসফাস। আমরা, হ্যাভ-নট-রা, তার ঘরের কাছে ছোঁকছোঁক করি, পারলে পা টিপে দিই। কাকুতি করলে ছবিগুলো দেখতে দেয় একটুখানির জন্য। তার এক এক পাতা কেনার জন্য সবাই হামলে পড়ে রোববার ভিজিটিং আওয়ারে গার্জেনকে ভজাতে লাগল। এখানে খাবার বড্ড খারাপ দিচ্ছে মা, ক'টা টাকা দিয়ে যাও, হরলিক্স কিনে নেব একশিশি। চেটে চেটে খাব। বাবা যত বলে, এই তো আমি কিনে দিয়ে যাচ্ছি, ছেলে কিছুতেই সে কষ্ট করতে দেবে না।

এইসব ফ্ল্যাশব্যাক মাথায় চালিয়ে এসপ্ল্যানেডের পথে

www.BanglaBook.org

হেঁটে বেড়াই। পারলে খতিয়ে মেমসাহেব দেখি। ওফ, এদের দেশে জন্মালে আর চিন্তা ছিল না, না? গতর বাড়িয়েই আছে। শুধু একবার কথাটা পাড়লেই হল। প্রস্তাব লোফালুফি করতে করতে মাঝরাস্তাতেই তথাস্তু-র প্রদর্শনী দেবে। মাঝে মাঝে হট করে পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। সব কো-এড স্কুলে-কলেজে পড়ছে। ওদের গালে চকচকে একটা জেল্লা দেখি। আমি লগবগ করে হাঁটি, 'লে কাঙালি, লঙ্গরখানা খোঁজ', নিজেকে বলি। অন্য পুরুষদের নজর করি। তারা লাইন দিয়ে আছে সোসাইটির সামনে, রিগালের সামনে, এলিটের সামনে, বাঁধাকপির পাতা পচছে মাইল মাইল জুড়ে, সেই গন্ধে তারা চুবিয়ে নিচ্ছে ন্যাতানো কলজে, তড়িঘড়ি এক টাকার বিফ রোল খেয়ে সেরে নিচ্ছে টিফিন, তাদের ঘাড়ময় খুশকি, কনুইয়ে খড়ির দাগ, খসখস করে তারা আনমনে ছ্যাৎলাপড়া চামড়া চুলকোয়। একটা করে জ্যাঙ্কজ্যাকে লাল বা হলদে টিকিট খরিদ করে নিভু টর্চের মতো সামান্য ঝিকিয়ে ওঠে, ভাবে, কে বলতে পারে, এইবার, এইবার। আমার তখন সতেরো-আঠেরো, এই লোকগুলোর পঁয়তিরিশ-চল্লিশ-পঞ্চাশ। পৃথিবীর কোনও আঠেরো বছরের মানুষ বিশ্বাস করে না তার বয়স কখনও চল্লিশ পেরোবে। বা পেরোলেও, তার হাতে তদ্দিনেও উঠে আসবে না মহার্ঘতম উষ্ণীষ। তবু আমি, একদম বুকের ভেতর দপদপে একটা সত্যের আলোয়

www.BanglaBook.org

বুঝতাম, চড়াক পেটব্যথার মতো স্পষ্ট অনুভব করতাম, এরা আমার রক্ত, আমার ভাই। মায়ায় আমার বুক টনটন করে উঠত। মায়ের বাঁট যেমন সন্তানকে দেখে করে। আমি নাম না জেনেই অব্যর্থ চিনতে পারতাম যৌন বিষাদ। কেউ বলেনি, কেউ চেঁচায়নি, সবাই নিজ নিজ মরা মণি নিয়ে চুনখসা দেওয়াল বা পাঁশুটে আকাশ বা আখের ছিবড়ের দিকে চেয়ে আছে, সবার কষে জমে আছে নিজস্ব বিস্বাদ নাল, কিন্তু সবাই এক শেকলে বাঁধা, এক শোকে ন্যাড়ামুন্ডি, এরা যৌনতা চেয়েছিল, পায়নি। পায় না। পাবে না। অনেকেরই আকাঙক্ষা পুড়তে পুড়তে নেই হয়ে গেছে, মাথা কুটে কুটে বন্ধ বাথরুমে কঙ্কাল তুবড়ে মরে গেছে কবেই, কিন্তু শুধু স্মৃতিটার বশে এখনও খেতে চাইছে, হাঁ, চিবোবার ভঙ্গি করছে।

আমার এই ভাইরা বিকেলে পার্কে উদাস হয়ে ছেলেদের ক্রিকেট দ্যাখে, ফুটপাথে হেঁটে হেঁটে শো-উইন্ডোয় একশোবার জরিপ করে পিতলের ফুলদানি, ইডেন গার্ডেনের প্যাগোডায় বসে কালচে নখ খোঁটে। সন্ধে হলেই এরা বাড়ি ফেরার আতঙ্কে নীল হয়ে ওঠে, মদের দোকানে ঢুকে ঝুপ করে ঝাঁপ ফেলে দেয়, কিংবা ছিটকে যায় ক্লাবের ক্যারমে, নিজেকে বোঝায় টাংকিতে রেড ফ্লাশের চেয়ে বড় কিছু নেই থাকতে পারে না, কিচ্ছু না পেলে রবীন্দ্র সদনে টুক করে ঢুকে পড়ে ফাংশনের নাম না দেখেই, ভিড়বাসে ঘনিষ্ঠ যুগল দেখলেই

www.BanglaBook.org

এরা চেঁচিয়ে ফেরত দেয় কন্ডাক্টরের দেওয়া নোট, পাশের লোক পা মাড়িয়ে দিয়েছে বলে কদর্য ঝগড়া বাধায়, ভেদবমির মতো উঠে আসা আর্তনাদ সমানে চাপতে চাপতে একদিন এরা দৌড়ে মিশে যায় গণধোলাইয়ের ভিড়ে, শির ছিঁড়ে চেঁচায়, মার শুয়ারের বাচ্চাকে, মেরে ফ্যাল। খেলুড়ে ছেলে আর চুম্বক মেয়ে যেমন পরস্পরের দিকে একবার তাকিয়েই বুঝতে পারে চকমকি, তেমনি এই হেরো-মানুষকে দেখলে একদম চিনতে পেরে যায় আরেক হেরো মানুষ। অদ্ভুত, এই ছেলে-ছেলে ষষ্ঠ-সমঝ, এত খাঁটি ভ্রাতৃত্ব বিশ্বে তৈরি হয় কম। ক্যান্টিনে ছিবড়ে টোস্ট খেতে খেতে যখন মেয়েদের মাংসের অনুপাত মেপে নম্বর দেওয়াদিইয়ি করে, তখনই এরা মনে মনে জানে, এই খাদানের ধুলোভরা বাতাস শেষ সত্য নয়, এই শহরের মধ্যেই আছে আরেকটা শহর, যেখানে করতলে থাকে মুঠোভর স্তন, ওষ্ঠে পিষ খায় অর্পিত অধর, আলাপ করতে চাইলে মেয়েরা সহাস্য মুখ তুলে সাড়া দেয়। কিন্তু তার ম্যাপ এরা হাতে পাবে না কোনওদিন। এদের সবার কান্না বুকে চাপতে চাপতে আমি পথ ঘুরেছি। ইউরিনালে চেখে চেখে অসীম প্লাস রেবা পড়েছি। আর ভেবেছি, নেমন্তন্নর চিঠি কি আসবে না? সুধা কি ক্ষুধাকে ভুলে থাকবে, চিরদিন?

মাথা-কোটা হাঁকডাকা থাকলে ঈশ্বর কিছুটা জুটিয়ে দেন। বা ঘুরপথে উৎকৃষ্ট নাক দেখান। আমার সামনে তাই একদিন

www.BanglaBook.org

উড়ে এসে ডানা মুড়ে বসে, মুচকি হেসে তাকায় গোলপার্কের কালভার্ট। তার পুরনো বইয়ের দোকান। কতবার হেঁটে গেছি রাস্তা ধরে, নুড়ি শট মারতে মারতে দায়সারা চোখ বুলিয়ে, অকস্মাৎ একদিন বিদ্যুৎ চমকায়। থাকে থাকে ডাঁই বই, ফুটপাথের ওপর ঢিপি করা, কিছু দড়িবাঁধা, স্তূপ। তার মধ্যে অ্যাক্কেবারে সামনে হ্যারল্ড রবিন্‌স, জ্যাকি কলিন্স, সিডনি শেলডন। আর পেছনের দিকে, দগদগে পর্নোগ্রাফি। সে অবধি তখনও হাত পৌঁছয়নি। কিন্তু এইসব চমৎকার ইংরিজি লেখকরা কৃপাসিন্ধু, কোটা মেনে যৌনতা ঢালেন। তখন মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল, বুক ক্রিকেটের মতো পাতা উল্টে যৌন বিবরণ পেতাম, সতেরো পাতায় একটা, বাহান্নয় আরেকটা, একশো তেরোয় পরেরটা। সেসব দৃশ্য আমার খুলি হুপ করে খুলে নিয়ে ব্যাকভলি মারত। সাংঘাতিক তাগড়া স্বাস্থ্যের রমণীরা পটাপট পোশাক খুলে শুয়ে পড়ত বিছনায়, ডিম আলোয় তাদের স্বর্ণকেশ ঝলসে উঠত মাথায় ও অন্য এক জায়গায়, তাদের বৃন্ত গোলাপি ও কামনা অলজ্জ, তালু ভমাক্ত ও শ্বাস বুনো। তারা ক্রীতদাসীর মতো তামিল করত প্রেমিকের হুকুম, জিমন্যাস্টের মতো অভ্যাস করত তাজ্জব আসন, এক পুরুষ ডিচ করার পর অশ্রু সামলে পরের পুরুষের কাছেও বয়ে নিত সমান সমর্পণ। পনেরো টাকা জমা রাখতে হত। বই পড়ে ফেরত দিলে তেরো টাকা ফেরত। পড়ার চার্জ দু'টাকা। টাকা

www.BanglaBook.org

ফেরত নিতাম না অবশ্য, আরেকটা বই নিতাম। তারপর আরেকটা। দোকানিরা তো জানত, সব। ওরা ব্রাউন পেপারে মুড়ে তক্ষুনি মলাট দিয়ে দিত। তারপর হনহন করে ওখান থেকে লেক। একটা বেঞ্চিতে বসে, দৌড় দৌড়। পাতার ওপর দিয়ে দড় মাছরাঙার মতো গল্প ছুঁয়ে ছুঁয়ে উড়ে যেত আমার চোখ। মোদ্দা ব্যাপারটা বুঝে নিলেই হল। আসলে তো আমার জন্য অপেক্ষা করছে আশ্চর্য সেই সব প্যারাগ্রাফ, ঘামের গন্ধে যেখানে চকচক করে উঠছে অন্ধকার, চিলেকোঠার জানলার ব্লাইন্ড সরিয়ে একজন উঁকি মেরে চমকে উঠছে, আর তার হ্যাংলা চোখ দেখে ইচ্ছে করে আরও গোঙানি বাড়িয়ে দিচ্ছে কামুকা, জিভের চড়াসুদ্ধু লেহন আরও প্রকট করছে। সন্ধে যখন এতটা ঝুঁকে এসেছে ঘাড়ের পেছন দিয়ে সেই গুরগুরে গল্প পড়ার লোভে, আর কিচ্ছুই দেখা যাচ্ছে না, তখন বইটাকে প্যান্টের সামনেটায় ভাল করে গুঁজে, ওপরে জামা ঝুলিয়ে দিয়ে, বাড়ি ফেরত। ওঃ, রাস্তা দিয়ে যখন যেতাম, মনে হত বয়ে নিয়ে যাচ্ছি ধকধকে বারুদভর্তি আগ্নেয়, মনে হত পেয়ে গিয়েছি আমার সতত উত্থানের পরম বন্ধুকে, সেসব কী দিন ভাই, পথেঘাটে ব্যানারে সাইনবোর্ডে 'X' অক্ষরটা কোথাও দেখলেই বুকের মধ্যেটা ধড়াস করে উঠত, পরে হয়তো দেখতাম ওটা জেরক্স বা জাইলোফোন।

রক্তের স্বাদ চমৎকার ও চক্রবৃদ্ধি হারে তরতর। যেরকম

www.BanglaBook.org

একটি মেয়ের ঠোঁট আয়ত্ত করতে পারলে ধীর কিন্তু নিশ্চিত ভাবে পাওয়া যায় তার স্তন এবং শেষে যোনি, তেমন ব্রাউন পেপারের মলাট অবধারিত জায়গা ছেড়ে দেয় হলুদ মলাটকে, বা একই লিগের খর খেলুড়েদের। ক্রমে কোলে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে ন্যান্সি ফ্রাইডে-র সংগ্রহ করা গুচ্ছ নর-নারীর যৌন ফ্যান্টাসির দশকর্মভাণ্ডার, জ্যাভিয়েরা হল্যান্ডার-এর আনন্দিত বেশ্যার উপাখ্যান, ইম্যানুয়েল আর্সান-এর পর্নো-দর্শন : প্রতিবেশীদের তৃপ্তির জন্য নিজের বাড়ির লন-এ ইম্যানুয়েলকে নগ্ন হয়ে শুতে শেখান বর্ষীয়ান দার্শনিক, স্বীকারোক্তি-সিরিজ : 'কনফেশনস অফ আ গার্ডেনার', 'কনফেশনস অফ আ উইন্ডো-ক্লিনার', যেখানে সমাজের নিচুতলার অশিক্ষিত স্বেদাক্ত পেশিবহুল লোক কর্মচারী হয়ে ঢুকেছে প্রাসাদে, তারপর গোলাপি মালকিন স্বেচ্ছা-সম্মোহিতা হয়ে এসে ঢুকেছে তার তেলচিটে মশারির শিবিরে, গাদা গাদা ম্যাগাজিন, যাদের প্রকট প্রচ্ছদে জ্বলজ্বল করছে বেড়াতে গিয়ে বউ-বদলাবদলির মজা কিংবা অর্জি-পার্টিতে দুই অচেনা পুরুষ মিলে এক অচেনা নারীকে ভাগ করে নেওয়ার গর্বগল্প। যেমন গাঁজাখোরের কাছে আপনি এসে ধরা দেয় লুঙ্গির কোঁচড়ে গাঁজার প্যাকেট গোঁজা দেবদূত, যেমনি নতুন একটা শব্দ শেখার পরই সেটা চোখে পড়তে থাকে হাটে-মাঠে সর্বত্র, তেমনি এবার বন্ধুদের লফ্‌ট থেকে গুদাম থেকে বাপ-মা'র

www.BanglaBook.org

লুকনো তাক থেকে গড়িয়ে পড়তে থাকে আরব্য রজনী-র খরতর বয়ান (সচিত্র), শারদীয় 'সুন্দর জীবন', যাতে আঁতেল উপন্যাস শুরু হয় এক্ষুনি-বিযুক্ত এক নগ্ন নারীর মোনোলগ দিয়ে, আর বোদা উপন্যাসে মেরিন ইঞ্জিনিয়ার ছ'মাস পর বাড়িতে ফিরে তার বউকে বলতে বাধ্য করে অন্য-পুরুষযাপনের ডিটেল। আর আছে তো বটেই দেশের কাজলা গাই বাংলা 'পানু', যা নকড়াছকড়া করছে ব্যাংচুচ্চুড়ি খেলছে সম্পর্ক নিয়ে খিস্তি নিয়ে উপুড়-ঝি নিয়ে, কোচিং ক্লাসভর্তি টাটকা ডবকা শরীরের ভাপে চচ্চড় ফাটিয়ে দিচ্ছে সিলিং, নড়া ধরে বউকে ঢুকিয়ে দিচ্ছে শ্বশুরের ঘরে, দেওরকে সেঁধিয়ে দিচ্ছে বউদির বাথরুমে, সন্তানকে ধাক্কা মেরে জাগিয়ে দিচ্ছে বাপ-মা'র ধামসাধামসির সময়, ছাদট্যাংকের পাশে ভাই বোন প্রতিবেশী-ছোকরাকে এফোঁড়-ওফোঁড় গেঁথে ফেলছে রোদ-বঁড়শিতে।

আমি জানি, আমি ছদ্মবেশী রাজপুত্র। টুকুস করে ফাজিল বেড়ালের মতো আমি পেরিয়ে গিয়েছি সভ্যতার ছুঁচলো রেলিং, আমি যে আশ্চর্য দেশে থাকি সেখানে পাপ বলে কিচ্ছু হয় না, অপরাধবোধ ভ্যানিশ, সব নিষেধ, ছিছিক্কার, শাস্তির ভয়কে এখানে পেছনে শূল গুঁজে ধুলো চাটানো হচ্ছে। রাষ্ট্রকে, মন্দিরকে, জেলখানাকে, বড়জেঠুকে, খবরদার-সাইনবোর্ডকে দুমড়ে আমরা গড়ে তুলেছি উল্লাসচিৎকার ভর্তি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হারেম, বেহায়া ক্যাম্প, টাউন হলের সিঁড়িতে উপচে উপচে সঙ্গম ও ঘিরে থাকা দর্শকের বেলেল্লা হাততালি। ওফ, নিজেকে উন্মোচনের কী অনন্ত স্নানঘর এখানে, নিজের ভেতরগন্ধ বুক ভরে নেওয়ার কী স্বাধীন আরাম, কোনও দাঁড়িপাল্লা নেই, বুকের মধ্যে কুরে বসানো ক্লোজ-সার্কিট ক্যামেরা নেই। একরোখা ভোজালির মতো আকাঙ্ক্ষা কোঁচড়ে নিয়ে রাস্তা হাঁটি, আর চারপাশে পটাং পটাং অনির্বচনীয় উদ্ভিদের মতো গজিয়ে ওঠে সম্মত দোসর, তাকে নিয়ে যা খুশি তা, সে হাসবে আর বিছিয়ে ফেলবে নিজেকে আর ক্রমাগত বলে যাবে 'হ্যাঁ রাজি, হ্যাঁ রাজি', আমার তলায় সে দাপিয়ে দাপিয়ে মরবে টিকটিকির মুখে ধরা অসহায় আরশোলার মতো, তার হৃদয় বলে কিচ্ছু নেই, ওঃ, কী আরাম, কী অবিশ্বাস্য আশীর্বাদ, তার হৃদয় নেই, আবেগ-ব্যাগেজ নেই, আমার কোনও দায় নেই, অঙ্গে হাত চালিয়ে দেওয়ার আগে আকাশ-ঝাউবন-নিক্ষিত হেম কপচাবার জরুরত নেই, শরীর, শরীর, শুধু কাঁচা শরীর আছে, ফুলে ওঠা, আর্চ করা, হিসহিস করা শরীর, আছে অন্যের কথা একটুও না-ভেবে চোয়াল চোয়াল চেপে নিষ্ঠুর আমিষ-আক্রমণ শানিয়ে যাওয়া, আছে আমার গরম নোলা ক্যাতক্যাতে ইচ্ছের নিঃশর্ত সমর্থন, মনের গর্ভগৃহে আব-ঝুলে-পড়া বিগ্রহের অপার আশকারা। ওফ, কৃতজ্ঞতার

www.BanglaBook.org

আমার শেষ নেই এই মানুষের মুক্তিদাতাদের পানে তাকিয়ে, ছেড়ো না মোরে ছেড়ো না আমি বলি, ও সখা আমায় বখিয়ে যাও, নিজের চামড়ার ভেতরে যা দেখে নিজেকে ঘেন্না করেছি একসময় তার এই বকলস ছাড়িয়ে দেওয়ার প্রক্রিয়া তুমি থামিও না, আমায় নিয়ে যাও তোয়াক্কাহীন প্রান্তরে, উলঙ্গতর করে তোলো, আরও সৎ লোভী, আরও সুন্দর আমোদী। অত তাড়াতাড়ি যে আমার গা থেকে খসে পড়বে সিভিলাইজেশনের নির্মিত শেকল, পেটের থলে খসিয়ে আমি বেরিয়ে আসব আমার রোদ্দুরে, আমি যে আমাকে উদযাপন করতে শিখব এমন গালচাটা স্নেহে, এ ফুরফুরে ঝরনা কল্পনার বাইরে ছিল। কোন ধূলিপৃথিবী আমাকে মধুসূদন দাদার ভাঁড়ে সার্ভ করতে পারত এমন অমৃত?

বাড়ির গুরুজনেরা মত দিয়ে দিয়েছেন, বিয়ের তারিখও ঠিক হয়ে গিয়েছে, এমনি সময় ট্যাক্সিতে উঠে যেভাবে পরস্পরের দিকে তাকায় দয়িত ও দয়িতা, আসন্ন ফুলশয্যার নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি তাদের মনকে যেভাবে ঘিরে রাখে, তেমনই আমিও জানতাম, বই থেকে সিনেমায় প্রোমোশন স্রেফ সময়ের অপেক্ষা। কোনও সন্ধান জানি না এখনও, শুধু বইতে পড়ছি ওশিমা-র উতসুকি রিয়েল্‌ম অফ সেন্সেস'-এর কথা, তুমুল মার্কিন ছবি 'ক্যালিগুলা'-র কথা, কী করে চোখের সামনে দেখতে পাব এই শিশুর মতো ভোগ, জন্তুর মতো

www.BanglaBook.org

আন্তরিক ঝাঁপ, জানি না, তবু কোত্থেকে ঠিক বিশ্বাস এসে যায়, স্রোত যখন ধরে নিয়েছি, আপনি উজিয়ে গিয়ে পড়ব ওই খাতে। আর সত্যি তা-ই, বছর দুয়েক বাদেই, তখন অন্য কলেজে, এক বন্ধুর বাড়ি ফাঁকা দুপুরে পেয়ে যাব ব্লু ফিল্ম দেখার জমজমে লটারি। সেই সব ভিডিও ক্যাসেট যখন সবেমাত্র ঢোকানো হয়েছে ভিসিআর-এর ভেতর, তখনও কিছুই ফুটে ওঠেনি, ঝিরঝির করছে, এই ছবি এল-এল, যে উত্তেজনা পোয়াতাম, বাপ রে, লোহার কড়াই কুড়মুড় চিবিয়ে ফেলা যায়। এমন দিন তবে হল মা তারা! আমাকে তুমি এই মুহূর্ত অবধি রেখেছ চক্ষুষ্মান, রেখেছ বন্ধুময়, প্রযুক্তিকে করেছ উন্নত ও হ্যান্ডি এবং তৃতীয় বিশ্বে অ্যাভেলেব্‌ল করেছ এইসব ফিল্ম! প্রাথমিক ছটফটের পর থ্রি এক্স-এ গা ঘিনিয়ে উঠত আমাদের, দোকানদারকে বলেকয়ে একদিন গেলাম তার গোপন আস্তানায়। সে আমার নির্লজ্জতা দেখে বেশ হতভম্ব। কিছুটা মুগ্ধও বোধহয়। গলি ও প্রগলি বেয়ে নিয়ে গেল একটা চালের দোকানে। তার ভেতরদিকে গুদাম, সেখানে চালের বস্তা ডাঁই, আরশোলা চলছে, গুমসো গন্ধ। বস্তার চাল ওপর থেকে কয়েক কুনকে সরাতেই, ওরেব্বাস, রাশি রাশি ভিডিও ক্যাসেট, স্তূপীকৃত, সেখানে কী নেই, চোখ মটকে নিতম্ব খেলিয়ে হাজির রাশিয়ান মহিলা, স্প্যানিশ নারী, ইতালীয় ললনা, একটু পরেই দেখি আমাদেরই

www.BanglaBook.org

অপেক্ষায় তাকিয়ে আছেন সিলভিয়া ক্রিস্টেল, প্রথম ইম্যানুয়েল, লম্বা লম্বা পা ইঙ্গিতময় স্টকিং দিয়ে ঢাকা। আমি সব হাঁটকে দেখেশুনে নিতে চাই, হামলে যাচাই করি, কে পরিচালক, কবেকার সিনেমা, হুঁ হুঁ এটার কথা পড়েছি বটে, আচ্ছা এটা কি অরিজিনাল না রি-মেক, চালওলারা এবং ব্লুওলা স্তম্ভিত, তারা জানে নীল ছবি ইজ নীল ছবি, খদ্দের চুপিচুপি আসবে, পেছলা হাসি মেখে মাল নিয়ে চলে যাবে, এসব আর্টআর্টি আসছে কোত্থেকে? সবাই চোখ গোলগোল করে আমার হাঁপটান দেখতে লাগল। খুদটুদ মেখে যখন সেই গুদাম থেকে বেরলাম, মৃগয়া-ক্লান্ত রাজার মতো নিজ পারঙ্গমতায় নিজেই সম্মোহিত, ভেতরটায় সত্যি সত্যি বুঝতে পারছি, বেঁচে যদি থাকি, আরও কিছু গিনিসোনা সিওর বরাদ্দ।

দুপুররা একের পর এক ডগডগে সেজেগুজে আসে, আর আমি চোঁ করে এক এক ঢোঁকে মেরে দিই। ক্রমে বন্ধুরাও আমার ওপর বিরক্ত হয়ে গেল। 'তুই সবসময় শুধু ওইসব দেখতে চাস কেন?' 'ওর তো আবার নোংরা সিন না হলে চলবে না!' আমি গায়ে মাখি না। শুধু 'নোংরা' শুনে অবাক হয়ে থাকি। যা আমাকে রোজ গা ধুয়ে দিচ্ছে, তাকে অশুচি বলব কী করে? যে উপনিবেশ আমাকে কঞ্জুষ বাস্তবের ছ্যাঁচড়া ধর্ষকাম থেকে নিত্য আশ্রয়ে রাখছে, তাকে ঘৃণ্য বলব

www.BanglaBook.org

কোন চরিত্রদোষে? আমি শুধু নিজেকে জপের মতো বলি, জীবনের সবচেয়ে বড় বন্ধুকে অস্বীকার করার ক্ষুদ্রতা যেন কোনওদিন না আসে তোমার। আমি 'ওইসব' বলি না, বলি 'সেক্স'। 'ওই সিনেমাটা ভাল্লাগল খুব, কারণ ভাল সেক্স আছে।' শুনে সবাই অস্বস্তিতে পড়ে, সিঁটিয়ে যায়, অনুমান করি, আড়ালে 'শালা পারভার্ট' বলে। আমার কষ্ট হয়, কিন্তু এই অপার ঐশ্বর্যের প্রেমে কলঙ্কভাগী হতে আমার বাধে না। আর, আমি আমার সহ-মানুষদের মতো ক্ষীণপ্রাণ নই বলে, সমাজ-সই হয়ে ওঠার ল্যাল্‌ল্যালানিতে সত্যকে ত্যাগ করিনি বলে, ভগবান আমাকে একে একে চাখতে দেন অপরূপ আদুড় সব ফিল্ম, পড়তে দেন গুমঘরের ছ্যাৎলাধরা দেওয়াল থেকে নিজেকে খুঁড়ে বের করার নভেল, দেখতে দেন সত্তার ছাল পড়পড় করে ছাড়িয়ে নেওয়া ক্যানভাস। আমার আনন্দের চোটে ঢোঁক গিলতে কষ্ট হয়, বুকের মধ্যে তুবড়ি ওগরায়, আমি বুঝতে পারি, সব, সমস্ত, সমুদয় ঔচিত্যকে, ঠিকতাকে, প্রচলিত মূল্যবোধকে লোল্লা পাকিয়ে থুতকুড়ি মেরে ছুড়ে ফেলে শুধু কামনাকে, গরীয়ান, অ-কুণ্ঠিত, ন্যাংটোতম ইচ্ছেকে, নিশানে নিশানে উড়িয়ে নিয়ে চলার একটা পৃথিবী আছে, আর আমি তার নাগরিক, কারণ আমি এর রস গ্রহণ করতে পারি আর ধন্য হওয়ার ক্ষমতা রাখি। আমার আত্মার দোসররা দেশে দেশে যুগে যুগে শিমুলতুলোর

www.BanglaBook.org

মতো উড়িয়ে দেন বল্গাহীন ফ্যান্টাসি, আমি ছাদে একলা ঘুরি আর ডিং মেরে মেরে তার অলৌকিক রেশম লুফে নিই।

ধীরে ধীরে এই গ্রহে আসে ভিসিডি, ডিভিডি, চাকতির ভেতর বিশ্বদর্শন। পাইরেটেড ডিভিডি-র দোকান থেকে উড়ে আসে সারি সারি আনন্দপসরা। গোপন ক্লাবের সহ-মেম্বারের মতো সাদ, বার্তোলুচ্চি, ইমামুরা, পলিন রিজ, কোরিয়া-র জিনিয়াস, ফ্রান্সের সাহসিনী, স্পেনের নিষিদ্ধ, ডেনমার্কের বেশরম, জাপানের একঘরে আমার দিকে তাকিয়ে ফুলকো অধরে হাসেন। আমেরিকার অ্যানি স্প্রিংকল দর্শকদের দিকে তাকিয়ে বলেন, আমার একটা নখ একটু ছোট রেখেছি কেন জানেন তো? সঙ্গমের সময় পুরুষের পায়ুতে আঙুল ঢুকিয়ে দেওয়ার জন্য, ওটা আমার প্রিয় এক ব্যসন। কী অসম্ভব আরামের, না, এই আদিমতার আরক? ঝাঁঝ? এই আক্কেবারে কিচ্ছু না-কেয়ার করা উদোম নিজতা? দৈনন্দিনের প্রতিটি কিচকিচে পল আমরা শুধু সতর্ক থাকি কাপড় যাতে আলগা না হয়ে যায়, কফ যেন উঠে না আসে, আমার খোঁচ লেগে যেন অন্যের মন ছড়ে না যায়, নিজের ইচ্ছেগুলোকে কপাৎ করে যেন গিলে নিতে পারি ক্যারমের পকেটের মতো। সেসব খুব ভাল, আর প্রাণপণে জরুরি। কিন্তু, এর জন্য নিজের বুকে নিজেকে যে উবু হয়ে চেপে থাকতে হয় যুগ যুগ, অনিচ্ছের দানা জমতে জমতে ফেঁপে বিষিয়ে ওঠে মেটুলির থলে,

www.BanglaBook.org

প্যাডিং দিয়ে নিজেকে ফুলিয়ে রাখতে রাখতে টাটিয়ে ওঠে নরম কুঁচকি, তার বৃহৎ ঝাড় আছে। সবচেয়ে বড় : তা ক্রমে নিজেকে নিজের কাছে আসতে শেখায় জুতো ছেড়ে, ঢেঁকুরের শব্দ না করে, খসখস করে পেছন না চুলকে। এ ক্ষয় পুরিয়ে নিতে কেউ ঢুকে পড়ে রবীন্দ্রসংগীতের কোটরে, কেউ সটান কলিং বেল টিপে চলে যায় বার্ট্রান্ড রাসেলের কাছে, আমার নিরাময় পর্নোগ্রাফি। সে আমার সবচেয়ে বউ, সবচেয়ে মা, তার কাছে আমার কাপড় পরাই বারণ, বাতকম্ম গোপন রাখাই বারণ। সে আমার প্রিয়তম, সর্বদুখহর।

তাকে যখন মুখে থুতু দেওয়া হয়, তার পায়ুর নরম মাংসে যখন লাগাতার ঢুকিয়ে দেওয়া হয় সরু সরু কাঠের চোঁচ, ঝুঁটি ধরে যখন বারান্দার এমাথা থেকে ওমাথা হাঁটানো হয় সারারাত, গায়ে লেপে দেওয়া হয় গু, আমি বুকে করে হাঁপাতে হাঁপাতে তুলে আনি, তক্তপোশে তুলে দিই তার ঘা-ওলা পা, মুখ থেকে মুছিয়ে দিই বমির দাগ, অশ্রু তুলে নিই খড়খড়ে ঠোঁট লাগিয়ে লাগিয়ে। আমাদের নির্লজ্জ থেকে যাওয়ার ব্রত, স্বাধীনতা খেয়ে না-আঁচাবার শিক্ষা, আমরা জড়িয়ে নিই মসলিনের চাদরের মতো, দীক্ষার মতো হাওয়া আমাদের পাক খেয়ে খেয়ে ঘোরে, শ্রেষ্ঠ মিস্ত্রির মতো রাত্রি আমাদের জোড়ে জোড় মিলিয়ে অনপনেয় ঝালাই করে দেয়।

www.BanglaBook.org

র বী ন্দ্র প্রো জে ক্ট

রবীন্দ্রনাথের মতো যাঁরা দানবিক বিরাটত্ব নিয়ে জন্মান, তাঁরা অনেক কম বয়স থেকেই নিজের ভেতরে ওই প্রদত্ত ক্ষমতার শনশন ঝাপটা অনুভব করতে পারেন। উপলব্ধি করেন, অন্য সকলের চেয়ে আমি বুঝছি বেশি, অনুভব করছি বেশি, আমার কল্পনা যাচ্ছে বহুদূর, আমার বুদ্ধি অনেক কিছু পড়ে ফেলছে এক্স-রে রশ্মির অলীক দক্ষতায়, আমার মন অনেক রূপ রস বর্ণ ঘ্রাণের নিশ্চিত আভাস পাচ্ছে অন্যরা যে-সব ব্যাপারে একদম কানা। এক-একটা নির্জন দুপুর আমার বুকে খুঁড়ে দিয়ে যাচ্ছে হাঁ-করা গর্ত, বাচ্চারা ঘিরে ধরে শামুক খুন করছে দেখে আমার কলজেময় রক্ত চুঁইয়ে পড়ছে দিনরাত্তির, আকাশভর্তি আলোর দিকে চেয়ে আমার শরীর ও চৈতন্য জুড়ে জেগে উঠছে এমন থরথর শিরশির হু-হু, বালিশে মুখ

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

গুঁজড়ে আড়াল রাখতে হচ্ছে সে আনন্দ-কাঁপন। কিছুদিন পর থেকেই এই অলৌকিক শক্তিধর মানুষরা নিজেদের আর একটি ক্ষমতার পরিচয় পান : তাঁরা অনুবাদ করে ফেলতে পারছেন এই আশ্চর্য আনন্দ-বিষাদকে, উদাস খাঁ-খাঁ চেয়ে থাকাকে, সারা শরীরের মধ্যে রিনরিন ঘুরে বেড়ানো অপূর্ব তরঙ্গকে। কেউ অনুবাদ করছেন বাক্যে, কেউ সুরে, কেউ রঙিন পেন্সিলের আঁচড়ে। তাতে তাঁরা বাহাদুরি তো পাচ্ছেনই, কিন্তু তার চেয়ে অনেক বড় কথা : সেইসব কাণ্ড সম্পন্ন করার সময় এমন একটা অবিশ্বাস্য ভাললাগা ঘটছে, এমন একটা অতুলনীয় তুলকালাম আনন্দ, তার ধারেকাছে তৃপ্তিদায়ক কোনও অনুভূতি বিশ্বে আছে বলে মনেই হচ্ছে না। এই নিজের মধ্যে অলৌকিক ডানার কুঁড়ি স্পষ্ট অনুভব করার পর সেই সব প্রতিভাবান কী করেন? অধিকাংশই, মানে আটানব্বই শতাংশই, চুপ করে শুয়ে শুয়ে পা দোলান ও মৃদু-মৃদু হাসেন, অসামান্য আশীর্বাদের তাপ পোয়ান, এবং মনে করেন, নির্ঘাত বারেবারে আকাশ থেকে তাঁদের ঘাড়ে খসে পড়বে দৈববিদ্যুৎ, আর আপনা-আপনিই আঙুল বেয়ে বয়ে যাবে তার পরমতম প্রকাশ। এই এখন ঠিক যেমন অনায়াসে, যেন না-চাইতেই কেউ জাগিয়ে দিচ্ছে অমোঘতম শব্দটি বা মোক্ষমতম রেখাটি, তেমনই ঘটে চলবে অনন্তকাল, এবং আজ্ঞাবহ প্রতিভা চির-নতজানু থাকবে তক্তপোশের সামনেটিতে। তাঁর তরফ থেকে কর্তব্য বলতে শুধু এই

www.BanglaBook.org

মহিমময় অস্তিত্বটি রক্ষা করে যাওয়া, আর বিশ্বকে ধন্য করতে করতে আলগোছে পদচারণ। জীবন জুড়ে তাঁরা শেষ অবধি কী করেন? অবশ্যই সৃষ্টি করেন কিছু অভাবনীয় শিল্প। আর, অধিকাংশ মুহূর্তেই, অজস্র প্রতিকূলতার, ছোঁচামির, অপমানের, এবং সর্বোপরি অনুপ্রেরণাহৃত বাঁজা খরা-সময়ের প্রবল নির্মম প্রহারে হয়ে পড়েন বিরক্ত ও বিষণ্ণ, নিষ্ফলা ও ধূসর, কোণঠাসা বেড়ালের মতো ফ্যাঁসফ্যাঁসে ও রাগি, কিছুতেই বুঝতে পারেন না গত বসন্তে যে-ছন্দ ছিল ক্রীতদাসের মতো হুকুমবরদার ও হারেম-দাসীর মতো সোহাগী, সে আজ অকস্মাৎ ঠ্যাঁটা ও ঘাউড়া হয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করছে কোন আক্কেলে। শেষ বয়সে এঁরা ক্রমাগত অ্যালবাম ওলটান, কয়েকটা ম্যান অফ দ্য ম্যাচ-এর পুরস্কারকেই ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দ্যাখেন ও পালিশ চড়ান, এবং শেষ অবধি চ্যালাদের ও আত্মীয়দের শোনান সেই সত্যি কিন্তু ঘ্যানঘ্যানে অভিমান : তাঁরা আসলে কত বৃহৎ ছিলেন এবং কীভাবে এই অকৃতজ্ঞ বসুন্ধরা তার দর দিল না। যিনি লিখতে পারতেন সত্তরটা অকল্পনীয় কবিতা, তিনি এইভাবে বাইশটা অপূর্ব কবিতা লিখেই ফৌত হয়ে যান, যিনি ভাস্কর্যে আনতে পারতেন চূড়ান্ত বিপ্লব, তিনি ব্রঞ্জের ইঙ্গিতটুকু দিয়েই নিষ্প্রভ হয়ে যান। অবিশ্বাস্য কার্তুজ কব্জিতে দপদপ করা সত্ত্বেও, নিজেদের অভাবনীয় সম্ভাবনা পূর্ণতা লাভ করার আগেই, নিজের বিরল ও একতম ফুলটির চূড়ান্ত বিকাশের আগেই,

www.BanglaBook.org

আকাশ-ট্র্যাপিজের তুঙ্গ-উড়ালে পৌঁছনোর আগেই, এঁরা হেরে যান, পড়ে যান, পিছলে যান, পাশ ফিরে শুয়ে যান, এবং তাতে তাঁর কাছ থেকে তিনি নিজে ও সারা বিশ্ব যা লাভ করতে পারতেন বা পারত, সব ভাগেই অনেকটা কম পড়ে। সম্ভার শীর্ণ হয়ে যায়।

আর বাকি দুই শতাংশ প্রতিভাবান, যাঁরা হইহই করে জেগে ওঠেন লাবণ্যরৌদ্রে? তাঁরা দ্রুত বুঝতে পারেন, যে পতাকা কাঁধে ন্যস্ত করা হয়েছে, তা বহন করা, উড়িয়ে নিয়ে চলা ও আকাশের গায়ে চিহ্ন এঁকে দেওয়ার জন্য প্রয়োজন যে অসম্ভব অপরিমিত শক্তি, ভাল ভাষায় বলতে গেলে 'শকতি', তা মিনিমাগনা মিলবে না। যেহেতু এই উপহার সাধারণ নয়, একে রক্ষা করার, লালন করার উপায়ও সাধারণ নয়, সহজ নয়। তার জন্য নিজেকে প্রতি মুহূর্ত প্রস্তুতি নিতে হবে। মহৎ শিল্পীর তাই একটুও আলগা দেওয়ার অবকাশ নেই। পাথুরে মাটির চাষার মতো, লাগাতার নিজেকে নিংড়ে দিতে হবে। দিনমজুরের মতো, নাগাড়ে খাটতে হবে। অনুশীলনের মাধ্যমে নিজেকে এমন পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে, যাতে প্রেরণা আসামাত্র তা একদম উচ্চতম ভাষায় যথাযথতম সুরে অব্যর্থতম রেখায় প্রবাহিত হয়ে যায়। এক লহমাও থমকাতে না হয়, অস্ত্র খুঁজে পেতে যেন ক্ষণমাত্র দেরি না হয়। ভিতরবাইরের একগাদা দৈত্যের সঙ্গে লড়তে হবে। শুধু তো অপমান আসবে না, শুধু তো আসবে না কটুকাটব্য, একদম

www.BanglaBook.org

বুকের মধ্যিখান থেকে ফোয়ারার বেগে হুশ উঠে আসবে আত্মতুষ্টি। নিজের প্রতিটি বাক্যকে মনে হবে কোটেশন, প্রতিটি নড়নকে মনে হবে মুদ্রা, প্রতিটি উপবেশনকে মনে হবে সিংহাসনপীড়ন। তখনও নিজেকে রক্ষা করতে হবে সমান কর্কশ ঢাল দিয়ে। যেমন ইতরের ঈর্ষা থেকে অক্ষমের ঝাল থেকে নীচের খিস্তি থেকে বাঁচাতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা নিজেকে আদর করতে হবে সান্ত্বনা দিতে হবে বোঝাতে হবে এ সমস্তই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে যদি তুমি তোমার কাজ ঠিকমতো করে যাও, তেমনি গাড়লের এঁটো হাসি হাত-কচলানি দেখে নিজের ভেতরে যে বাষ্প ফেঁপে উঠছে, তাকে সবেগে পদাঘাত করতে শিখতে হবে, বারবার নিজেকে বলতে হবে এসব দু'পয়সার সিদ্ধাই ছাড়া কিচ্ছু নয় এখনও অনেক অনেক বাকি সম্পূর্ণ আমার ঐশ্বর্য পেতে গেলে এখনও বহু জাগরণ প্রয়োজন। যত প্রাইজ যত সাক্ষাৎকার যত বারফট্টাই চলুক না কেন, সাদা কাগজের সামনে যেন শিশুর মতোই নিঃস্ব ও সন্ধানী হয়ে ফের শুরু করতে পারি, সেই অমলিনতা টেনে আনতে হবে। নিজেকে ঈশ্বরের এক প্রিয় আধার হিসেবে গড়ে তোলা তো সোজা কথা নয়। শিল্পীকে এমন আধার দেওয়া হয়েছে, যা বিরল, অতলস্পর্শী, ধকধকে তেজিয়ান। সে ধারণ করতে পারে অগ্নিগর্ভ সত্য, ছলাৎছল আবেগ, তরবারির মতো যুক্তি, ক্ষারের মতো বোধ। দিনযাপনের পাঁকের মধ্যে দিয়ে টেনে নিয়ে চলার সময়েও, গুঁড়ো

www.BanglaBook.org

কাচভর্তি কাদার মধ্যে দিয়ে ঘষটে নিয়ে চলার সময়েও, সেই আধারের গভীরতাকে সমান রেখে দেওয়া, তার ডৌলকে অক্ষুণ্ণ রেখে দেওয়া, তার ভিতরকে তকতকে শুচি রেখে দেওয়া, জাগ্রত রেখে দেওয়া, প্রায় অলীক জিমন্যাস্টিক্স। অপার্থিব কসরত। যাতে অনুভূতিরা এসে তার মধ্যে দিয়ে চিরকাল নবীন বাঁশির মতোই সহজপথ পেয়ে বয়ে যেতে পারে, একটি পোড়খাওয়া ঘা-সওয়া টোব্‌লানো থ্যাঁতা হৃদয়কে তেমনই সতেজ নলেন রাখব কীভাবে? কী করে মানুষিক লোভগুলি মানুষিক বিলাপগুলি মানুষিক প্রতিশোধস্পৃহাগুলি থেকে দূরে থাকব? আর তা যদি থাকতে না-ও পারি, তা হলেও শিল্পরচনাসময়ে তারা যেন কিছুতে কাছ ঘেঁষতে না পারে সেই মন্ত্রপূত বেড়া তৈরি করব কী করে? অকস্মাৎ টেবিলের সামনে ইজেলের সামনে ক্যামেরার সামনে কীটদষ্ট ফতুয়া পরিহার করে কীভাবে হয়ে ওঠব ফের এক তপতপে নিটোল উন্মোচিত পবিত্র আলোপাখি? বাইরে ট্যাক্সিওলার সঙ্গে সাংঘাতিক নোংরামো কলিগের সঙ্গে মারাত্মক ধাস্টামো বউয়ের সঙ্গে আন্তরিক শয়তানি করার পরে ভেতরঘরে এসেই কীভাবে নিজেকে জাদু-রূপান্তরিত করব এক নগ্ন মোমের পাতে, যেখানে শ্বাস ফেললেও দাগ পড়ে যায়, গাছ থেকে একটি চিকন পাতা খসলেও তার বেদনা আঁকা হয়ে যায় গভীর ও চারু সংকেতে?

এসব প্রশ্ন আদ্ধেক প্রতিভাবানের মনেও আসে না। নিজের

www.BanglaBook.org

মতো লিখব থাকব আর খুব খানিক আশা করব আমার কাজে যেন কোনও প্রতিকূলতা না আসে সবাই যেন আমায় ভালবাসে পুঁজিপতিরা যেন আমায় বিনিপয়সায় ফ্ল্যাট দেয়, আর এইসব না পেলেই স্তম্ভিত ও হতচকিত হয়ে প্রাণপণ বিলাপ করব ঠোঁট ফোলাব খেউড় গাইব ডিপ্রেশনে ভুগব : এই তো সরল জীবনচর্যা। এর মধ্যে আবার চব্বিশ ঘণ্টা মিলিটারির মতো জীবনব্যায়াম আসছে কোত্থেকে, আর আশ্চর্য প্রতিভাবান হয়েই যে আমি সব্বার মাথা কিনে নিয়েছি এই সাদা কথাটাকে ঘুলিয়ে আমাকেই বাধা না-পেরোতে পারার জন্য দায়ী করা হচ্ছে কোনদেশি ফরমানে? কিন্তু কিছু প্রতিভাবান, খুব বিরল ও অল্পসংখ্যক প্রতিভাবান, এই সাদাসাপটা স্ব-আরোপিত হাঁদামির বৃত্তে প্রবেশ করেননি। রবীন্দ্রনাথের মতো লোক, যাঁরা ভাবতে শুরু করেছেন অনেক আগে থেকে, আর ভাবনার আওতায় নিজেকে রেখেছেন সমান ধারালো অনুবীক্ষণের তলায়, যাঁরা বুঝেছেন সচেতনের জীবনযাপন একটি পুরো সময়ের জাগ্রত চাকরি, জীবন মানে পড়ে-পাওয়া শ্বাসসমষ্টিমাত্র নয়, জীবন একটি ফুলটাইম জব, এবং প্রতিভাবানের প্রতিভা যদি অর্ধেক হয় তা হলে আত্মপ্রয়োগ বাকি অর্ধেক এবং এই দুই না-মিললে বৃত্ত সম্পূর্ণ হবে না হয় না হতে পারে না—তাঁরা পুরো সময়টাই পরীক্ষা দিয়ে গেছেন, পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিয়েছেন। একজন গাছ যেমন তার মর্মে আলোধর্ম অনুভব করে এবং ইট-পাথর-

www.BanglaBook.org

ধুলোরাশি সব বাধাকে প্রাণপণ শক্তি দিয়ে সরিয়ে ঠিক আকাশের দিকে মুখ তোলার সাধনায় আত্মপ্রয়োগ করে, তেমনি রবীন্দ্রনাথ অনুভব করেছিলেন, বহু আগে থেকে, তাঁর নিজের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ হয়ে ওঠার (প্রতি মুহূর্তের রবীন্দ্রনাথের চেয়ে রবীন্দ্রনাথতর হয়ে ওঠার) অসীম সম্ভাবনা, এবং সমস্ত মনপ্রাণ নিয়ে তিনি সেইদিকে চলেছেন। ধেয়েছেন জীবনধারা বেয়ে। না, পুষ্প যেমন আলোর লাগি না-জেনে রাত কাটায় জাগি, তেমন নয়। রীতিমতো জেনে, লক্ষ্য স্থির রেখে, ধ্যানবিন্দু সমুখে রেখে, রবীন্দ্রনাথ সূর্যোদয়ের আগে উঠে পুবদিকে তাকিয়ে বসে থাকতেন। নিজেকে গুছিয়ে নিতেন। পথ নির্ণয় করতেন। আত্মপ্রশ্রয় তাঁর অভিধানে ছিল না। নিজেকে নিয়ে ন্যাকামি তিনি করতেন না। নিজের মায়ায় চোখ উছলে উঠল আর নয়নজলে নিজের দায়গুলি ভাসিয়ে তিনি দুশমন অ-সমঝদার বিশ্বকে ভিলেন ঠাওরাতে বসলেন, সে-আরাম, সে সহজতার আত্মফাঁকি তিনি নিজের জন্য নির্বাচন করেননি। উল্টে, নিজের চেষ্টাকে তিনি করে তুলতে চেয়েছেন পবিত্র স্তবের মতো, বা উঁচুতে চলে যাওয়া গানের সুরের মতো, যা নিজের চ্যুতিকে এতটুকু প্রশ্রয় দেয় না বরং সংহার করে। নিজের উদ্যমকে তিনি করতে চেয়েছেন একটি টানটান জ্যা-র মতো, একটি টনকো রথের ঘর্ঘরে চাকার মতো, যা নিজ নিপুণতার সুস্থিত বিশ্বাসে বেজে ওঠে, নিজের সাধনাকে তিনি করতে চেয়েছেন চিত্রিত

www.BanglaBook.org

আংরাখার মতো, যা অঙ্গের তাবৎ জড়ুল মেচেতা কান্তি সৌষ্ঠব আবৃত করে জেগে থাকে রাজচক্রবর্তীর অভিজ্ঞানের দীপ্তিতে।

ডানহাতে দৈবকলম প্রদত্ত, জানার সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বাঁ-হাতে আয়ত্ত করেছিলেন এক নির্দয় চাবুক, যা শুধু নিজের প্রতি হানা যায়। শিল্পী সাধারণত শ্রমকে বাঁকা চোখে দেখেন। নিজের খামখেয়ালকে, পাশবালিশকে অনন্ত প্রশ্রয় দেন। মনে করেন, প্রতিভার চলন ঠিক শ্রমের বিপরীতে। অন্য লোকে শ্রম করেও যা পারে না, আমি বিনাশ্রমেই তা পারি, ফলে আমার ধর্মই তো অনায়াস চয়ন, আমি আবার গাধার খাটনি খাটতে যাব কেন, এই হয় তাঁদের মনোভাব। আর রবীন্দ্রনাথ কী করলেন? খাটান দিলেন খাদান-শ্রমিকের চেয়েও বেশি। এমন কোনও সংস্কার ওঁর ছিল না যে ঘাম ঝরালে শিল্পীর মহিমা কমে যায়। বরং উনি নিখুঁত বুঝেছিলেন, প্রতিভার পুরোটা নিংড়ে নিতে গেলে, পূর্ণ বিকাশে পৌঁছতে গেলে, বহু কাণ্ড প্রয়োজন, যার একটি হল নীচের ঠোঁট দাঁতে চেপে মারো জোয়ান হেঁইয়ো। নাগাড়, নাছোড় উদ্যোগ। এই কথাটা, এই গ্ল্যামারহীন ঘেমো সত্যটা, ভেবে পাওয়াই একটা জিনিয়াসের পরিচয়। তার ওপর, সামনে যখন আর কোনও এইরকম উদাহরণ নেই, এবং যাঁরা সঙ্গে চলছেন তাঁদের যখন অতি সহজে অল্প উদ্যমেই বহু ক্রোশ পিছনে ফেলে আসা গেছে, সন্দেহাতীত জিতে যাওয়া গেছে, তখনও অমন আকুল

www.BanglaBook.org

কামড়ে পড়ে থাকাটা আরও বড় জিনিয়াসের কাজ। একবার ভাবুন, একজন ঘাড়ে নিয়েছেন অতিমানব হওয়ার প্রোজেক্ট; বিশ্বের যতগুলো অনুভূতি থাকা সম্ভব, সবগুলো, সমস্তগুলো, আগাপাশতলা সমুদয়গুলো, যথাসম্ভব তীব্রতায় অনুভব করা ও তাদের বাংলা নামক একটি ভাষায় তাবৎ কারুকাজ-সহ প্রকাশ করার প্রোজেক্ট; একটি গোটা ভাষাকে ও সংস্কৃতিকে একা হাতে গড়ে তোলার, সংজ্ঞায়িত করার প্রোজেক্ট। ভেবে সহস্রবার থমকাতে হয়। এ জিনিস আবার শুধু খাটুনি দিয়ে হয় না, রোজ ভোর-ভোর ঘুম থেকে উঠে পড়া দিয়েও হয় না। শুধু অলৌকিক প্রতিভা দিয়েও হয় না। অনেক, অনেকগুলো উপাদান একসঙ্গে মিশলে হয়। সেগুলো আপনাআপনি এক সুন্দর ও মঙ্গলময় সকালে মিশ খেয়ে যায় না। নিজের ক্ষমতার চরমে গিয়ে, প্রতিটি শিরা প্রতিটি তন্তু প্রতিটি কোষ টাটিয়ে চিন্তা করে, পরিকল্পনা করে, ওজন করে, অনুপাত বুঝে, ঝুঁকি নিয়ে, সেগুলোকে মেশাতে হয়, তার পরিণাম ও অনভিপ্রেত অভিঘাত আন্দাজ করতে হয়, তা সহ্য করার জন্য আবার নিজেকে বহু দফা তৈরি করতে হয়। এই গোটা অতিমানুষিক আত্ম-ম্যানেজমেন্ট'টা রবীন্দ্রনাথ নিজে ভেবে পেয়েছিলেন ও সম্ভব করেছিলেন। বাঙালির একটা ধারণা আছে, প্রতিভার সঙ্গে হিসেব জিনিসটা মেলে না। রুটিন বা শৃঙ্খলা কথাগুলো যেন প্রতিভাকে কিঞ্চিৎ অপমান করে, ওর দৈব মহিমায় ভেজাল মেশায়। রবীন্দ্রনাথ এই ভেবে বসে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

থাকার মতো ক্যালাস ছিলেন না। বরং বুঝেছিলেন, নিক্তি মেপে গোটা ভ্রমণপথটার, রুট-টার, তন্নতন্ন পরিকল্পনা করে না-নিলে তাঁর এমন সোনার তরী কূলে ভিড়বে না। বহু সময় ব্যেপে ধারাবাহিক ভাবে নিজের ক্ষমতার তুঙ্গে থেকে ফসল উৎপন্ন করে যাওয়া, এ কখনও স্বতঃই ঘটতে পারে না। সারা জীবন জুড়ে তাঁর মন্ত্র ছিল মূলত একটাই : নিজেকে প্রয়োগ করো, নিজেকে প্রয়োগ করো, নিজেকে প্রয়োগ করো। প্রয়োগ করা মানে শুধু লেখা নয়, চিন্তা করা, জাগ্রত থেকে পৃথিবীর সবটা শুষে নেওয়া, চারপাশে প্রবহমান সব কিছুতে অংশ নেওয়া, সর্বগ্রাসী হয়ে সাহিত্যের প্রতিটি শাখা শাসন করা। এবং এই সব কিছুর জন্য, এই অভাবনীয় নেবুলা-কাণ্ড মরজগতে ঘটাবার জন্য, এমন তুঙ্গস্পর্শী মনীষা নিজের মধ্যে ধারণ করার জন্য একটি হৃদয়ধাঁচ প্রয়োজন। শাণিত বুদ্ধি, গভীর সমঝদারি ও হাড়ভাঙা রেওয়াজ, এর সংমিলনে সে ভিত্তি হয়তো লাভ করা যায়। আবার, ওই হৃদয়ধাঁচটিকে শুধু আয়ত্ত করাই যথেষ্ট নয়, তার অনুকূল আবহাওয়া তৈরি রাখতে হয় অনুক্ষণ। আর তা করতে হয় দক্ষ, নিষ্ঠুর ও বেপরোয়া ভাবে।

প্রতিভা রক্ষার জন্য সব কিছুকে ত্যাগ করতে প্রস্তুত থাকব, কোনও কিছুর জন্যই প্রতিভায় এতটুকু আঁচড়ও সহ্য করতে প্রস্তুত থাকব না—এই মনোভঙ্গির আশ্রমে যাঁরাই ভর্তি হয়েছেন, তাঁরা অবিলম্বে রন্ধ্রে রন্ধ্রে উপলব্ধি করেছেন

www.BanglaBook.org

এক আশ্চর্য প্যারাডক্স : প্রতিভা রক্ষার জন্য সবচেয়ে সিরিয়াস ভাবে যা অনুসরণ ও আত্মীকরণ করতে হবে, তা হল : খেলাচ্ছল। বিশ্বকাপ ফাইনাল খেলতে নামার আগে সব অধিনায়ক তাঁর দলকে কী উপদেশ দেন? যাও এবং খেলাটা উপভোগ করো। মানে কী? আজকে তো মরণ-বাঁচন লড়াই। সবচেয়ে টেনশনের দিন। তা হলে উপভোগ করব কী করে? ওইখানেই সবচেয়ে দামি ও জরুরি জাগলিং। আশ্চর্য আত্মনিয়ন্ত্রণের ম্যাজিক। নিজেকে চেষ্টা করে রাখতে হবে ফুরফুরে, আনন্দময়, খেলার প্রতিটি কণায় আগ্রহী ও উৎফুল্ল, তবেই বেরিয়ে আসবে সেরা কৌশল ও নৈপুণ্য। পৃথিবীর ভার বা দেশোদ্ধারের বাটখারা ঘাড়ে চাপিয়ে নিলে স্ট্রোকগুলো আড়ষ্ট হয়ে যাবে, দৌড় হয়ে পড়বে অস্বচ্ছন্দ। ফলে, চেষ্টা করে নিজেকে রাখতে হবে টানা স্বতঃস্ফূর্ত! নিজের ওপর আরোপ করতে হবে এক দায়হীন স্বাধীনতা! এই প্যারাডক্সের প্রভু হতে পারলে, তবে সর্বোচ্চ সাফল্য করায়ত্ত হবে। শিল্পে সর্বাগ্রে ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ যা প্রয়োজন: নিজের মধ্যে সর্বক্ষণ এক প্রসন্নতা লালন করা। কারণ প্রতিভাকে যদি কেউ কুপিয়ে খুন করতে পারে সে হল বিষাদ। এবং এই তুমুল আত্মজ্ঞানে বুঝেশুনে যে বেরিয়েছে, সে বিষাদকে জিততে দিতে পারে না। প্রসন্নতা মানে আমরা যে আড্ডা-আসরে হাসিখুশি ভাব বুঝি তা ঠিক নয়। এর মানে হল স্রেফ বেঁচে থাকা থেকে উৎসারিত যে-মাদকতা, তার

www.BanglaBook.org

আস্বাদনের জন্য নিজেকে সতত প্রস্তুত রাখা। তার রস আষ্টেপৃষ্ঠে পান করা। প্রাণ আমাতে প্রদত্ত হয়েছে, এই পুলকেই টায়েটায়ে পূর্ণ থাকা। যা-ই আসুক না কেন, যা-ই ঘটে যাক, সেই উল্লাস, সেই জীবন-আনন্দ, সেই স্ফূর্তি, শুধু বেঁচে থাকার, শুধু রৌদ্র দেখার, শুধু নিশীথ রাতের বাদল ধারার অবিশ্রান্ত ধ্বনি শোনার, শুধু নিজের মধ্যে নিজে মগ্ন থাকার, গন্ধভরে তন্দ্রাহারা থাকার যে-প্রফুল্লতা, তা ভেতরমহলে ঠায় অব্যয় ধ্রুব রেখে যেতেই হবে। হবেই। এ হল যে কোনও শিল্পীর আত্মবিকাশ-প্রকল্পের ভিত্তি। কিন্তু আঘাতে আঘাতে নুয়ে যেতে যেতেও ঠিক খাড়া হয়ে এ-জিনিস অক্ষুণ্ণ রাখা জগতে সবচেয়ে কঠিন কর্ম। সমগ্র জীবন ধরে রাজছত্রের মতো নিজের মাথার ওপরে এ গভীর অন্তরহরষের সামিয়ানা বিরাজমান রাখা অসম্ভব বললেই চলে। আজ নয় কাল, কাল নয় পরশু, জীবনের অস্ত্রগুলি এসে তোমাকে ছেদ করবেই। পোড়াবেই। টুঁটি ধরে স্রোতের তলায় ডুবিয়ে দেবেই। পৃথিবীর যে কোনও প্রকৃত গ্রেট তাই সম্ভাব্য এই আক্রমণের বিরুদ্ধে দুর্গ রচনা করে রাখেন। কিছু স্ট্র্যাটেজি গ্রহণ করেন। রবীন্দ্রনাথও তা-ই করেছিলেন।

এই রক্ষণ তৈরির ক্ষেত্রে প্রথম কাজ হল, 'আমার যখনই ইচ্ছে করবে তখনই সম্পূর্ণ একলা থাকতে পারব' এমন বাতাবরণ সৃষ্টি করা। কেন এক শিল্পীর একা থাকা প্রয়োজন, তা সহজ বুদ্ধিতেই বোঝা যায়। যাতে কেউ তাঁর কাজে

www.BanglaBook.org

ব্যাঘাত না-ঘটায়। এ-কথা শিল্পীমাত্রেই বোঝেন, একবার সুতো কেটে গেলে বিশ্বের সেরা কবিতাটি চিরকালের জন্য অনস্তিত্বের গর্ভে চলে যেতে পারে। ভাবনাটি অঙ্কুরিত হচ্ছিল, ঠিক তক্ষুনি বন্ধু এসে বলল 'ক্র্যা, কেমন আছিস' কিংবা বউদি এসে বলল, 'পঞ্চাশ পোস্ত, জলদি', আর চিরকালের মতো একটি মোক্ষম লাইন তার সাতাশ লাইনের মাস্টারপিসে স্ফীত হওয়ার সকল সম্ভাবনা নিয়ে ভেসে গেল আওতার বাইরে, এ খুব বিরল ঘটনা নয়। একজন রবীন্দ্রনাথের মাপের সাধনাব্রতী, যিনি বাতিল লাইন কাটার হিজিবিজিকেও লাবণ্যরূপ দেন, তিনি সে ন্যূনতম সম্ভাবনাও অ্যালাউ করবেন না। কিন্তু তার চেয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ : জনমানুষের সঙ্গে থাকতে থাকতে শিল্পীর আধার ক্ষয়ে যায়। কারণ অধিকাংশ মানুষ নির্বোধ ও অগভীর। ঠুনকো, ফঙ্গবেনে, মল ছাড়া ভেতরে কিচ্ছু না-থাকা এইসব প্রাণী আমাদের চারপাশে ঘুরঘুর করছে, এইসব জনপিণ্ডের সঙ্গে গাঁটবাঘবি করে আমাদের চলতেফিরতে হচ্ছে, টক্কর নিতে হচ্ছে, গল্পগুজব করতে হচ্ছে, ব্যাপার চুমোচুমি অবধিও গড়াচ্ছে। এতে, উঁচু তারে বাঁধা মন নিমেষে শিথিল হয়ে আসে। বড় টেবিল টেনিস প্লেয়াররা খারাপ টেবিল টেনিস প্লেয়ারদের সঙ্গে খ্যালেন না। বলেন, ওতে আমার ফর্ম পড়ে যাবে। আঁদ্রে জিদ বলেছিলেন, মহৎ শিল্পী হতে গেলে পরিবার থেকে প্রায়ই পালাও। নিজেকে নিজের মতো করে গড়ে নেওয়ার জন্য, নিজের

www.BanglaBook.org

সাধনা বিষয়ে নিজেকে বারেবারে মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য, ফসলের উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত করার জন্য, শিল্পীকে বারেবারে একা থাকতে হয়। একমাত্র এই একলাসময়েই শিল্পী নিজেকে পান অখণ্ডিত, অকর্তিত, ছোপহীন, কোরা সৎ, স্পষ্ট দেখতে পান নিজের ভেতরের স্বর্গখেলনা ও পাতালকাথ, পুণ্যের জোনাকি ও পাপের আরক, এবং এসব মিলিয়েই তৈরি হয় মৌলিক জল, যা আঁজলা করে ঢালা হয় শিল্পে শিল্পে। রবীন্দ্রনাথ তা জানতেন। এবার বীণা তোমায় আমায় আমরা একা হতে গেলে, নিজের মুখোমুখি সন্ধেবেলা বসে নিজের কড়াক্রান্তি হিসেব নিতে গেলে, নিজের ঘ্রাণে আকুল হয়ে পায়চারি করতে গেলে, একটি আকাট প্রাণীকেও কাছ ঘেঁষতে দেওয়া যায় না। যেমন ধ্যানের সময়, পূজার সময় সাধক কাউকে সাধনাগৃহে ঢোকার অধিকার দেন না। রবীন্দ্রনাথকে এ-কাজে সাহায্য করেছিল তাঁর টাকা, তাঁর পরিবারের ঐতিহ্য, যেখানে পুরুষমানুষ যদ্দিন ইচ্ছে বেরিয়ে পড়তে পারেন, জবাবদিহির প্রশ্ন নেই, এবং তাঁর খাজনা আদায়ের কাজ। অবশ্য ও-কাজ না-থাকলে তিনি এমনিই বেরিয়ে পড়তেন, হলফ করে বলা যায়। ওঁর একটা বড় প্রিয় অভ্যাস ছিল, সন্ধের দিকটায় আস্তে আস্তে বেড়াতেন। আমরা অনুমান করতে পারি, নিবিষ্ট মনে নীচের দিকে চেয়ে, কখনও চকিতে মুখ তুলে আকাশের আঁধার ও নক্ষত্র দেখে নিয়ে, ফের হাত দু'টি পিছনে রেখে, একলা, নিজের সঙ্গে। ওই চারপাশ থেকে

www.BanglaBook.org

ঘনিয়ে আসা আঁধার তাঁকে আরও নিবিষ্ট হয়ে নিজের মধ্যে প্রবেশ করতে সাহায্য করত। প্রাণ সৃষ্টি করতে গেলে একজনকে আরেকজনের মধ্যে প্রবেশ করতে হয়। মহাপ্রাণসম্পন্ন শিল্প সৃষ্টি করতে গেলে নিজেকে নিজের মধ্যে প্রবেশ করতে হয়। এই ক্রিয়া কারও সামনে ঘটতে পারে না, এতই নিভৃত, সঙ্গোপন। চলতি স্রোত থেকে বহু দূরে এই পায়চারি-টি করে, খ্যাতি-বিদ্রূপ-গেরস্থপনা-কলতলার কলহ থেকে বহু দূরে এসে, শুধু নিজের কাজকে নিজের উদ্দেশ্যকে নিজের প্রেরণাকে ছুঁয়েছেনে দেখেশুনে, নিজেকে ধুয়ে নিতেন। অসীম দিয়ে ধুয়ে নিতেন। শিল্পীর এটাই স্নান। এই একাকিত্বে অবগাহন। শিল্পীর এটাই নিরাময়। মানুষের নীচতা মানুষের ক্ষুদ্রতা মানুষের লঘুতা তাঁর বুকে যে ফুটোগুলো করে দেয়, সেগুলোকে ফের বুজিয়ে নেওয়ার লেই এই নির্জনতা। এখানে না-আছে তাঁর স্মার্ট হওয়ার দায়, না-আছে বৈঠকখানা-সই হয়ে ওঠার তাড়না, না-আছে অন্যকে সহন করার ভণিতার প্রয়োজন, না-আছে নগ্ন নিজেকে এতটুকু লুকিয়ে ফেলার গরজ। একলা শিল্পী করেন কী, আত্মময় রাজ্যে, নিজের প্রিয় অংশগুলোকে, সম্পদগুলোকে, একটা ভাঙা লাইনকে, একটা কখনও-না-বলতে-পারা আকাঙ্ক্ষাকে, তিনটে আলগোছ চিন্তাকে, একটা হবু গানকে, চারটে ধারণাভ্রূণকে, দু'টো অন্য শিল্পের আহরণযোগ্য কণাকে, আসবাবের মতো চারিদিকে ছড়িয়ে রাখেন। আর, বড়

www.BanglaBook.org

আদরের সঙ্গে সেগুলোকে স্পর্শ করে করে, ঘুরে ঘুরে বেড়ান। নিজেকে আবিষ্কার ও আলিঙ্গন করার এই রিচুয়াল, এই নিজেকে চুমু খেয়ে খেয়ে পুনর্তৈরি করে নেওয়ার রুটিন, তাঁকে দেয় ওই সহজাত প্রসন্নতা রক্ষা করার কবচ। এই আত্মস্নান এত নিবিড়, এত আপন, এত পবিত্র, এ সময়ে কেউ পাশে পাশে চলতে লাগলে অসহ্য বোধ হয়, কেউ গায়ে নিশ্বাস ফেললে মনে হয় দিই দু'ঘা কষিয়ে। 'এমনি আমি স্বভাবতঃ অসভ্য—মানুষের ঘনিষ্ঠতা আমার পক্ষে নিতান্ত দুঃসহ। অনেকখানি ফাঁকা চতুর্দিকে না পেলে আমি আমার মনটিকে সম্পূর্ণ unpack ক'রে বেশ হাত পা ছড়িয়ে গুছিয়ে নিতে পারি নে। আশীর্বাদ করি মনুষ্যজাতির কল্যাণ হোক, কিন্তু আমাকে তাঁরা ঠেসে না ধরুন।' এবং অবশ্যই : 'জগৎসংসারে অনেকগুলো প্যারাডক্স্ আছে, তার মধ্যে এও একটি যে, যেখানে বৃহৎ দৃশ্য, অসীম আকাশ, নিবিড় মেঘ, গভীর ভাব, অর্থাৎ যেখানে অনন্তের আবির্ভাব সেখানে তার উপযুক্ত সঙ্গী একজন মানুষ—অনেকগুলো মানুষ ভারী ক্ষুদ্র এবং খিজিবিজি। অসীমতা এবং একটি মানুষ উভয়ে পরস্পরের সমকক্ষ—আপন আপন সিংহাসনে পরস্পর মুখোমুখি বসে থাকার যোগ্য। আর, কতকগুলো মানুষে একত্রে থাকলে তারা পরস্পরকে ছেঁটেছুঁটে অত্যন্ত খাটো করে রেখে দেয়—একজন মানুষ যদি আপনার সমস্ত অন্তরাত্মাকে বিস্তৃত করতে চায় তা হলে এত বেশি জায়গার

www.BanglaBook.org

আবশ্যক করে যে কাছাকাছি পাঁচ ছ জনের স্থান থাকে না।' অর্থাৎ ওই মাইল মাইল চষা মাঠের ওপর দাঁড়িয়ে, নদীর শুকনো চরের ওপর দাঁড়িয়ে, জনমানবশূন্য খাঁ খাঁ প্রান্তরে দাঁড়িয়ে চাঁদের দিকে তাকিয়ে, মনে হয়, আমি একা শুধু জন্মেছি, আর কেউ কোথাও নেই, কিচ্ছুটি নেই, কোনও সভ্যতা তৈরি হয়নি, কোনও সমাজ কোনও ব্যাকরণ কোনও প্রথা কোনও দায় আমার হাত-পা'য় বেড়ি দিতে পারেনি, শুধু এই মুহূর্তে আমার ভাবনাগুলি রয়েছে, আর আমার ভাষা। আমার ভাব আর আমার কলম। ব্যস। এইখানে নিজেকে নিয়ে না-ফেললে শিল্পীর মন থেকে প্রায়ই ফসকে যায় যে তিনি একজন রাজরাজেশ্বর, স্বরাট, অঘটনঘটনপটীয়ান, পূর্ণ নির্দায়, স্বৈরাচারী। এই বোধ, স্পর্ধা ও প্রত্যয় না-থাকলে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় শিল্পীদের একজন হওয়া অসম্ভব। এই প্রস্তুতি-তপস্যার অপরিহার্যতা জেনে, যাপনের একটি প্রধান স্ট্র্যাটেজি হিসেবে রবীন্দ্রনাথ একলা হয়ে যাওয়ার ক্রমাগত ব্যবস্থা অত্যন্ত সচেতন ভাবে করেছিলেন।

শিল্পীর আরেক আবশ্যক কর্তব্য : অব্যর্থ চিনে নেওয়া, নির্ধারণ করা, কী তাঁকে সবচেয়ে উদ্দীপিত করছে। কী তাঁকে সর্বোচ্চ 'কিক' দেয়। ওই নেশাদ্রব্যটিকে প্রায়ই ব্যবহার না-করলে তিনি নিজেকে বয়ে নিয়ে যেতে পারবেন না বেশিদূর, নিজের প্রাণশক্তির প্রাবল্য বজায় রাখতে পারবেন না এত লম্বা রেসে। বহু শিল্পীকে সবচেয়ে উসকে রাখে : যৌনতা। কাউকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

যৌন ক্রিয়া, কাউকে শিরায় শিরায় যৌন উত্তেজনার অনুভবটুকু। পিকাসো একটি নির্দিষ্ট সিরিজের প্রতিটি ছবি আঁকার আগে (সম্মত) প্রেমিকাকে অতি নিষ্ঠুর ভাবে ভোগ করতেন। কাউকে প্রাণিত করে ড্রাগ, মদ। তাই বহু শিল্পী শরীরে ঢুকিয়ে নেন অল্প বিষ, ঘোর, তারপর আকাশচারী হওয়ার সুবিধে ঘটে। কেউ জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করেন নিজের সাফল্যচিহ্ন। ভিভ রিচার্ডস মোটিভেশন হারিয়ে ফেলার পর তাঁকে দেখানো হত নিজের অসামান্য ইনিংসগুলির ভিডিও ক্লিপিংস। রবীন্দ্রনাথের এই চির-উদ্দীপক ছিল : প্রকৃতি। এই নেশাবস্তুটি তাঁর স্বভাবের বিরাটতার সঙ্গে মানানসইও বটে, আর তাঁর ভাগ্যের পক্ষেও প্রবল অনুকূল। বঙ্গদেশে আর যাই হোক প্রকৃতির অবাধ সম্ভারের অপ্রতুলতা তখন ঘটেনি। রবীন্দ্রনাথের ডানা যেই না ক্লান্ত হয়ে আসত, উনি দৌড়ে চলে যেতেন তাঁর চিরসখী, চিরধাত্রীর কাছে। ব্যস, অমনি তাঁর বিস্ময়ের ও পুলকের আর অবধি থাকত না। 'মাথাটা জানলার উপর রেখে দিই—বাতাস প্রকৃতির স্নেহহস্তের মতো আস্তে আস্তে আমার চুলের মধ্যে আঙুল বুলিয়ে দেয়, জল ছল্ ছল্ শব্দ করে বয়ে যায়, জ্যোৎস্না ঝিক্ ঝিক্ করতে থাকে এবং অনেক সময় 'জলে নয়ন আপনি ভেসে যায়'।' এই সম্ভার দেখে দেখে, কোনও প্রয়াস ছাড়াই, তিনি নিমেষে মোহিত, আবিষ্ট হয়ে যেতেন, উপচে উঠতেন ' এই অনিঃশেষ উৎস ফের তাঁর জীবনপাত্র

www.BanglaBook.org

পূর্ণ করে দিত। ভালবাসতে পারার ক্ষমতা সবার থাকে না, জ্যোৎস্না দেখে হৃদয়ের দু'কূল ভেসে যাওয়ার ক্ষমতাও নিয়ে জন্মাতে হয়। প্রকৃতির শোভা আমাদের অল্পবিস্তর সবারই ভাল লাগে, টাইগার হিলের সূর্যোদয় দেখতে আমরা আগেভাগে ব্রাশ করে রেডি থাকি। এটা কিন্তু সেই সাধারণ স্তরের ভাল লাগা নয়। এটা হচ্ছে একটা সর্বোচ্চ নেশা, একটা মাতলামি। একটা অকারণ উতরোল আনন্দঢেউ, একটা উন্মাদ সুখ ভেতরে অনুভব করা, বারবার, প্রতিবার। প্রেমের এত অ-পুরনো থাকার ক্ষমতা নেই, হয়তো ছোবলের নেশাও তীব্রতা হারায়, কিন্তু একই নদী, একই পাতাঝরা, একই সন্ধ্যামেঘ, একই ঝাঁ ঝাঁ দুপুর দেখে এই কবি প্রতিদিন সমান তরঙ্গিত হয়ে উঠতেন। 'আজকাল আমি বিকেলে সন্ধের দিকে ডাঙায় উঠে অনেক ক্ষণ বেড়াতে থাকি—পূর্ব দিকে যখন ফিরি এক রকম দৃশ্য দেখতে পাই, পশ্চিমে যখন ফিরি আর-এক রকম দেখতে পাই—আকাশ থেকে আমার মাথার উপরে যেন সান্ত্বনা বৃষ্টি হতে থাকে, আমার দুই মুগ্ধ চোখের ভিতর দিয়ে যেন একটি স্বর্ণময় মঙ্গলের ধারা আমার অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করতে থাকে। এই বাতাসে আকাশে এবং আলোকে প্রতিক্ষণে আমার মন ছেয়ে যেন নতুন পাতা গজিয়ে উঠছে—আমি নতুন প্রাণ এবং বলে পরিপূর্ণ হয়ে উঠছি।' এবং : 'সৌন্দর্য আমার পক্ষে সত্যিকার নেশা! আমাকে সত্যি সত্যি ক্ষেপিয়ে তোলে! ছেলেবেলায় বসন্তের জ্যোৎস্নারাত্রে যখন

www.BanglaBook.org

ছাদে পড়ে থাকতুম তখন জ্যোৎস্না যেন মদের শুভ্র ফেনার মতো একেবারে উপচে পড়ে নেশায় আমাকে ডুবিয়ে দিত।' আর এই কবির সুরটা যেহেতু বাঁধা ছিল জীবনের চিরন্তন অনুভূতিগুলির সঙ্গে, তাঁর ভাবনার মূল উৎসমুখগুলো সকল সেলাই অস্বীকার করে পটপট করে খুলে যেত, যেই না প্রকৃতি—যে সনাতন, আদিম, চিরবিরাজমান ও অবিনাশ—তার অফুরান ইন্দ্রজাল কবির সামনে মেলে দিত। এই ব্যাপার তাঁকে পাঠও দিত, কারণ 'চারি দিকে এমন সব জিনিস দেখা যায় যা আজ তৈরি করে কাল মেরামত করে পরশু দিন বিক্রি করে ফেলবার নয়, যা মানুষের জন্মমৃত্যু ক্রিয়াকলাপের মধ্যে চিরদিন অটলভাবে দাঁড়িয়ে আছে—প্রতিদিন সমানভাবে যাতায়াত করছে এবং চিরকাল অবিশ্রান্ত ভাবে প্রবাহিত হচ্ছে।' উনি ওঁর রচনাকে করতে চাইতেন সমধর্মা। যা স্থানের গণ্ডিতে বাঁধা পড়বে না, কালের গণ্ডিতে বাঁধা পড়বে না, সূর্যোদয় বা সূর্যাস্তের মতো চিরায়মান ও কল্যাণতম হয়ে মহাবিশ্বে মহাকালে খচিত থাকবে। কিন্তু সে-কথা থাক। আজ বলছি, আকাশের আর নদীর আর দিগন্তের কোল ঘেঁষটে যেই না এই শিল্পী দাঁড়াতেন, অমনি বুঝতেন, এ-জীবনে অন্তত অক্সিজেনের খোঁজে তাঁকে হাঁপ টানতে হবে না। হৃদয়ধাঁচ যখনই এতটুকু অবসন্ন হবে, ওই প্রসন্নতা যেই নুয়ে পড়বে কিছুটা, তাঁকে শুধু চলে আসতে হবে মাইল মাইল অপেক্ষারত প্রকৃতির কাছে। এবার, এ তো এক প্রবল

www.BanglaBook.org

সৌভাগ্যের আখ্যান, যে, এই শিল্পী প্রায়ই তাঁর একলা থাকা ও নেশাবস্তুর কাছে আসা-কে মিলিয়ে দিতে পারবেন একই বিন্দুতে। ফলে তাঁর কম্বো-আত্মনির্মাণ-প্রক্রিয়া দাঁড়াবে : প্রকৃতির কোলে একলা থাকা।

তৃতীয় রক্ষণ-কৌশল, যা রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ ও আয়ত্ত করেছিলেন, তা ভাবতে বসলে ভোঁ হয়ে যেতে হয়। কিছু ব্যক্তিগত আঘাত তো থাকবেই, যা প্রসন্নতায় নিশ্চিত টোল ফেলে দেবে। দুমড়ে, তছনছ করে দেবে বর্ম। অন্তত দিনকয়েকের জন্যে টুকরো-টুকরো হয়ে যাবে মানুষটা। আমাকে ব্যঙ্গ করে একখানা গোটা নাটক তৈরি হলে বা আমার তরতাজা ছেলে ধড়ফড় করতে করতে মারা গেলে তো আর আমি শান্তভাবে টেবিলের সামনে বসে ছন্দ মেলাতে পারব না। না কি, এমন একটি আশ্চর্য নির্লিপ্তির সাঁজোয়া রচনা করা সম্ভব, যা আমাকে এই সংকটেও অক্ষত রাখবে এবং উপন্যাসের কিস্তি ঠিক সময়ে পৌঁছবে পত্রিকা দপ্তরে? কয়েকটা ঘটনা বলি। স্ত্রী মারা গেছেন ক'মাস আগেই। এবার অসুস্থ হলেন মেজোমেয়ে রানি। হাওয়া-বদলের জন্য মেয়েকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ আলমোড়ায় গেলেন। কিন্তু রানির অসুখ বেড়ে চলেছে, কলকাতায় ফিরিয়ে আনা ঠিক হল। কয়েকজন কুলি খাটসুদ্ধু রানিকে পাহাড়ের ওপর থেকে নামিয়ে আনবে, পাশে পাশে রবীন্দ্রনাথ পায়ে হেঁটে আসবেন ওই বত্রিশ মাইল রাস্তা। সন্ধেয় স্টেশনে পৌঁছে জানা গেল,

www.BanglaBook.org

ট্রেন চলে গেছে। আবার কাল আসবে। রাত কাটানোর জন্য ডাকবাংলোয় গেলে, সেখানে যে ইংরেজরা আছে, তারা নেটিভদের ঢুকতে দিল না। কোনওমতে একটা ধর্মশালা খুঁজে বার করে, মেয়ের শিয়রে সারারাত জেগে থাকলেন রবীন্দ্রনাথ। পরের দিন ট্রেনে যেতে যেতে লখনৌ স্টেশনে মেয়ের জন্য একটু দুধ জোগাড় করতে নেমেছেন, ফিরে এসে দেখেন, টাকার বটুয়া, যেটা সিটের ওপর রেখেছিলেন, নেই। কেউ চুরি করে নিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের মাথায় আগুন ধরে গেল। এ যেন, ঈশ্বর ইচ্ছে করে শয়তানি করে একের পর এক দুর্দশায় ফেলছেন। কবি হোন আর দার্শনিক হোন, যাঁর মেয়ে মারা যাচ্ছে, অমানুষিক পরিশ্রম হয়েছে, সাহেবরা অপমান করেছে, এই সম্বলটুকু চুরি হয়ে যাওয়া তাঁকে হাকুশ তেতো করে দিতে তো বাধ্য। ডাক ছেড়ে কেঁদে, অভিসম্পাত দিয়ে, ভাগ্যকে ফালাফালা করে, আক্রোশে গলা চিরে তো চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছে করবে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কী করলেন? নিজেকে জপের মতো বলতে লাগালেন, 'তার চেয়ে মনে করলেই তো পারি টাকাটা যে নিয়েছে সে চুরি করে নেয়নি, আমি নিজে ইচ্ছেপূর্বক তাকে ওটা দান করলুম। হয়তো আমার চেয়েও ওটা তার বেশি প্রয়োজন। তাই আমি দানই করেছি।' ভাল করে এ-কথা মনকে বারেবারে বলালে, আস্তে আস্তে ভেতরটা শান্ত হয়ে এল। কল্পনা করা যায়, একজন রক্তমাংসের মানুষ এই সিদ্ধান্তটা নিচ্ছেন এই

www.BanglaBook.org

পরিস্থিতিতে? এটা তো ওঁর কোনও তত্ত্বভরা উপন্যাস নয়। এটা তো ঈশপের গল্প নয়। এটা তো একটা তপ্ত ট্রেন, যেখানে বিশ্বাসঘাতকতার ভাপ উঠছে, সন্তানবিয়োগের সম্ভাবনার দগ্ধানি, খারাপ মানুষে ভর্তি পৃথিবীতে বেঁচে থাকার গ্লানি, ক্রোধে ও দুঃখে চোখ ঝাপসা করে দিচ্ছে। সেখানে বসে শ্বাসের তলায় তীব্র গালি না উচ্চারণ করে, এই বিশ্ব বেঁচে থাকার অযোগ্য এই ধিক্কারবাক্য না শানিয়ে, একজন মানুষ একটি অকলুষ ক্ষমা অনুশীলন করছেন, যাতে এই ঘটনা তাঁর মনের স্বাভাবিক স্থৈর্যকে ব্যাহত না করে! এটি একটি মানুষিক জীবনপ্রণালী মনে হয়? কিছুদিন পরেই রানি মারা গেলেন। সেইদিন সন্ধেয় রবীন্দ্রনাথের বৈঠকখানায় বঙ্গভঙ্গের আশঙ্কা নিয়ে কথা বলতে বড় বড় নেতারা এসেছেন। রাত সাড়ে দশটা অবধি সভা চলল। অতিথিদের এগিয়ে দিতে দরজা অবধি এসেছেন কবি, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী জুতোর ফিতে বাঁধতে বাঁধতে জিজ্ঞেস করলেন, 'রবিবাবু, আজ আপনার মেয়ে কেমন আছে? একটু ভাল তো?' রবীন্দ্রনাথ শান্ত গলায় বললেন, 'সে আজ দুপুরবেলা মারা গেছে।' এ কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। শমীন্দ্রনাথ মুঙ্গেরে কলেরায় মারা গেলেন, তাঁকে দাহ করার পর রবীন্দ্রনাথ ও দুই সঙ্গী-অধ্যাপক ট্রেনে শিলপুর ফিরছেন। সাহেবগঞ্জে দেখা করতে এলেন এক অধ্যাপকের মামা। রবীন্দ্রনাথ হাসিমুখে তাঁর কুশলসংবাদ নিলেন, গল্প করলেন, তাঁর প্রচুর প্রশ্নের

www.BanglaBook.org

উত্তর ধৈর্য ধরে দিতে লাগলেন। শেষে ভদ্রলোককে কিছু দূরে ডেকে নিয়ে ভাগ্নে বললেন, 'কয়েক ঘণ্টা আগে নিজের ছোট ছেলেকে সৎকার করে ফিরছেন উনি!' এ জিনিস সম্ভব কোন রসায়নে! মনে রাখতে হবে, রবীন্দ্রনাথ যদি বঙ্গভঙ্গের সভা সেদিন ক্যানসেল করতেন বা ওই মামাটিকে বলতেন 'আজ কথা বলতে পারব না', তাতে তাঁর ইমেজ এতটুকু ক্ষতিগ্রস্ত হত না, বরং উল্টোটা। সেটাকেই লোকে স্বাভাবিক এবং কাম্য বলে ধরে নিত। যে লোকের দরদ ও অনুভূতি, স্পর্শকাতরতা ও সংবেদন পৃথিবীর সকলের চেয়ে থরোথরো, সে সন্তানশোকে বিহ্বল হয়ে পড়লে সেটাই তো বেশি মানানসই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নিজেকে এটুকু ছাড় দেওয়ারও অবকাশ ছিল না। ওঁর যে প্রকল্পনা, তাতে শোক পালনের জন্যও ছুটি নেওয়ার নিয়ম নেই। নিজের অলৌকিক ক্ষমতা সম্পর্কে স্পষ্ট আন্দাজ, নিজের মিশন সম্পর্কে স্ফটিকস্বচ্ছ ধারণা এবং সেই অনুযায়ী নিজের প্রতিজ্ঞাগুলি গণিত-নির্ভুলতায় নির্ধারণ ও পালন, এ তাঁর প্রতি মুহূর্তের কাজ ছিল। বাইরের কোনও ঘটনাকেই তিনি ভেতরের তিলে তিলে নির্মিত মহাবিশ্বটিকে বিঘ্নিত করতে দেবেন না। তাঁর মূল কোরকের মাধুর্য অবধি পৌঁছতে দেবেন না। দিলে, একবার সেই সিংহদরজা শিথিল করলে, একটি স্খলনকেও আশ্রয় দিলে, তাঁর যে অবিশ্বাস্য সম্ভাবনা, তা পূর্ণ বিকাশের বিন্দুতে পৌঁছতে পারবে না। তিনি এক বিরাট-কে গিলে নিতে, নিজের অণু অণুতে চারিয়ে নিতে,

www.BanglaBook.org

এক বিরাটের প্রতি অঙ্গে অঙ্গ লেপে ওতপ্রোত সংলগ্ন হতে বেরিয়েছেন। তিনি অমৃতের সন্ধানে বেরিয়েছেন। বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে বেরিয়েছেন। যে কোনও মূল্যেই তা তাঁকে পেতে হবে। এ-জন্য সব ত্যাগ করতে তৈরি থাকতে হবে। সব। এমনকী মানুষিক আবেগ। আবার, খেয়াল করুন, তা করতে গিয়ে তাঁর তপতপে কোমলতা এতটুকু খোয়ালে চলবে না! কারণ ও-ই তো তাঁর পুঁজি! প্রকৃতির প্রেরণা পান করার সময়, নিজেকে আমূল নগ্ন করে দিতে হবে, রচিত প্রতিটি অক্ষরে অঝোর প্রস্রবণ বিলিয়ে দেওয়ার সময় মুখভঙ্গি আকুল আতুর হয়ে উঠলে তা সংবরণ করা চলবে না। কী অসম্ভব ও প্রায় ধারণা-অতীত এই যজ্ঞ! আবেগগুলিকে প্রত্যাখ্যান করে তিনি কোনও নির্দয় দাসব্যবসায় নামছেন না। তিনি করছেন আবেগেরই বেসাতি! শুধু, ঘটনা-নির্ভর আবেগগুলি তাঁর লেখার স্রোত থেকে তাঁকে দূরে রাখলে, তাদের মুহূর্তে কেটে বাদ দিতে হবে। বা, নিমেষে তাদের চালান করে দিতে হবে ব্যক্তিগত বোধ থেকে শিল্প-কাঁচামালের, শিল্প-জ্বালানির ডাঁইঘরে। এ প্রোজেক্ট কার্যকর করতে তো পৌরাণিক ধক দরকার, দশখানা জীবন-রিহার্সাল! এ তো সেমিনারের আহিড়িয়া-আস্ফালন নয়, একে তো প্রোথিত করতে হবে নিজের আত্মায়, ব্যবহারে, অভ্যাসে, একে তো লেপে দিতে হবে এই শ্বাস-রক্ত-থুতু-পুঁজ-প্রস্রাবময় বাস্তবের জমিনে! রবীন্দ্রনাথ বহু অনুশীলনে, চোয়ালে চোয়াল

www.BanglaBook.org

চেপে, অমানুষিক ক্ষমতায়, নিজের শিল্পীসত্তাকে ব্যক্তিসত্তা থেকে টেনে ছিঁড়ে বিযুক্ত করেছেন। বাইরের তাবৎ আফসানো ঝাপটার আড়ালে নিজের এক অচঞ্চল নিভৃত ধ্যানকুঠুরি নির্মাণ করে নিয়েছেন। এই চূড়ান্ত ঔদাসীন্যের বর্ম তাঁকে ভাল করে কোনও মানুষের সঙ্গে লিপ্ত হতে দেয়নি, আলিঙ্গন করতে গেলেই কবচের ইস্পাত অস্বস্তিভরে ফুটেছে। অনায়াসে স্বল্প আলগা করা যেত এই নিজের প্রতি অতলান্ত নিষ্ঠুরতার রাশ। নিজের অতন্দ্র প্রহরায় নিজে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকার নিংড়োনো ডিউটি থেকে স্বল্প বিশ্রাম নেওয়া যেত। কিন্তু প্রতিভাকে যত্ন করার জেদ তাঁর অনশ্বর। অকল্পনীয় অপমান চতুর্দিক থেকে সহ্য করেছেন, মেয়ের যক্ষ্মা হয়েছে বলে দেখা করতে গেছেন, জামাই টেবিলের ওপর পা তুলে সিগারেট খেয়েছে। শান্তিনিকেতন তিনি খুলেছেন পারভার্ট কাণ্ডকারখানা করার জন্য, শুনতে হয়েছে। কোনও আঘাতে, কোনও মুহূর্তে, এককণা কাজও থেমে থাকেনি। হৃদয় থেকে কোমল মরমী লতাগুলি একে একে উপড়ে ফেলতে কী প্রাণান্ত কষ্ট হয়েছে তাঁর! এক উন্মাদ আত্মকেন্দ্রিকতায়, আত্মনিষ্ঠায়, নিজেরই বুকে হাঁটু চেপে শ্বাস রুখে দিতে কী হাঁকপাঁক, কী তাড়স জেগেছে! তবু থামেননি, কিছুতেই ভ্রষ্ট হবেন না। কিছুতেই ক্লান্তিকে, দুর্বলতাকে জিততে দেবেন না। অন্য কোনও মানুষ কখনও যা পারেনি, তিনি তা-ই পারবেন। তিনি রবীন্দ্রনাথ হবেন। মৈত্রেয়ী দেবীকে বলেছেন, 'যাকে তোমরা ভালোবাসা বল

www.BanglaBook.org

সেরকম করে আমি কাউকে কোনোদিন ভালোবাসিনি।... বন্ধুবান্ধব, সংসার, স্ত্রী-পুত্র কোনো কিছুই কোনোদিনই আমি তেমন করে আঁকড়ে ধরিনি। ভিতরে একটা জায়গায় আমি নির্মম—তাই আজ যে জায়গায় এসেছি সেখানে আসা আমার সম্ভব হয়েছে। তা যদি না হত, যদি জড়িয়ে পড়তুম তা হলে আমার সব নষ্ট হয়ে যেত।' প্রসন্নতা রক্ষার জন্য এই নির্দয় ঔদাসীন্য বপন ও লালনের স্ট্র্যাটেজি, এ ব্যাপার বুঝতেই এক জীবন লাগে কারও কারও, প্রায়-কৈশোর থেকে এর সার্থক সাধনা আয়ত্ত করার কথা তো ছেড়ে দিলাম। নিজের শিল্পকে, নিজের প্রতিভাকে কতটা আছাড়িপিছাড়ি ভালবাসলে এভাবে নিজের আদর সম্ভব, ভাবলে বিস্ময়ের সীমা থাকে না।

কিছুটা রবীন্দ্রনাথ হয়ে জন্মানো যায়, কিন্তু পূর্ণ রবীন্দ্রনাথ তিলে তিলে পলে পলে হয়ে উঠতে হয়, তার কঠিন পরিকল্পনা ও অসহ্য শ্রম প্রতিটি, প্রতিটি, প্রতিটি ক্ষণ-খণ্ডে জারি থাকে, এই ধারণার বোধ ও স্বীকৃতি, এবং তুলকালাম আত্মপ্রয়োগ, শুধু এই জন্যই আরও সহস্র বছর তাঁর সূর্যবিভার পানে হাঁ করে থাকতে হবে মনে হয়।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG